উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 28 November 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 189

জিতে প্রত্যাবর্তন গুকেশের

বারোর পাতায়

আদানিতে ফের ভন্ডুল সংসদ

সাতের পাতায়

ইডি-কে তুলোধোনা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলায় বুধবার সুপ্রিম কোর্ট তুলোধোনা করল ইডি-কে। জানতে চাইল, 'আপনাদের সাফল্যের হার কত? খুব খারাপ।'

বিস্তারিত সাতের পাতায়

যুদ্ধবিরতি

ইজরায়েল ও হিজবুল্লার মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হল। বুধবার ভোর চারটে থেকে তা কার্যকর হয়েছে, যার প্রতীক্ষায় ছিল শুধু ইজরায়েল, গাজা, প্যালেস্তাইন নয়, গোটা বিশ্ব।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

তৃণমূল নেত্রীর স্বামীর কাছে ক্যালিফোর্নিয়াম

সেনার নথি পাচারে গ্রেপ্তার

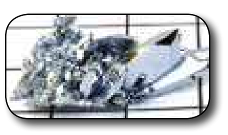

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি গ্রাম ক্যালিফোর্নিয়ামের মূল্য প্রায় ১৭ কোটি টাকা। মাসতিনেক আগে বিহার থেকেও এই ক্যালিফোর্নিয়াম সহ তিনজন ধরা পড়েছিল।

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : দেশবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত সন্দেহে নকশালবাড়ির বেলগাছি চা বাগান থেকে ফ্রান্সিস এক্কা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল সেনাবাহিনী। মঙ্গলবার রাতে সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্প, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) এবং দার্জিলিং পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের স্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য।

ফ্রান্সিসের বাড়ি থেকে রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ অর্থাৎ ক্যালিফোর্নিয়াম এবং প্রচুর ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের (ডিআরডিও) নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে। তিনি ডিআরডিও'র নথিপত্র পাচার করতেন বলে অভিযোগ। সেনা সূত্রে খবর, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি গ্রাম ক্যালিফোর্নিয়ামের মূল্য প্রায় ১৭ কোটি টাকা। মাসতিনেক আগে বিহার থেকেও এই ক্যালিফোর্নিয়াম সহ তিনজন ধরা পড়েছিল।

ফ্রান্সিসকে রাতে জিজ্ঞাসাবাদের পরই পানিঘাটা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বুধবার মিরিক আদালতে তুলে অভিযুক্তকে পাঁচদিনের রিমান্ডে নিয়েছে মিরিক থানা।

কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় বলছেন, 'সেনাবাহিনী ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আমাদের হাতে দিয়েছে। একটি অভিযোগও দায়ের করেছে। যে সমস্ত সরঞ্জাম ধৃতের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে, সেগুলি সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়েছে।' তবে, এই ক্যালিফোর্নিয়াম এবং ডিআরডিও-র নথি আসল না নকল সেটা সেনাবাহিনী পরীক্ষার পরই বলতে পারবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বেলগাছি চা বাগানের শ্রমিক আবাসে সেনা তল্লাশি। -সংবাদচিত্র

বিস্মিত বেলগাছি

- ধৃত ফ্রান্সিস এক্কার স্ত্রী অমৃতা নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য
- বেলগাছি বাগানে ফ্রান্সিসের বাড়ি যৌথ অভিযান চালায় সেনা, পুলিশ ও এনডিআরএফ
- ৪০ মিনিটের অপারেশনে উদ্ধার হয়েছে ডিআরডিও'র নথি ও প্রচুর ক্যালিফোর্নিয়াম
- রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ ক্যালিফোর্নিয়াম সাধারণত নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে ব্যবহার করা হয়

বেলগাছি চা বাগানে শ্রমিকের কাজ করতেন অমৃতা এক্কা। গত মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে তিনি তৃণমূলের টিকিটে বেলগাছি এলাকা থেকে জয়ী হন। অচিরাচরিত শক্তি বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন তিনি। জনপ্রতিনিধি হওয়ার পর বাগানের কাজ ছেড়ে দেন অমৃতা। স্বামী ফ্রান্সিস স্ত্রীর সুবাদেই বাগানে থাকেন। বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন লক্ষ করায় এলাকার মানুষের মধ্যে কৌতূহল ছিল। কিন্তু রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় থাকায় কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারেননি।

মঙ্গলবার রাতে আচমকা বাগানের চার্চ লাইনে ফ্রান্সিসের বাড়ির সামনে বেশ কিছু গাড়ির কনভয় এসে দাঁড়ানোয় সবাই চমকে ওঠেন। মুখ ঢাকা বম্ব ডিসপোজাল সুট পরা বেশ কিছু লোকজন এবং প্রচুর পুলিশ দেখে কেউই আর এগিয়ে আসার সাহস পাননি। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে গোটা বাড়িতে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালায় সেনা ও এনডিআরএফ। বাইরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নজরদারি করে পানিঘাটা ফাঁড়ির পুলিশ। অপারেশন শেষে উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী সহ ফ্রান্সিসকে নিয়ে চলে যায় সেনা। ভোরে তাঁকে পানিঘাটা ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এরপর দশের পাতায়

আগুন নিয়ে খেলা, জীবন্ত দগ্ধ খুদে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ নভেম্বর : খড়ের গাদায় ঘর বানিয়ে খেলতে গিয়ে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল ৪ বছরের খুদের। বুধবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে সৈয়েদাবাদের আমলাইনে। মৃত গোডউইন নাগ (৪) স্থানীয় একটি বেসরকারি স্কুলে নার্সারিতে পড়ত। এদিন বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে জমি থেকে তার অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান এসডিপিও (নকশালবাড়ি) নেহা জৈন। মৃত শিশুর পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেন। তিনি বলছেন, 'দুই শিশু খড়ের গাদায় দেশলাই নিয়ে খেলছিল। সম্ভবত সেখান থেকেই আগুন লেগে যায়। তাতেই মর্মান্তিক পরিণতি।'

পরিবার সূত্রে খবর, এদিন স্কুল ছুটির পর গোডউইনকে বাড়ি নিয়ে আসেন মা সুচিত্রা লাকড়া। ছেলেকে নিয়েই বিধাননগরে একটি ব্যাংকে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু, গোডউইনের মামাতো দাদা ৫ বছর বয়সি আরমান স্কুল থেকে ফিরে তার সঙ্গে খেলবে বলে জানায়। সুচিত্রা তাই ছেলেকে রেখেই ব্যাংকে চলে যান। মাঝরাস্তায় গিয়েই হঠাৎ দুঃসংবাদ পান তিনি। আরমান অবশ্য বিপদ বুঝে সেখান থেকে সরে পড়ায় প্রাণে বেঁচেছে।

গ্রামবাসীদের মধ্যে মন্দিলা কেরকাট্টা বলছেন, 'আরমানই প্রথম ছুটে এসে আগুন লাগার কথা জানায় বাগানের এক সর্দারকে। এরপর তিনি লোকজন জড়ো করে

এরপর দশের পাতায়

নিহত আইনজীবীর শেষকৃত্যে যোগ দিতে লক্ষ মানুষের ঢল। বুধবার চট্টগ্রামে। -এএফপি

ওপারে ইসকন নিষিদ্ধ করার আর্জি

বাংলাদেশিদের ভিসা বন্ধের দাবি শুভেন্দুর

ঢাকা ও কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : চিন্ময় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তারির পর ইসকন সম্পর্কে আরও কড়া অবস্থান নিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। নিছক ধর্মীয় সংগঠনের বদলে ইসকনকে মৌলবাদী তকমা দেওয়া হল। মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ মনিরুদ্দিন বুধবার ঢাকা হাইকোর্টে বলেন, 'ইসকনের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে সরকার।'

হিন্দু সংগঠনটিকে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করার আর্জিতে বুধবার একটি মামলাও গ্রহণ করেছে ঢাকা হাইকোর্ট। আদালতে সওয়ালে এজন্য ঢাল করা হয়েছে চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিনের আবেদন নাকচ হওয়ার পর চট্টগ্রামে পুলিশ ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় আইনজীবী সাইফুল ইসলামের মৃত্যুকে। মনিরুজ্জমান নামে এক আইনজীবী হাইকোর্টে জানান, 'সাইফুলকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে।' সেজন্য তিনি চিন্ময় কৃষ্ণদাসের অনুগামীদেরই দায়ী করেছেন।

ইসকনের সন্ন্যাসীর গ্রেপ্তারের পর ভারতের বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে যেন বাংলাদেশের অসন্তোষে ঘৃতাহুতি পড়েছে। ভারতে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা এবং অধিকার সুনিশ্চিত করার পালটা বার্তা দিয়েছেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।

> বাংলাদেশের ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। এই ধরনের ঘটনা কখনও সমর্থন করা যায় না।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

> তালিবান ইউনূস আর তালিবান ইউনূসের বোন মমতা, দুটোই জামাত শিবির।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

ভারতকে দায়িত্বশীল আচরণ করার কথাও বলেছেন তিনি। চট্টগ্রামে সংঘর্ষে দেশি-বিদেশি ইন্ধন থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী। আরও একধাপ এগিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের শরিক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লা ইসকনকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বলেছেন।

তাঁর কড়া হুঁশিয়ারি, 'ধর্মের দোহাই দিয়ে উগ্রপন্থী সংগঠন পরিচালনা করলে বাংলাদেশে এক

এরপর দশের পাতায়

তাহাদের কথা

রোগীদের নিরাপত্তাও ভাবা উচিত ডাক্তারদের

ভাস্কর বাগচী

এই তো কিছুদিন আগের কথা। শিলিগুড়ির এক ক্যানসার আক্রান্ত তরুণ গিয়েছিলেন কলকাতার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে। সেখানকার নামী এক চিকিৎসক প্রাথমিকভাবে রোগীকে পরীক্ষা করে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দেন। তার জন্য ৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটিবাটি বিক্রি করে ওই নার্সিংহোমেই অস্ত্রোপচার করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রোগীর পরিবার। তার প্রধান কারণ, টাকা বেশি লাগলেও সেই ডাক্তার এত সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলেছিলেন যে, রোগীর পরিবার তাঁকে ভগবান ভাবতে শুরু করে।

রোগীরও আবদার ছিল, 'এই ভগবানের কাছেই অস্ত্রোপচার করাব। তাতেই আমি সুস্থ হব।' এরপর ওই রোগী শিলিগুড়িতে এসে কিছু টাকাপয়সা জোগাড় করে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে আবার কলকাতায় গিয়ে সেই নার্সিংহোমে হাজির হন অস্ত্রোপচারের তারিখ নেওয়ার জন্য। এর মধ্যে শিলিগুড়িতে কয়েকজন জানাশোনা মানুষ রোগীর হয়ে ওই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁকে শোনানো হয় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কথা। ব্যাস আর যাবে কোথায়? অনেক আশা নিয়ে দ্বিতীয়বার যখন ওই ডাক্তারবাবুর চেম্বারে রোগী হাজির হন, শুরু হয়ে যায় দুর্ব্যবহার।

বলতে থাকেন, কেন রোগী কিছু লোককে দিয়ে ফোন করিয়েছেন? কেন স্বাস্থ্যসাথীর কথা বলানো হল? চরম অপমান ও দুর্ব্যবহারের কারণে দুঃখে শিলিগুড়ি ফিরে আসেন সেই রোগী ও তাঁর পরিবার। পরে শিলিগুড়িতেই চিকিৎসা হয়। কিন্তু সেই ডাক্তারের কাছে কী অপরাধটা করলেন, সেটা বুঝতে তাঁদের সময় লেগেছিল।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পার্কের গুদামে অনাদরে মনীষীদের মূর্তি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : সম্মানের বদলে মিলছে অবহেলা।

পুরনিগমের গাফিলতিতে গুদামবন্দি হয়ে রয়েছে মনীষীদের মূর্তি। অথচ বছরখানেক আগে সূর্য সেন পার্কে বসানো এই মূর্তিগুলি তুলে শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পুরনিগম। তাহলে কি এই এক বছরে মূর্তি বসানোর মতো জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল না? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে অবশ্য সিদ্ধান্ত বদলের যুক্তি দিচ্ছে পুরনিগম।

পুরিনগমে একটি মূর্তি কমিটি রয়েছে। সেই কমিটির মাথায় যাঁরা রয়েছেন তাঁদের যুক্তি, মূর্তিগুলি কোথায় বসানো হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। আবার উলটো কথা বলছেন মেয়র গৌতম দেব। তাঁর কথায়, 'সূর্য সেন পার্কের ভেতরেই পুনরায় মূর্তিগুলি বসানো হবে। তার কাজও শুরু হয়েছে। মূর্তি কমিটির সঙ্গে আলোচনা করেই, তা ঠিক করা হয়েছে।'

এখানেই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। যদি মেয়রের কথা ঠিক হয় তবে মূর্তিগুলি সরানো হয়েছিল কেন, জানতে চাইছেন তাঁরা। অভিযোগ, সরকারি টাকা নয়ছয় করতেই পুরনিগম হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যও এনিয়ে বর্তমান বোর্ডকে বিঁধছেন। তাঁর প্রশ্ন, 'মূর্তিগুলি যোগ্য সম্মান পাচ্ছে না বলে পার্ক থেকে তুলে ফেলা হল। বলা হল, সেগুলিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হবে। এখন আবার মেয়র বলছেন, পার্কেই মূর্তি বসানো হবে। তাহলে শুধু শুধু সেগুলো তোলা হয়েছিল কেন?'

টিক অফ দ্য টাউন

নতুন প্রজন্ম যাতে বাংলার মনীষীদের চিনতে পারে এবং তাঁদের অবদান সম্পর্কে জানতে পারে সেজন্য ২০১৮ সালে গ্রিন সিটি মিশন প্রকল্পে পার্কে দশটি মূর্তি বসিয়েছিল পুরনিগম। পার্কে ঘুরতে আসা পড়ুয়াদের মধ্যে মনীষীদের এই গ্যালারির জনপ্রিয়তা ছিল যথেষ্টই।

কথা রাখেনি পুরনিগম

এই বেদিগুলিতেই একসময় ছিল মনীষীদের মূর্তি। সূর্য সেন পার্কে।

পার্ক থেকে মনীষীদের গ্যালারি তুলে দেওয়ায় ঘুরতে এসে আশাহত হয়েছিল তাদের অনেকেই। যদিও মূর্তি তুলে ফেলার কারণ হিসেবে এক বছর আগে শোনা গিয়েছিল, পার্কের বন্ধ থাকা ক্যান্টিন বড় করা হবে, সেকারণে গ্যালারি তুলে ফেলা হয়েছে। তবে তা ভুল বলে জানিয়েছেন পুরনিগমের উদ্যান ও কানন বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায়।

পুরনিগমের মূর্তি কমিটির সদস্য তথা গল্পকার বিপুল দাস বলছেন, 'পার্ক থেকে তুলে ফেলা আবক্ষমূর্তিগুলো এখনও কোথাও বসানো হয়নি। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পার্ক সংলগ্ন রাস্তায় মূর্তিগুলো বসানোর কথা পরিকল্পনায় রয়েছে। যদিও এখনও কিছু ঠিক হয়নি।' জায়গা ঠিক না হওয়ার আগেই কেন মূর্তি তুলে ফেলা হয়েছিল, সেই প্রশ্ন করলে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

এরপর দশের পাতায়

বরাদ্দ বাড়ল স্কুলের মিলে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : ২০২২ সালের ৮ অক্টোবরের পর বুধবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের প্রধানমন্ত্রী পোষণ বিভাগের তরফে জারি করা নির্দেশিকায় বৃদ্ধি হল স্কুল পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের দৈনিক বরাদ্দ। প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্যে দৈনিক বরাদ্দ ৫.৪৫ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৬.১৯ টাকা। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের বরাদ্দ ৮.১৭ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯.২৯ টাকা। দুই বছর আগে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে মাথাপিছু বরাদ্দ বেড়েছিল যথাক্রমে ৪৮ ও ৭২ পয়সা। এবারে সেই বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ৭৪ পয়সা এবং ১.১২ টাকা। আগামী ডিসেম্বর মাস থেকেই দর কার্যকর হবে বলে নির্দেশিকায় বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকায় ক্ষোভ বেড়েছে শিক্ষা মহলে। বর্তমান বাজারদর অনুসারে এই দর 'অপর্যাপ্ত' এবং এই বৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের মধ্যে দৈনিক বরাদ্দে ফারাক ২.৭২ টাকা থেকে বেড়ে ৩.১০ টাকা হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষকরা। বাম প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন এবিপিটিএ'র রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি বিপ্লব ঝা বলেন, 'ক্লাস ফোর, ফাইভ বা সিক্সের পড়ুয়াদের জন্যে বাজারে আলাদা দরে ডিম, সয়াবিন, ডাল, তেল মশলা মেলে না। অথচ দুই স্তরের পড়ুয়ার বরাদ্দে ফারাক ৩.১০ টাকা। রাঁধুনিদের ভাতা বৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্রীয় নির্দেশিকায় কোনও কথা নেই। চূড়ান্ত অবাস্তব এই বরাদ্দ বৃদ্ধি।'

এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের নয়টি শিক্ষা জেলায় ১৭ হাজার ৯৭৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৭৮ জন পড়ুয়া প্রধানমন্ত্রী পোষণ কর্মসূচির আওতায় মিড-ডে মিল প্রকল্পে নথিভুক্ত। এর মধ্যে সর্বাধিক মালদা জেলায় ৩,৩০১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৬৬২ জন পড়ুয়া এবং কালিম্পং জেলায় সর্বনিম্ন ৪৫৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২৫ হাজার ৬৪৫ জন পড়ুয়া এই প্রকল্পের সুবিধা পায়।

এদিনের বরাদ্দ বৃদ্ধির নির্দেশিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি অঞ্জন দাসের কথায়, 'কেন্দ্রের সরকার যে জনবিচ্ছিন্ন তার প্রমাণ এই বরাদ্দ, যা বাজারদর অনুসারে একেবারেই সঠিক নয়। যাঁরা এই সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা জানেনই না বাজারে কোন জিনিসের কত দাম। রাজ্য সরকার নিজের তহবিল থেকে রাঁধুনিদের জন্যে অতিরিক্ত বরাদ্দ করে ভাতা বাড়ালেও কেন্দ্রের সরকার রাঁধুনিদের কথা ভাবেনি, যা অত্যন্ত দুঃখের।'

এরপর দশের পাতায়

কৃষি গবেষণায় সম্মান উত্তরের দুই বিজ্ঞানীর

সাজাহান আলি

পতিরাম, ২৭ নভেম্বর : দিল্লিতে আয়োজিত ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ সয়েল সায়েন্সের গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন উৎসবে কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য 'ইয়ং সায়েন্টিস্ট পুরস্কার' পেলেন উত্তরবঙ্গের দুই মৃত্তিকা বিজ্ঞানী ড. অসীম দত্ত এবং ড. বাপ্পা প্রামাণিক। এইঅনুষ্ঠানে দেশের ৭৩১টি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিকস্তরে প্রতিষ্ঠিত বহু কৃষিবিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গের এই দুই মৃত্তিকা বিজ্ঞানী সারা দেশে যুগ্মভাবে প্রথম হয়ে এই পুরস্কার লাভ করেন। বাপ্পা প্রামাণিক বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের মৃত্তিকা বিজ্ঞানী হিসাবে কর্মরত। অন্যদিকে, কোচবিহার জেলার ভূমিপুত্র অসীম দত্ত উত্তরপ্রদেশের মিরাটে কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি লন্ডনে পোস্টডক্টরেট করছেন। দুইবিজ্ঞানীকে বিশেষ স্মারক উপহার এবং মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

১৯ নভেম্বর দিল্লিতে ওই দুই বিজ্ঞানীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি, ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার রিসার্চ এডুকেশনের সেক্রেটারি তথা ভারত সরকারের আইসিএআর-এর ডিরেক্টর জেনারেল ড. হিমাংশু পাঠক।

উত্তরবঙ্গের মাটির প্রকৃতি, কৃষিক্ষেত্রে কোন মাটি কোন ফসল চাষের জন্য কার্যকরী ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের উন্নয়নেবাপ্পা প্রামাণিক উল্লেখযোগ্য কাজ করে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এই সম্মান আমাকে আগামীতে কৃষি তথা মাটি নিয়ে আরও গবেষণার ক্ষেত্রে কাজ করার উৎসাহ জোগাবে। কৃষির উন্নয়নের জন্য অনুপ্রাণিত করবে।' অসীম দত্ত জানান, 'এই পুরস্কার আমার কাজকে সমাজে পরিচিতি এনে দেবে। আমি গর্বিত। কৃষির উন্নয়নে আগামীতে আরও গবেষণা করতে চাই।'

হেরিটেজ হবে ডালিম, ধামসাং দুর্গ

অনুপ সাহা

গরুবাথান, ২৭ নভেম্বর : লেপচা সংস্কৃতির ঐতিহ্য গরুবাথান ব্লকের ডালিমটারে অবস্থিত ডালিম দুর্গ এবং ধামসাং দুর্গ। ২০১২ সালে গঠিত 'পশ্চিমবঙ্গ মায়েল লিয়াং লেপচা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড'-এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এলএস তামসাং রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের কাছে চিঠি লিখে এই দুর্গ দুটি রক্ষা করতে হেরিটেজ কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি এবং প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং কালিম্পংয়ের বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা জানান, সম্প্রতি রাজ্য হেরিটেজ কমিশন লেপচা বোর্ডকে একটা চিঠি পাঠিয়েছে। সেখানে ডালিম এবং ধামসাং ফোর্ট দুটোকে হেরিটেজ কমিশনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এই দুর্গ দুটোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ৩৬০ বছর আগের ঐতিহাসিক গল্পগাথা। প্রতিবেশী লেপচা সাম্রাজ্য দখল করার স্বপ্ন দেখেছিলেন ভুটানের রাজা নামগিয়াল ডুকপা। সেই স্বপ্নে বাধা তৈরি করেছিলেন লেপচা রাজা গেবু আচিওক। বারবার আক্রমণ করেও ব্যর্থ হয়ে ভুটানের রাজা ১৬৬৪ সালে বিশেষ দূত পাঠিয়ে দু'পক্ষের শান্তিচুক্তির প্রস্তাব দেন। রানি নালিমিতের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে সেই প্রস্তাবে রাজি হন লেপচা রাজা।

কিন্তু সেটা যে তাঁকে খতম করার কৌশল, সেটা বুঝতে পারেননি লেপচা রাজা। পরিণাম হয়েছিল মারাত্মক। শান্তিচুক্তির বৈঠকে আলোচনা এবং খানাপিনার সময় লেপচা রাজাকে মদ্যপান করিয়ে বেহুঁশ করে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। তারপর সেটা ডালিম দুর্গের পাশে চেল নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ভুটানিরা। লেপচা সেনাদের বন্দি বানিয়ে দখল নিয়েছিলেন ডালিম ফোর্ট এবং ধামসাং ফোর্টের। তারপর প্রায় দুশো বছর পর ১৮৬৪ সালে সেই দুর্গ দখল করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সে বছর ৬ ডিসেম্বর সেখানে গোলাবারুদের বিস্ফোরণে ছয়জন ব্রিটিশ সেনার মৃত্যু হয়। স্মৃতিফলকে আজও তার প্রমাণ রয়েছে। লেপচা রাজা গেবু আচিওকের কাটা মুণ্ড এবং দেহ চেল নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ায় আজও চেল নদীকে লেপচা জনজাতির মানুষজন 'ভুটে দাহা' বলে শ্রদ্ধা করেন।

গরুবাথানের অদূরে ঐতিহাসিক ডালিম ফোর্ট। -সংবাদচিত্র

লেপচা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের মেম্বার সেক্রেটারি ভূষণ শেরপা বলেন, 'হেরিটেজ কমিশনের তরফে ইতিবাচক উত্তর মেলার পর এই দুর্গ দুটিকে ঘিরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা লেপচা জনজাতির মানুষজনের নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।' সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩২২ মিটার উচ্চতায় গরুবাথানের অদূরে অবস্থিত প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত হওয়া ডালিম ফোর্ট এবং ধামসাং ফোর্ট সংস্কার করে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হলে এলাকায় পর্যটকদের ঢল নামবে বলে আশাবাদী সজিত রাই, দেওপ্রকাশ রাইয়ের মতো হোমস্টে পরিচালকরা।

আপটি প্লাস

নিউজ ব্যুরো

২৭ নভেম্বর : আপটি প্লাস এবার কলকাতাতেই নিয়ে এসেছে দিল্লির অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী। আপটি প্লাস থেকে ইউপিএসসি পরীক্ষায় অল ইন্ডিয়া ৩৬ র‍্যাংকে রয়েছেন আয়ুশী প্রধান। ৬৯৪ র‍্যাংকে রয়েছেন প্রজ্জ্বল চৌরাসিয়া এবং ৫৯১ র‍্যাংক করেছেন সাইরাজ মিশ্রা।

অ্যাফিডেভিট

ভুলবশত আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে আধার কার্ড ও প্যান কার্ডে Deepak Mallik, ড্রাইভিং লাইসেন্সে Deepak Malik এবং ভোটার কার্ডে Babu Mallick. গত 25.11.24 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Dipak Das নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য, Dipak Das, Babu Mallick, Deepak Malik এবং Deepak Mallik একজনেরই নাম। (S/N)

●

আমি Jhuma Das (Paul), মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 25/11/24-এ শিলিগুড়ি কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা Jhuma Das ও Jhuma Das (Paul) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/113576)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড চাই। কোনও ডোনেশন লাগবে না। স্পট জয়েনিং। বেতন (9-10,000/-) (M) 9593264413. (C/113579)

●

Sales or Marketing person needed in PETLAB diagnostic centre. Qualification : DMLT, BMLT or B.Sc and above. Ph- 8158933766. (C/113578)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে B+ কিডনিদাতা চাই। 25-45 বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 7063721185. (C/113577)

Tender Notice

The undersigned invites e-Tender vide e-NIT No. 09/e-Chl-I/PS/2024-25 Dated- 27.11.2024 for civil/ Electrical works/Item procurement.

The details may be obtained from the Office or e-Tender portal www.wbtenders.gov.in

Sd/-
EO
Chanchal-I Panchayat Samity

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:- 1) WBMAD/JM/CH/eNIT-22(2nd Call)/2024-25 Memo No. 2561/JM Dated : 26/11/2024 Tender ID : 2024_MAD_774723_1 2) WBMAD/JM/CH/eNIT-26(2nd Call)/2024-25 Memo No. 2562/JM Dated : 26/11/2024 Tender ID: 2024_MAD_774755_1. Last date of bidding (Online) dated:- 14/12/2024 at 6.55 P.M. Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

চ্যাংরাবান্ধায় স্বাভাবিক বৈদেশিক বাণিজ্য

উদ্বেগ নিয়ে ভারতে বাংলাদেশিরা

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ নভেম্বর : বাংলাদেশে হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে উত্তাল বাংলাদেশ। চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবশ্য সেই প্রভাব থেকে মুক্ত রয়েছে। আমদানি-রপ্তানি মোটামুটি স্বাভাবিক রয়েছে। তবে ওপার বাংলা থেকে ভিসাধারী বাংলাদেশিদের এদেশে আসার সংখ্যা অনেকটাই কমে গিয়েছে। যাঁরা এপার বাংলায় আসছেন তাঁদেরও চোখে আতঙ্কের ছাপ।

চ্যাংরাবান্ধা সিঅ্যান্ডএফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন সহ সম্পাদক তাপস দাশগুপ্ত জানালেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে অনেক আগে থেকেই মন্দা চলছে। শেখ হাসিনা দেশছাড়া হওয়ার পর মন্দার পরিমাণ বেড়েছে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে সন্ন্যাসীর গ্রেপ্তারিতে দুই দেশের বাণিজ্যে নতুন করে তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। বুধবারও আমদানি-রপ্তানি শান্তিপূর্ণভাবেই হয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গের চাহিদার কথা মাথায় রেখে পেঁয়াজ ও আলু রপ্তানি বন্ধ রাখা হয়েছে।'

এখন বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি তার প্রভাব চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন দপ্তরে দেখা গিয়েছে। চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন এক আধিকারিকের কথায়, 'ভিসা সমস্যার কারণে এমনিতেই বাংলাদেশের বাসিন্দারা কম আসছেন। গত কয়েকদিনের ঝামেলায় সেই পরিমাণ আরও কমে গিয়েছে।'

বুধবার বাংলাদেশের পাটগ্রাম সরকারের হাটের বাসিন্দা সাধনা রায় এদেশে এসেছেন। তিনি বৃদ্ধা মা প্রমীলা রায়কে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ি আত্মীয়ের বাড়ি যাবেন। তাঁর কথায়, 'আমরা সবসময় আতঙ্কে রয়েছি। বাড়ি থেকে এদেশে এসে মনে শান্তি নেই। কয়েকদিন আগেই আমাদের পাশের গ্রামে একটা মন্দির ও দেবতার মূর্তি ভেঙে দিয়েছে। বাড়িতেও কখন হামলা হয়ে যায় সেই চিন্তা সবসময় মাথায় ঘুরছে।'

তিনি জানালেন, শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পরে দেশে যে অরাজকতা শুরু হয়েছে তা আর থামেনি। অন্য ধর্মের লোকেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে হিন্দুদের ওপর দোষ চাপাচ্ছে। হিন্দুদের বাড়িঘর ভাঙচুর করছে। সাধনা বলেন, 'আমাদের সন্ন্যাসীকে পর্যন্ত গ্রেপ্তার করল। আমরা জানি না শেষপর্যন্ত আমাদের কী হবে?'

আজ টিভিতে

সাহিত্যের সেরা সময় - অনুপমার প্রেম সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭.৩০ **আকাশ আট**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ পূজা, বিকেল ৩.০০ পুতুলের প্রতিশোধ, বিকেল ৫.৩০ পথ ও প্রাসাদ, রাত ৮.১০ অভিমন্যু, ১০.৫৫ বচ্চন

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম, বিকেল ৪.৩০ কেলোর কীর্তি, সন্ধ্যা ৭.৩০ আমার মায়ের শপথ, রাত ১০.৫০ রসগোল্লা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ রিফিউজি, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ চ্যালেঞ্জ, সন্ধ্যা ৭.৩০ অপরাধী, রাত ১০.০০ প্রেম আমার

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাব

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শহরের ইতিকথা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সাগর বন্যা

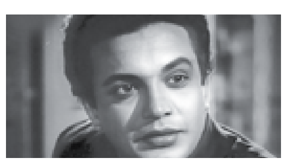

শহরের ইতিকথা দুপুর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

রসগোল্লা রাত ১০.৫০ **জলসা মুভিজ**

হম দিল দে চুকে সনম দুপুর ২.৩৮ **কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড**

দ্য লায়ন্স রুল বিকেল ৪.৪১ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

জঙ্গলে পর্যটকদের সঙ্গে 'ট্যুরিস্ট বন্ধু' পুলিশ। মঙ্গলবার গোরুমারা গেটে।

পর্যটকদের নিরাপত্তায় বিশেষ বাহিনী

শুভদীপ শর্মা ও শুভজিৎ দত্ত

লাটাগুড়ি ও নাগরাকাটা, ২৭ নভেম্বর : ডুয়ার্সে বেড়াতে এসে রিসর্টের ঠিকানা খোঁজা কিংবা জঙ্গলের রাস্তায় হাতির থেকে পাশ কাটিয়ে পর্যটকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনায় 'ট্যুরিস্ট বন্ধু' ভরসা জোগাচ্ছে। পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে পুলিশের এই বিশেষ বাহিনী পর্যটকদের লাগাতার হয়রানি রুখতে ও সুরক্ষায় কাজ করছে। জলপাইগুড়িতে গত অক্টোবর মাসে ক্রান্তি ও মেটেলি ব্লকে তিনটি ও মাল ব্লকে একটি করে মোট সাতটি, 'ট্যুরিস্ট বন্ধু' পুলিশ সহায়তাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। পাশাপাশি দুটি বিশেষ গাড়ি পুলিশ প্রশাসনের তরফে দেওয়া হয়। এই দুটি গাড়ি করে দুজন এএসআই, দুজন কনস্টেবল ও একজন গাড়ির চালক প্রতিনিয়ত গজলডোবা থেকে চাপড়ামারি পর্যন্ত পর্যটকদের হয়রানি রুখতে নজরদারি চালাচ্ছেন। জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'পর্যটকদের ভিড় যতদিন থাকবে ততদিন এটিকে চালু রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

গজলডোবা থেকে গরুমারা পর্যন্ত জঙ্গলের রাস্তায় মাঝেমধ্যে হাতি দাঁড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় পর্যটকরা হাতির সামনে পড়ে যান। কয়েক সপ্তাহ আগে রাস্তায় ঝোপের আড়ালে একটি দাঁতাল লুকিয়ে ছিল। পর্যটকরা সেটা ঘুণাক্ষরে টের পাননি। তবে সেখানে থাকা ট্যুরিস্ট বন্ধুর এএসআই সুরজিৎ মল্লিক পর্যটকদের হাতির সামনে থেকে পাশ কাটিয়ে নিরাপদে নিয়ে আসেন। সুরজিৎ জানান, শীতকালে জঙ্গল সাফারি থেকে ফিরতে অন্ধকার হয়ে যায়। তাই পর্যটকদের তিনি সুরক্ষিতভাবে নিয়ে আসেন। এছাড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাতটি ট্যুরিস্ট সহায়তাকেন্দ্র থেকে পর্যটকরা সহজে কোনও জায়গায় যাওয়ার ম্যাপ, গাড়ির ভাড়া সহ সমস্ত কিছু অনায়াসে জানতে পারছেন। এক পর্যটক দীপেন হোড়ের বক্তব্য, 'এই ট্যুরিস্ট বন্ধু প্রকল্প পর্যটকদের অনেক উপকার করছে।' সারাবছর যাতে এটি থাকে সেই দাবি তিনি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, এদিন চা বাগানে আটকে পড়া 'মালজুরিয়ান' হাতিকে বন দপ্তর নিরাপদে জঙ্গলে ফিরিয়ে দিল। দুই-তিনটি হাতি একসঙ্গে থাকলে সেগুলিকে বন দপ্তরের ভাষায় মালজুরিয়ান বলা হয়। বুধবার এক দাঁতাল ও এক মাকনার ওই জুটিকে প্রথম নাগরাকাটার নয়া সাইলি চা বাগানের ১৪ নম্বর সেকশনে দেখা যায়। খবর পেয়ে সেখানে বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়া রেঞ্জের কর্মীরা আসেন। 'পুশ ব্যাক টু ফরেস্ট অপারেশন' শুরু হয়। এদিন সকালে জলঢাকা নদী পেরিয়ে হাতি দুটি নাগরাকাটা বিটের জঙ্গলে ঢোকে। খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজল দে'র কথায়, 'হাতি দুটি কোনও ক্ষতি করেনি। মঙ্গলবার রাতে সেগুলি নয়া সাইলিতে ঢোকে বলে অনুমান।'

বায়োস্পেকট্রাম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সম্মানিত চার

নিউজ ব্যুরো

২৭ নভেম্বর : সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের বায়োটেকনলজি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে বায়োস্পেকট্রাম, ২০২৪ নামে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সহযোগিতায় ছিল রোমের ইয়াসি শহরের অ্যাপোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সম্মেলনটির উদ্বোধন করেন চ্যান্সেলার তথা অধ্যাপক ডঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী। এই সম্মেলনে ক্যানসার চিকিৎসা ও বিশ্বব্যাপী জলবায়ু সমস্যার ওপর আলোকপাত করা হয়।

পাশাপাশি বিশিষ্ট কয়েকজন বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ কল্যাণ রুদ্র, কলকাতার বোস ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর অধ্যাপক কৌস্তুভ সান্যাল, নাগপুরের সিএসআইআর-এনইইআরআই-এর প্রধান বিজ্ঞানী ডঃ শালিনী ধ্যানী এবং রিগেল বায়োএনভায়রন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ সঞ্চিতা মুখোপাধ্যায়।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কাটিহারে বিস্তৃত রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরটি.ইএল. টিআরডি.১১.২৪-২৫ তারিখঃ ২৫-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলে দুই (০২) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বারো (১২) টি আট চাকাযুক্ত টাওয়ার ওয়াগনের জন্যে এএমসি (প্রত্যেক টিডব্লিউএ দুটি কিউমিন্স ইঞ্জিন মডেল এনটিএ-৮৫৫ আর থাকা), বিস্তৃত রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবার ঠিকা (বি.সি এবং ডি চেকস)। **কাজের আনুমানিক রাশিঃ** ৩,৯২,৭০,০১০.৯৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৪৬,৪০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে ২০-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জেষ্ঠ ডিইই (টিআরডি এণ্ড জিএস), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"গ্রাহকদের প্রতি আন্তরিক পরিষেবায়"

ইঙ্গিতমূলক বিজ্ঞপ্তি

২০২৪-২৫ বছরের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে বিভিন্ন বেতন স্তরে স্কাউট ও গাইডদের জন্য (খোলা বিজ্ঞাপন) নিয়োগ (ইএন-০১/২০২৪)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য যোগ্য স্কাউটস এবং গাইড, যারা ভারতের নাগরিক, তাদের কাছ থেকে ১২টি পদ [লেভেল-২ গ্রুপ-সি - ০২টি পদ, লেভেল-১ (পূর্ববর্তী গ্রুপ-ডি) - ১০টি পদ] পূরণের জন্য আবেদনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।

আবেদন খোলার তারিখ : ২৮/১১/২০২৪
আবেদন বন্ধের তারিখ : ২৭/১২/২০২৪

দ্রষ্টব্য : আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাহৌল ও স্পিতি জেলা, হিমাচল প্রদেশের চাম্বা জেলার পাঙ্গি মহকুমা, লক্ষদ্বীপ এবং বিদেশে বসবাসকারী প্রার্থীদের জন্য, শেষ তারিখ ০৬/০১/২০২৫ শুধুমাত্র পোস্ট দ্বারা।

আবেদনকারী ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন : **www.nfr.indianrailways.gov.in** → General Info→ Recruitment Notifications (Sports, Scouts & Guides and Cultural) → Recruitment against Scouts & Guides Quota.

সিনিয়র পার্সোনেল অফিসার (এইচকিউ এন্ড আরইসিটিটি.), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া Central Bank of India

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

কোচবিহার অঞ্চলে BC সুপারভাইজার নিয়োগ

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এক অন্যতম প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার সেন্টারে বার্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে 4টি BC সুপারভাইজারদের পরিষেবা নিযুক্ত করার জন্য খুঁজছে। আবেদনপত্র, বেতন, বয়স, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশদ বিবরণের জন্য, দয়া করে প্রদর্শিত ব্যাংকের ওয়েবসাইটে http://www.centralbankofindia.co.in এ বিস্তারিত বিজ্ঞাপন দেখুন।

উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে।

আবেদনপত্র জমা করার শেষ তারিখ-15-12-2024

স্থান : কোচবিহার

Sd/- আঞ্চলিক প্রধান
(আঞ্চলিক অফিস, কোচবিহার)

Department of Posts, India
Office of the Postmaster General
North Bengal Region
Siliguri-734001

No : CPT/Dak Adalat/QTLY — শিলিগুড়ি, তারিখ 26.11.2024

সংবাদলিপি
ডাক আদালত 2024

ডাক আদালত 2024, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র-এর সভাপতিত্বে 13.12.2024 তারিখে, 11টায়, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001-এর অফিসে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স)-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই আদালতে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের অভিযোগের সমাধান করা হবে। অভিযোগে অবশ্যই রেফারেন্স নম্বর, বিভিন্ন ডাক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠির তারিখ এবং অভিযোগকারীর মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডি সহ সম্পূর্ণ বিবরণ থাকতে হবে। অভিযোগটি সহকারী ডিরেক্টর (সি.এস.), পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001 এই ঠিকানাতে দিতে হবে যাতে 10.12.2024 তারিখে বা তার আগে স্পিড পোস্ট অথবা রেজিস্টার্ড পোস্ট এর মাধ্যমে বা ই-মেইল আইডি bdntnb@gmail.com-তে ই-মেইলের মাধ্যমে পৌঁছে যায়। অভিযোগকারীকে উপরে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স)-এর মাধ্যমে ডাক আদালত 2024-এ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, গুগল মিট-এর লিংক সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীর সঙ্গে শেয়ার করে দেওয়া হবে। অন্য যে কোনও প্রকার ব্যাখ্যার জন্য সহকারী ডিরেক্টর (পি.জি.)-এর সঙ্গে টেলিফোন নম্বর : 0353-2436550 এবং মোবাইল নম্বর 9679248729, 9475714655-তে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

দ্রষ্টব্য : আইনি বিষয় জড়িত মামলা যেমন উত্তরাধিকার ইত্যাদি এবং নীতিগত বিষয়গুলি উপরোক্ত ডাক আদালতে নেওয়া হবে না।

সহকারী ডিরেক্টর (সি.এস.)
পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়
উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও আত্মীয়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে আনন্দ। **বৃষ :** ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। পেটের অসুখে সমস্যা। **মিথুন :** অন্যায়কারীকে চিনতে পেরে স্বস্তি। সংসারের কাজের জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। **কর্কট :** অতিরিক্ত খেয়ে শরীর খারাপ। নিজের বুদ্ধির জোরে কঠিন কাজ সমাধান করতে পারবেন। **সিংহ :** বিদেশে পাঠরত সন্তানের জন্যে ব্যয় বাড়বে। বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আজ পেতে পারেন। **কন্যা :** নতুন ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে আজ সামান্য সমস্যা। মূল্যবান জিনিস চুরি হতে পারে। **তুলা :** ঠান্ডা লেগে শরীর খারাপ হতে পারে। প্রেম নিয়ে আজ নতুন ভাবনাচিন্তা। **বৃশ্চিক :** হঠাৎ বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। সংগীতশিল্পীদের জন্যে আজ শুভ। **ধনু :** কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় ভোগান্তি। বাবার সঙ্গে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা সার্থক হবে। **মকর :** নতুন চাকরি পেয়ে আনন্দ। পেটের রোগের কারণে অনেক কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে। **কুম্ভ :** বেড়াতে গিয়ে আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে তৃপ্তি। চোখের সমস্যা বৃদ্ধি। **মীন :** বাড়ি সারানোর কাজে নেমে পড়শির সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ৭ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর ২০২৪, ১২ অঘোন, সংবৎ ১৩ মার্গশীর্ষ বদি, ২৫ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।৪, অঃ ৪।৪৭। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী অহোরাত্র। চিত্রানক্ষত্র দিবা ৮।১৩। সৌভাগ্যযোগ সন্ধ্যা ৫।১৮। গরকরণ রাত্রি ৭।৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৮।১৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।৭ গতে ৪।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।২৫ গতে ১।৫ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৮।১৩ গতে যাত্রা শুভ, শেষরাত্রি ৪।৩২ গতে পূর্ব্বেও নিষেধ। শুভকর্ম্ম-গর্ভাধান, দিবা ২।৭ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দীক্ষা দেবতাগঠন শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন, কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ৮।১৩ মধ্যে শঙ্খরত্নধারণ বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ৮।১৩ গতে ২।৭ মধ্যে হলপ্রবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ব্বাহ্ন ৯।৩৮ মধ্যে নিম্বার্কমতে একাদশীর পারণ। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৩ মধ্যে ও ১।২১ গতে ২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৭ গতে ৯।২১ মধ্যে ও ১২।২ গতে ৩।৩৭ মধ্যে ও ৪।৩ গতে ৬।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

চোপড়ায় স্কুল টেস্টে অনুপস্থিত বহু পড়ুয়া

চোপড়া, ২৭ নভেম্বর : এবার মাধ্যমিকের টেস্টে চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন স্কুল মিলিয়ে প্রায় ৩৫০ পরীক্ষার্থী গরহাজির। উচ্চমাধ্যমিকে সংখ্যাটা শতাধিক। এতেই শিক্ষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট শুরু হয়েছে। ফর্ম ফিলআপ করার পরেও পড়ুয়াদের মধ্যে অনেকে পরীক্ষায় বসেনি। এর ফলে আগামী বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে বসার সুযোগ পাবে না বহু পড়ুয়া।

এত সংখ্যক পড়ুয়া গরহাজির কেন? শিক্ষকদের একাংশের মতে, গ্রামীণ এলাকার বহু ছেলে কাজের সূত্রে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছে। অন্যদিকে, অনেক মেয়ের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে পরীক্ষায় বসেনি। বিষয়টি আইনবিরুদ্ধ, তা জানা সত্ত্বেও অনেক বাবা-মা মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন বলে জানা যাচ্ছে। এর জেরে কমেছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা।

চিন্তায় শিক্ষকরা

মহম্মদবক্স হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক তপনকুমার সরকার জানিয়েছেন, মাধ্যমিক টেস্টে এবার তাঁর স্কুলে ৩০ জন পড়ুয়া অনুপস্থিত। মাঝিয়ালি হাইস্কুলের হাল আরও খারাপ। মাধ্যমিক টেস্টে মোট পরীক্ষার্থী ৩৮৫ জন। তাদের মধ্যে ৮০ জন অনুপস্থিত। উচ্চমাধ্যমিকে ২৭১ জনের মধ্যে অনুপস্থিত ২৩ জন।

এদিকে লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলে মাধ্যমিকে অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৮০ এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৫০। দাসপাড়া হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জাকির হুসেন জানান, তাঁর স্কুলে এবার মাধ্যমিকে টেস্ট পরীক্ষার্থী ৫৫০ জন। বসেছে ৪৭৬ জন। উচ্চমাধ্যমিকে ২১৮ জন, বসেছিল ১৯৬ জন।

চোপড়া গার্লস হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক মিলি সান্যাল জানিয়েছেন, মাধ্যমিকের টেস্টে ২৬ জন এবং উচ্চমাধ্যমিকে নজন অনুপস্থিত ছিল। তারা কী কারণে পরীক্ষায় বসেনি, এ ব্যাপারে খোঁজ না নিয়ে এই মুহূর্তে কোনও কিছু মন্তব্য করতে চাননি মিলি। অন্যদিকে, সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুলে মাধ্যমিক টেস্টে ৪৮ জন এবং উচ্চমাধ্যমিকে ১৭ জন অনুপস্থিত ছিল। পড়ুয়াদের অনুপস্থিতি নিয়ে চিন্তায় স্কুলগুলিও।

সরকারি জমি দেখিয়ে প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : সরকারি জমি দেখিয়ে ৪০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সিকিমের মদন প্রধান। তাঁর অভিযোগ, তিনি শিলিগুড়িতে জমি খুঁজছিলেন। সেইসময় তাঁর সঙ্গে বিষ্ণু শৈব, দেওয়ান শৈব ও সোনাস শৈব-র আলাপ হয়। মদনের দাবি, ‘২০২৪ সালের ১৮ জুন আমি ওই জমি কেনার জন্য চুক্তি করি। কলাবাড়িতে তিনবিঘা জমি দেখায় তারা। মোট ৭৮ লক্ষ টাকার চুক্তি হয়। সেইমতো আমি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে দিই।’ তারপর অগাস্ট মাসে জমি দেখতে এসে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে মদনের। তিনি দেখেন, ওই জমিতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের বোর্ড লাগানো রয়েছে।

অগাস্টে প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারলেও সেইসময় ওই তিনজন টাকা ফেরত দেবে বলে জানায় মদনকে। তাঁর দাবি, ‘এতদিন পেরিয়ে গেলেও টাকা দেয়নি। উলটে এখন হুমকি দিচ্ছে।’ তাই শেষমেশ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। মদন জানিয়েছেন, প্রথমে তিনি অগ্রিম হিসেবে ২০ লক্ষ টাকা দেন। এরপর ২৫ জুন ওই তিনজন ফের টাকা চায়। সেইমতো আরও ২০ লক্ষ টাকা দেন তিনি। এরপর তিনি কলাবাড়িতে এসে দেখেন, সেখানে মাটিগাড়ার বিএলঅ্যান্ডএলআরও’র বোর্ড লাগানো রয়েছে। এতেই মাথায় হাত পড়ে তাঁর।

স্লট বুকিংয়ে জট কাটল

হিলি, ২৭ নভেম্বর : বাংলাদেশে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারি নিয়ে চট্টগ্রাম এবং রংপুরে জরুরি অবস্থা জারির পাশাপাশি, দুই শহরে একাধিক গোলমালের ঘটনাও ঘটেছে। মঙ্গলবার ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণের ঘটনার আবহে হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়ের গ্রেপ্তারি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। বুধবার এর প্রতিবাদে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনারের যান রাজ্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই আবহে বাংলাদেশে আলু, পেঁয়াজ রপ্তানির স্লট বুকিং নিয়ে জটিলতা কাটল। শর্তসাপেক্ষে স্লট বুকিংয়ে ছাড় দিল রাজ্য সরকার।

অবশেষে এদিন দুপুর থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে শুরু হল আলু, পেঁয়াজের রপ্তানি। রপ্তানি শুরু হওয়ায় বড়সড়ো আর্থিক ক্ষতির মুখ থেকে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন ব্যবসায়ীরা। তিনদিনে হিলি স্থলবন্দরে ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি শুল্ক দপ্তরের। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহণ দপ্তরের সুবিধা পোর্টালে পণ্য তথ্য দিয়ে স্লট বুকিং করে বাংলাদেশে রপ্তানি করতে ছাড় পায় ব্যবসায়ীরা। তার জন্য ওই পোর্টালে মোটা অঙ্কের রাজস্ব জমা করতে হয় ব্যবসায়ীদের। রবিবার সকালে আচমকাই ওই পোর্টালে আলু, পেঁয়াজের স্লট বুকিং বন্ধ করে দেয় রাজ্য সরকার।

পেটের টানে।। হাওড়ার সালকিয়ায় ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার সুমন ভৌমিক।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

হঠাৎ বিলাসবহুল জীবনযাপন

ফ্রান্সিসের বিদেশ যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন

মহম্মদ হাসিম

বেলগাছি (নকশালবাড়ি), ২৭ নভেম্বর : মঙ্গলবার রাতের সেনার অভিযানের পর থেকে বেলগাছি চা বাগানের ফ্রান্সিস এক্কার নাম এখন সকলের মুখে মুখে ফিরছে। নকশালবাড়ি এবং মিরিক ব্লকের অন্তর্গত বেলগাছি চা বাগান। প্রায় ১৪০০ শ্রমিক এই বাগানে কাজ করেন। তার মধ্যে বেলগাছি চা বাগানের চার্চ লাইনের বাসিন্দা ফ্রান্সিসের পরিবার কয়েক বছর আগে বাগানের কাজ ছেড়ে দেয়। তারপরেই এক্কা পরিবারের এলাহি জীবনযাপন নিয়ে সন্দেহ জাগে প্রতিবেশীদের মধ্যে।

বাগানের আবাসনকে নিজের মতো করে ঝাঁ চকচকেভাবে তৈরি করা, দামি গাড়ির ব্যবহার নিয়ে সন্দেহ ছিলই। স্থানীয়রা বলছেন, মাঝেমধ্যেই নেপালে গিয়ে তিন চারদিন করে থাকতেন ফ্রান্সিস। অন্য দেশেও হয়তো যেতেন। সূত্রের খবর, বন্যপ্রাণীর দেহাংশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন অ্যান্টিক সামগ্রীর ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ফ্রান্সিস। ২০১৮ সালে কদমা মোড়ে পুলিশের নাকা চেকিংয়ে ফ্রান্সিসের গাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল নাসায় ব্যবহৃত মহাকাশচারীর পোশাক। গাড়িটি বাগডোগরা বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় গাড়িতে থাকা চালক সহ ফ্রান্সিসকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।

২০২২ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হন ফ্রান্সিসের স্ত্রী অমৃতা এক্কা। এদিন নকশালবাড়ি বেলগাছি চা বাগানের অলিতে-গলিতে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে ফ্রান্সিস। দিল্লি পুলিশ ফ্রান্সিসকে ধরে নিয়ে গিয়েছে বলে গোটা এলাকায় রটেছে। কেন পুলিশ এলাকায় এলো? ফ্রান্সিস কীসের কারবার করত? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ঘুরছে।

চার্চ লাইনে বাগানের এক কোনায় শাকের বীজ বুনতে ব্যস্ত ছিলেন রেমন টোপ্পো ও অমৃশ লাকড়া। ফ্রান্সিসকে নিয়ে দুজনের মধ্যে কিছু কথাবার্তা চলছিল। সাংবাদিক পরিচয় দিতেই রেমন বললেন, ‘সারাদিন বাগানে কাজে ব্যস্ত থাকি। ফ্রান্সিস এক্কার বাড়ির লাইনেই আমাদের বাড়ি। মঙ্গলবার রাতে পুলিশ কী কারণে ওকে তুলে নিয়ে গিয়েছে তা জানি না। কিন্তু কয়েক বছর ধরে ফ্রান্সিসদের এত উন্নতি দেখে আমরা সকলেই হতবাক।’ পাশ থেকে প্রকাশ ওঝা নামে এক ব্যক্তি বললেন, ‘নিশ্চয়ই কোনও দুনম্বরি কাজ করত। তার প্রতি গ্রামবাসীদের আগে থেকেই সন্দেহ ছিল।’

অমৃশ জানালেন, এলাকায় খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারক হিসেবেই পরিচিত ফ্রান্সিস। প্রতি সপ্তাহে তিনিই চার্চে প্রার্থনা করাতেন। এমনকি বিলাসবহুল গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন।

ফ্রান্সিসের বাড়ির দিকে এগোতেই দেখা গেল, সেখানে তালা ঝুলছে। বাইরে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। গোয়েন্দারাও ইতিউতি মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

ওপরে টিনের চালা, চারিদিকে প্রাচীরে ঘেরা বাগানের শ্রমিক আবাস। আশপাশের বাগানের জরাজীর্ণ আবাসগুলি থেকে আলাদা করা যায় সহজেই। বাড়ির ভেতরে টাইলস বসিয়ে গোটা বাড়িটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। গেটের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ফ্রান্সিসের ছোটভাই সিবিয়াস। তিনি বললেন, ‘রাত থেকেই দাদার বাড়ি তালাবন্ধ। দাদার ছেলেমেয়ে আমার কাছে রয়েছে। অমৃতা মিরিক আদালতে গিয়েছে। ছয় মাস হল দাদা বন দপ্তরে ভলান্টিয়ারের চাকরিতে ঢুকেছে। কেন কী কারণে পুলিশ তুলে নিয়ে গেল কিছুই বলতে পারছি না।’

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান স্বপন নাগাসিয়ার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ৮-৯ বছর আগে হাতির হানায় ফ্রান্সিসের মা মারা গিয়েছিলেন। সরকারি ক্ষতিপূরণ হিসেবে ফ্রান্সিসকে পানিঘাটা ফরেস্ট রেঞ্জে চাকরি দেওয়া হয়। এক সময় আর্থিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল। গত কয়েক বছরে তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ফ্রান্সিসের স্ত্রী অমৃতা বাগানের স্থায়ী শ্রমিকের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। কয়েক বছর ধরে তাঁর স্বামী বিভিন্ন অবৈধ কাজে যুক্ত হয়ে অঢেল রোজগার শুরু করায় বাগানের কাজ ছাড়ার সিদ্ধান্ত কি না, সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে।

সন্দেহ স্থানীয়দের

- বেলগাছি চা বাগানের শ্রমিক অমৃতা এক্কার স্বামী
- অমৃতা এখন তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়ে নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য
- নাসায় ব্যবহৃত পোশাক পাচারে বছর দুই আগে গ্রেপ্তার হন ফ্রান্সিস
- হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা ফ্রান্সিস শ্রমিক আবাসের হাল বদলে ফেলেছিলেন
- বিলাসবহুল গাড়িতে যাতায়াত নিয়েও সন্দেহ স্থানীয়দের

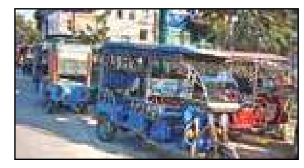

রেজিস্ট্রেশনবিহীন টোটো।

রেজিস্ট্রেশন ছাড়া টোটোর বিরুদ্ধে অভিযান

বাগডোগরা, ২৭ নভেম্বর : ফের রেজিস্ট্রেশনবিহীন টোটোর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ড। বুধবার বিভিন্ন ট্রাফিক পয়েন্টে টোটো আটকে রাখা হয়। যদিও বিকেলে চালকদের সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বেশ কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক গার্ডের তরফে রেজিস্ট্রেশনবিহীন টোটোর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। তবে উৎসবের সময়ে কিছুদিন ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তারপর পুনরায় এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে ধরপাকড় শুরু হয়েছে। এর জেরে আতঙ্কিত টোটোচালকরা।

কমিশনারেটের এক পুলিশকর্তার কথায়, ‘রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকলেও রাজ্য ও জাতীয় সড়ক, এশিয়ান হাইওয়ে টু-তে টোটো চালানোর নিয়ম নেই। শুধুমাত্র পকেট রুটে চালানোর অনুমতি রয়েছে। কিন্তু টোটোচালকরা সেই নিয়ম মানছেন না। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যানজট হচ্ছে।’ তাই পুনরায় অভিযান শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের এক পুলিশকর্মী বলেন, ‘আমরা টোটোচালকদের বলেছি সকাল ১০ পর্যন্ত সড়কে চালিয়ে তারপর বন্ধ রাখতে। তারপর বিকেলে চালাতে। কিন্তু অনেকেই তা মানছেন না। এজন্য ধরপাকড় করতে হচ্ছে।’ তিনি জানান, এদিন যে টোটোগুলি ধরা হয়েছে, চালকদের সাবধান করে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন, যে সমস্ত টোটোয় স্কুল পড়ুয়া, রোগী ছিলেন, সেগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ধরপাকড়ের জেরে শঙ্কিত টোটোচালকরা। এদিন আয়াপ্পা মন্দিরের সামনে বেশকিছু টোটো আটকায় পুলিশ। সেখানে ছিলেন ফুলবাড়ি থেকে টোটো নিয়ে আসা নিমাই রায়। বলছিলেন, ‘অন্য কোনও কাজ না মেলায় টোটো চালিয়ে সংসার চালাচ্ছি। টোটোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এখন এমনিতেই ভাড়া (যাত্রী) কমে গিয়েছে। তার ওপরে আবার ধরপাকড় শুরু হয়েছে।’

বাগডোগরার টোটোচালক তপু ঘোষ বলছেন, ‘এলাকায় বাইরের টোটো এত বেশি সংখ্যায় ঢুকে যাচ্ছে, আমরা ভাড়া (যাত্রী) পাচ্ছি না। তাতে আরও সমস্যা হচ্ছে।’ বাইরের হোক বা এলাকার, বাগডোগরায় টোটো চালাতে গিয়ে বিপাকে পড়তে হচ্ছে চালকদের। অভিযানের ফলে মূল সড়কে রেজিস্ট্রেশনবিহীন টোটোর ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারে, তা ইতিমধ্যেই আন্দাজ করতে পারছেন চালকরা।

আবাস নিয়ে বিজেপির নিশানায় তৃণমূল

খসড়া তালিকায় স্বজনপোষণ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকায় ‘বাংলার বাড়ি’ প্রকল্পে যোগ্য ও অযোগ্যদের নামের খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হল। যোগ্যদের তালিকায় স্বজনপোষণ হয়েছে বলে বিজেপির অভিযোগ। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল নেতারা তাঁদের আত্মীয়দের নাম তালিকায় ঢুকিয়েছেন। যদিও ঘাসফুল শিবিরের পাল্টা বক্তব্য, তৃণমূলের বদনাম করতেই ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছেন বিজেপি নেতারা।

এদিন খসড়া তালিকা প্রকাশের আগে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েলের উপস্থিতিতে মহকুমা পরিষদে একটি বৈঠক হয়। প্রকল্পে যোগ্য হিসেবে ১৬,৯৬২ জনের নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে অযোগ্য ৫,১৫৩ জনের তালিকাও। আবার মহকুমা এলাকায় ২,০৪৩ জন আবেদনকারী ছিলেন, সার্ভে চলাকালীন যাঁদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে এদিন। সমস্ত তালিকা সাতদিন মহকুমা পরিষদের পাশাপাশি ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে টাঙানো থাকবে। কারও কোনও অভিযোগ থাকলে সাতদিনের মধ্যে তা জানাতে হবে।

মহকুমা পরিষদের এক আধিকারিকের বক্তব্য, ‘অনেকে রয়েছেন যাঁরা বাড়ির জন্য আবেদন করে বাইরে চলে গিয়েছেন। সার্ভে করার সময় তাঁদের খোঁজা হলেও, পাওয়া যায়নি। সেই কারণে তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে।’

প্রশাসন সূত্রের খবর, যোগ্যদের তিনটি কিস্তিতে টাকা দেওয়া হবে। প্রথম কিস্তিতে ৬০ হাজার এবং পরের দুটি কিস্তিতে যথাক্রমে ৪০ ও ২০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। তা দিয়ে উপভোক্তারা নিজেদের মতো করে বাড়ি তৈরি করতে পারবেন। ২৫ ডিসেম্বরের আগেই যোগ্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা ঢুকতে শুরু করবে।

এদিকে, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে সার্ভের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিরোধী দলগুলি সরব হয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের তরফে বলা হচ্ছে, প্রকল্পে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিভিন্ন স্তরে আবেদন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মহকুমা পরিষদ সূত্রের খবর, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর তিনটি পর্যায়ে যোগ্যদের আবেদন যাচাই করা হবে। এক আধিকরিক বলছেন, ‘যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, তা আগামী ৪ ও ৫ ডিসেম্বর গ্রামসভায় তুলে ধরা হবে। ঝাড়াইবাছাইয়ের পর সেই তালিকা পর্যায়ক্রমে ব্লক ও জেলা অফিসে যাবে। তার পরই নাম চূড়ান্ত তালিকাভুক্ত হবে।’

অন্যদিকে, খসড়া তালিকা নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের কথায়, ‘প্রকাশিত তালিকায় স্বচ্ছতা নেই। সবক্ষেত্রে তৃণমূল নেতা, পঞ্চায়েত সদস্যরা নিজেদের পরিবারের লোকেদের নাম তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। অনেকে যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও, তাঁদের নাম তালিকায় ঠাঁই পায়নি। বিডিও, এসডিওরা এর তদন্ত করুন।’

যদিও বিজেপির অভিযোগ নস্যাৎ করেছে তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী (সমতল) পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, ‘বিজেপির কাজই হল অভিযোগ করা। রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের মাথাগোঁজার জন্য পাকাপোক্ত ঘর বানিয়ে দিচ্ছে। আর বিজেপি মিথ্যে অভিযোগ তুলে সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে চাইছে।’

‘বাংলার বাড়ি’

- প্রকল্পে যোগ্য হিসেবে ১৬,৯৬২ জনের নামের তালিকা প্রকাশ
- একই সঙ্গে প্রকাশিত অযোগ্য ৫,১৫৩ জনের তালিকাও
- সার্ভে চলাকালীন ২,০৪৩ জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি
- খসড়া তালিকা নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলেছে বিজেপি
- অভিযোগ অস্বীকার করেছে ঘাসফুল শিবির

রাসমেলায় সাধুর আশীর্বাদ। বুধবার। কোচবিহারে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

ল্যাবরেটরি থেকে তার চুরি

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : খাদ্য ভবনের ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই বিভাগের রিজিওনাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরিতে বিদ্যুতের একাধিক তার চুরি হয়ে গিয়েছে। এর জেরে মাথায় হাত ল্যাবকর্মীদের।

মঙ্গলবার তার চুরির বিষয়টি সামনে আসে। ল্যাবের এসি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। ফলে ফ্যান চালিয়ে কোনওমতে ল্যাবরেটরির কাজ চালাতে হচ্ছে। ল্যাবের মেশিনের তারও চুরি গিয়েছে। বিকল্প তারের ব্যবস্থা করে মেশিনগুলো কোনওমতে চালানো হচ্ছে। কীভাবে চুরি হল, তা নিয়ে কর্মী, আধিকারিকদের মধ্যে ধন্দের শেষ নেই।

ল্যাবের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রেসিকা মোক্তান বলেছেন, ‘সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল। তা সত্ত্বেও কীভাবে দুষ্কৃতীরা তার চুরি করে পালাল বুঝতে পারছি না। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তারাই সব ব্যবস্থা করবে।’ শহর শিলিগুড়িতে বেশ কিছুদিন ধরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। এবার চুরির তালিকায় যুক্ত হল ল্যাবরেটরির তার। ঘটনার তদন্ত করছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

বর্জ্য পৃথকীকরণ ইউনিট চালু

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে বায়োকম্পোস্টিং ইউনিট, বায়োকনভেয়ার বেল্ট ও বর্জ্য বহনকারী তিনটি হাইড্রলিক গাড়ির উদ্বোধন করা হল। জঞ্জাল অপসারণ, বর্জ্য পৃথকীকরণের উদ্দেশ্যে ৪৫ লক্ষ টাকায় তিনটি প্রকল্পের কাজ হয়েছে। এদিন মহকুমা পরিষদের অফিসে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ করা টাকা থেকে কাজ হয়েছে।

মহকুমা পরিষদের তরফে জঞ্জাল অপসারণ ব্যবস্থায় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে মাটিগাড়া ব্লকে প্লাস্টিকের বর্জ্য পৃথকীকরণের জন্য বসানো হয়েছে কনভেয়ার বেল্ট। পাশাপাশি দশ লক্ষ টাকা খরচ করে মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বায়োকম্পোস্টিং ইউনিট তৈরি করা হয়েছে। যেখানে খুব কম সময়ে জৈব পদার্থে পচন ধরানো যাবে। এদিন যে তিনটি গাড়ির উদ্বোধন করা হয়, তার মধ্যে দুটি ফাঁসিদেওয়ায় ও একটি নকশালবাড়ি এলাকায় জঞ্জাল অপসারণের কাজ করবে। এবিষয়ে অরুণ বলেন, ‘আবর্জনা সাফাইয়ের জন্য আগে নয়টি গাড়ি দেওয়া হয়েছে। আরও চারটি গাড়ি দেওয়া হবে। কনভেয়ার বেল্ট থেকে যে প্লাস্টিকের সামগ্রী বেরিয়ে আসবে, তা ঘোষপুকুরের প্লাস্টিক প্রসেসিং ইউনিটে চলে যাবে।’

এর আগে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জঞ্জাল অপসারণের জন্য বেশ কিছু ব্যাটারিচালিত গাড়ি দেওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর, অধিকাংশ গাড়ির ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর তা পরিবর্তন করার মতো টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে না থাকায় গাড়িগুলি একপ্রকার অকেজো হয়ে পড়েছে। বিষয়টি নজরে আসার পরই জ্বালানি তেল নির্ভর গাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

উদ্ধারে বাদ সাধল জলস্রোত

উধাও মোবাইলের তল্লাশি তিস্তায়

শমিদীপ দত্ত

সেবক, ২৭ নভেম্বর : লোয়ার ভানুনগরে ভাড়াবাড়ির বাসিন্দা মৃত পুষ্পা ছেত্রীর নিখোঁজ মোবাইলটি তিস্তায়। পুষ্পা খুনে জড়িত অভিষেক দোরজি এবং রুস্তম বিশ্বকর্মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনই তথ্য পেয়েছেন তদন্তকারীরা। সেই সূত্র ধরে বুধবার তিস্তায় মোবাইলের খোঁজ করতে গিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের কর্মীদের রীতিমতো মাথার ঘাম পায়ে পড়ল। শেষমেশ নদীর স্রোতের কাছে হেরে খালি হাতেই ফিরতে হল কর্মীদের।

ভক্তিনগর থানার পুলিশ বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের কর্মীদের নিয়ে এদিন মোবাইলের খোঁজে সেবকে যায়। কিন্তু প্রথমেই বাধা পায় বিপর্যয় মোকাবিলা টিম। সেখানে জলের স্তর কম থাকায় বোট নামানো সম্ভব হয়নি। এরপর নদীতে নামার জন্য জায়গা খুঁজতে শুরু করেন কর্মীরা।

মোবাইল উদ্ধার করতে জলে নামা ছাড়া কোনও রাস্তা ছিল না। শেষমেশ করোনেশন সেতুর একপাশ দিয়ে সিঁড়ি ধরে কোনওভাবে যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে নদীর চরে নামে টিম। সেখানে সেতুর বাঁধের কাজে ব্যবহার হওয়া নৌকার সহযোগিতায় তিনজন কর্মী পুলিশের কথামতো করোনেশন সেতুর নীচে ঠিক মাঝখানটা যান।

এরপর একজন ডুবুরির বেশে নীচে নামার চেষ্টা করলেও তিনি সক্ষম হননি। সেখানে জলের স্রোত এতটাই বেশি, নীচে নামার মতো পরিস্থিতি ছিল না। স্রোতের কাছে হার মেনে ওই কর্মী ফের নৌকায় উঠে পড়েন।

বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের নেতৃত্বে থাকা এএসআই বিপ্লবকুমার রায় বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করেছি। তবে জলের স্রোত বেশি থাকায় নীচে নামতে পারিনি। এরপর আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যা নির্দেশ দেবে, সেভাবে আমরা চেষ্টা করব।’

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদে রুস্তম এবং অভিষেক জানায়, পুষ্পাকে খুন করে তারা রাতে টটগাঁওয়ে ফেরার সময় করোনেশন ব্রিজ থেকে মোবাইলটি নদীতে ফেলে দেয়। তারা আরও জানিয়েছে, প্রীতিকা প্রোটেল ও অরুণ প্রোটেল তাদের নির্দেশ দিয়েছিল, খুনের পর ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমন জিনিস হাতের কাছে যা থাকবে, সেটা সঙ্গে নিয়ে আসতে। পুলিশের দাবি, সেই নির্দেশমতো পুষ্পার মোবাইলটি তারা সঙ্গে নিয়ে যায় এবং তিস্তায় ফেলে দেয়।

পুষ্পার মোবাইলের খোঁজে তিস্তায় বিপর্যয় মোকাবিলা টিম।

বৌভাতেও সেতু দাবি

দেওয়ানহাট, ২৭ নভেম্বর : জয়ন্ত আর পূজার বৌভাতের মণ্ডপ সাজানো হয় সেতু তৈরির দাবি সংবলিত ফ্লেক্স দিয়ে। বৌভাতের মতো একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে তোর্ষার উপর ফাঁসিরঘাটে সেতুর দাবি তুলে নজর কাড়লেন ওই দম্পতি। সেতুর দাবিতে এহেন উদ্যোগ এখন এলাকাবাসীর মুখে মুখে ফিরছে। বুধবার রাতে কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাশিডাঙ্গায় জয়ন্ত বর্মন সেটাই করে দেখালেন। অতিথিদের সামনে সেতুর দাবিতে স্লোগান দিতেও দ্বিধা করেনি নবদম্পতি।

বাজেয়াপ্ত বালি, গ্রেপ্তার দুই

ফাঁসিদেওয়া ও চোপড়া, ২৭ নভেম্বর : নদী থেকে বালি তুলে পাচারের অভিযোগ পেয়ে অভিযানে নামলেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। বুধবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় চেঙ্গা নদীতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে বেশকিছু পরিমাণ বালি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি ট্র্যাক্টর আটক করে পুলিশকে হস্তান্তর করা হয়। ফাঁসিদেওয়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভ্রজিৎ মজুমদার বলেন, ‘আমরা অভিযান চালিয়ে এদিন প্রায় ১৫ হাজার সিএফটি বালি বাজেয়াপ্ত করেছি। আগামীদিনেও অভিযান চলবে।’

অন্যদিকে, চোপড়া থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে দুটি বালিবোঝাই গাড়ি আটক করে। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ নিয়ে গত চারদিনে মোট ১০টি বালিবোঝাই গাড়ি আটক করার পাশাপাশি সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চোপড়া থানার আইসি সুরজ থাপা জানান, বালি পাচার রুখতে অভিযান জারি থাকবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও পুড়ছে প্লাস্টিক

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ নভেম্বর : কয়েক কোটি টাকা খরচ করে দার্জিলিং জেলার একমাত্র নোডাল প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট চালু করা হয়েছে ঘোষপুকুরে। কিন্তু উদ্বোধনের এক সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের এই গ্রামে দেখা গেল প্লাস্টিক আগুনে পুড়িয়ে ফেলার দৃশ্য। মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘোষপুকুরে আরআই অফিসের উলটো দিকে প্লাস্টিক পোড়ানো হচ্ছিল। গ্রামে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প থাকলেও, প্লাস্টিক সহ আবর্জনা কেন পোড়ানো হচ্ছে? স্থানীয়দের কথায়, আবর্জনা পরিষ্কার করতেই আগুন লাগানো হয়েছিল। তাছাড়া, গ্রামে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের জন্য যে প্রকল্পটি হয়েছে সে বিষয়ে তাঁরা জানেনই না।

ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেন, ‘যে গ্রামে প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে মানুষ এভাবে প্লাস্টিক কেন পোড়াচ্ছেন। বিষয়টি খোঁজ নিচ্ছি।’ ২০১৯ সালে ঘোষপুকুর ইকো পার্কে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি চালু করে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। এরপর দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার পর, সেটি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। গত ১৯ নভেম্বর দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাসের উপস্থিতিতে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।

কিন্তু এত টাকার প্রকল্প কী কাজে আসছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে সেটির সূচনালগ্নেই। শিলিগুড়ি মহকুমার ২১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে প্লাস্টিক ঘোষপুকুরের এই ইউনিটে আসার কথা। প্লাস্টিক দূষণ রুখতে যে গ্রামে সমস্ত প্রক্রিয়া চলবে, সচেতনতার অভাবে সেই গ্রামই কার্যত দূষণে জেরবার। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত কী করছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ঘোষপুকুরে আরআই অফিসের উলটো দিকে পুড়ছে প্লাস্টিক।

ফুলবাড়িতে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ

নাম জড়াল বিজেপি কর্মীদের

মিঠুন ভট্টাচার্য

ভোলা মোড়-গোরা মোড়ের রাস্তায় এভাবেই গড়ে উঠেছে একের পর এক অবৈধ দোকান। - সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকাগুলোতে জমি দখলের অভিযোগে একাধিকবার শাসকদলের কর্মীদের নাম জড়িয়েছে। তবে, এই ঘটনার উলটপুরাণ দেখা গেল ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোলা মোড়-গোরা মোড়ের টি-পার্ক এলাকায়। সেখানে সরকারি জমি দখল করে দোকান বসানোর অভিযোগ উঠল বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। যদিও জমি দখলের অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি কর্মীদের দাবি, কয়েকদিন আগে তৃণমূলের লোকজন জমি দখল করে পার্টি অফিস করতে এসেছিল, তারই প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাঁদের কথায়, সরকারি জমিতে তৃণমূলের পার্টি অফিস হওয়ার থেকে সেখানে স্থানীয় মানুষ দোকান করে কিছু উপার্জন করুক।

ঘটনায় নাম জড়িয়েছে ফুলবাড়ি-১-এর বিজেপির প্রাক্তন প্রধান মিলনবালা রায়ের ছেলে শ্যামল রায়, তপন বৈদ্য ও বর্তমান বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামীর। শ্যামলের বক্তব্য, 'আমরা জমি দখল করিনি। ভালোবাসা মোড় এলাকার তৃণমূল আশ্রিত এক দুষ্কৃতী দলবল নিয়ে জায়গা দখল করে পার্টি অফিস করতে এসেছিল। আমরা বাধা দিয়েছি। দরকারে এলাকার গরিব মানুষকে এই জায়গায় দোকান করতে দেওয়া হবে।' তপন একধাপ উঠে দাবি করেছেন, 'দখলদারিতে আমি নেই। কোনও নির্দিষ্ট দলেও নেই। আমি তৃণমূলেও আছি, বিজেপিতেও আছি।'

ভোলা মোড়-গোরা মোড়ের মধ্যে টি-পার্ক ও অনেকগুলি বড় গোডাউন থাকায় জায়গাটি খাবারের ব্যবসার জন্য আদর্শস্থান হয়ে উঠেছে। সেইমতো বেশ কয়েকটি হোটেল, চা, পান ও লটারির দোকান তৈরি হয়েছে। সবথেকে বেশি দখল হয়েছে গোরা মোড়ের দিকে টি-পার্কের তিন নম্বর গেটের কাছে। এক ও দুই নম্বর গেটের কাছেও রাস্তার পাশের জায়গা দখল করে দোকান গজিয়ে উঠেছে। ওই এলাকায় ইতিমধ্যেই ২৫-৩০টি দোকান তৈরি হয়ে গিয়েছে। আরও কয়েকটি দোকান তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। আর এভাবে দোকান বসানোতে নাম জড়িয়েছে বিজেপি কর্মীদের।

দলীয় কর্মীদের নাম জড়ানোয় বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তি বেড়েছে বিজেপির অন্দরে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'এমন ঘটনা হয়ে থাকলে প্রশাসন ব্যবস্থা নিক।' তিনি বললেন, 'আমরা সবসময় জমি দখলের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের লোকেরা জায়গা দখল করে পার্টি অফিস করতে এসেছিল, আমাদের লোকেরা বাধা দিয়েছে। ওরা পার্টি অফিস করতে চাইলে, আমরা চাইব সেখানে গরিব লোকের করে খাওয়ার ব্যবস্থা হোক।'

দলীয় কর্মীদের নাম জড়ানোয় বিষয়টি নিয়ে ফুলবাড়ি-১ অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ধীরেশ রায়ের বক্তব্য, 'দলের নাম ভাঙিয়ে জায়গা দখল করাকে আমরা সমর্থন করছি না। দখলদারির সঙ্গে বিজেপির লোকজন জড়িত। তাছাড়া পুলিশকে বলেছি সমস্ত অবৈধ দোকান ও নির্মাণ ফাঁকা করার ব্যবস্থা করতে।'

জায়গা দখল নিয়ে স্থানীয় এক হোটেল ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'এগুলো সবই সরকারি জমি। আমি অনেকদিন থেকে ব্যবসা করছি। ইদানীং শুনছি ঝামেলা চলছে, তবে ভেতরের বিষয় কিছু জানিনা।' নিউ জলপাইগুড়ি থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সরকারি জায়গা দখল করে দোকান বসানোর অভিযোগ এসেছিল, সেইমতো সেগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ আধিকারিক এমন দাবি করলেও ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, দখলদারি ক্রমেই বাড়ছে।

> আমরা সবসময় জমি দখলের বিরুদ্ধে। তৃণমূলের লোকেরা জায়গা দখল করে পার্টি অফিস করতে এসেছিল, আমাদের লোকেরা বাধা দিয়েছে। ওরা পার্টি অফিস করতে চাইলে, আমরা চাইব সেখানে গরিব লোকের করে খাওয়ার ব্যবস্থা হোক।
>
> **শিখা চট্টোপাধ্যায়**
> বিধায়ক, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার, ২৭ নভেম্বর : কাজ চলছে অমৃত ভারত প্রকল্পের। সেজন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে হাঁটাচলার জায়গা। সেই সংকীর্ণ প্ল্যাটফর্মে হাঁটার সময় ট্রলি ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল রেললাইনের উপর। সেই ট্রলি ব্যাগ তুলতে লাইনে নেমেছিলেন চিরঞ্জিৎ মণ্ডল। ব্যাগ তুলে প্ল্যাটফর্মে রাখতে পেরেছিলেন। নিজে আর উঠতে পারলেন না। তাঁর আগেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল দ্রুতগতির রাজধানী এক্সপ্রেস। মৃত্যু হল তুফানগঞ্জের বাসিন্দা বছর ত্রিশের সেই তরুণের। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখলেন চিরঞ্জিতের স্ত্রী। বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ এই দুর্ঘটনায় হতভম্ব হয়ে যান স্টেশনে থাকা বাকিরা।

পাসপোর্ট অফিস দাবি

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : কালিম্পংয়ে পাসপোর্ট অফিস খোলার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন পুরসভার প্রশাসক রবি প্রধান। বুধবার তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'কালিম্পংয়ের মানুষকে পাসপোর্ট তৈরি করতে শিলিগুড়িতে যেতে হয়। একদিনে কাজ না হওয়ায় তাঁদের দিনের পর দিন এত দূরে যাতায়াত করতে হয়। তাই এখানেই যাতে পাসপোর্ট অফিস তৈরি করা হয় সেই আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আমরা আশাবাদী।'

খেলার বন্ধু।। শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। - বিশ্বজিৎ কুণ্ডু

শিলিগুড়িতে সমগ্র শিক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ

রণজিৎ ঘোষ ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাইনিং শেড তৈরি করা নিয়ে সমগ্র শিক্ষা অভিযানের (এসএসএ) জেলা কমিটির বুধবারের বৈঠকে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠল। স্কুলগুলির ডাইনিং শেড তৈরির টেন্ডার করার আগে কেন সমীক্ষা করা হল না? প্রশ্ন তুলেছেন কমিটির সদস্যরা। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, টেন্ডারে থাকা প্রতিটি স্কুলকেই চিঠি দিয়ে তাদের প্রয়োজনের কথা জানতে চাওয়া হবে। যেসব স্কুলে এই পরিকাঠামো নতুন করে তৈরির প্রয়োজন নেই, সেই ডাইনিং শেড অন্য স্কুলে বানিয়ে দেওয়া হবে।

জেলা এসএসএ কমিটির চেয়ারম্যান তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'অপ্রয়োজনীয় স্কুল থেকে সরিয়ে ডাইনিং শেড প্রয়োজনের স্কুলে করা হবে। আমরা স্কুলগুলিকে চিঠি দিয়ে তাদের প্রয়োজন জানতে চাইব। পাশাপাশি কমিটির সদস্যরাও বিভিন্ন স্কুলে পরিদর্শনে যাবেন বলে স্থির হয়েছে।'

শিলিগুড়িতে এসএসএ'র কাজকর্ম নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছে। মহকুমার ৫৬টি স্কুলে প্রায় চার কোটি টাকা খরচ করে ডাইনিং হল তৈরির জন্য বরাত দেওয়া হয়। অভিযোগ ওঠে, যে স্কুলগুলিকে এই তালিকায় রাখা হয়েছে তার বেশিরভাগ স্কুলেই আগে থেকে ডাইনিং হল রয়েছে। তাছাড়া অনেক স্কুলে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির লোকজন গিয়ে কাজ না করেই প্রধান শিক্ষকদের সই করিয়ে নিতে চাইছেন বলেও অভিযোগ। ফলে এই টেন্ডারকে ঘিরে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

এসএসএ'র জেলা প্রকল্প আধিকারিক শ্রেয়সী ঘোষের বক্তব্য, 'রাজ্য থেকেই এই তালিকা পাঠানো হয়েছে। সেইমতো টেন্ডার করা হয়েছে।' কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, জেলা থেকে সমীক্ষার রিপোর্ট না নিয়ে রাজ্য কীভাবে এই তালিকা তৈরি করল? এসএসএ'র এই কর্মকাণ্ড নিয়ে জেলা কমিটির সদস্যরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ।

প্রশ্ন উঠতেই বুধবার মহকুমা পরিষদে জেলা এসএসএ কমিটির বৈঠক হয়। সেখানে ডাইনিং হল তৈরি করা নিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের উন্নয়নের যে কাজগুলি চলছে সেগুলিও দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানান, মহকুমা পরিষদের তরফে স্কুলের উন্নয়নে এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে এলাকার স্কুলগুলির পরিকাঠামো নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হবে। সেই রিপোর্ট দেখে স্কুলগুলিকে এই টাকা দেওয়া হবে।

পাঁচ বছর পর মনে পড়ল বাড়ির ঠিকানা

গোয়ালপোখর, ২৭ নভেম্বর : ভুল করে একদিন কিশনগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে মুম্বই পৌঁছে গিয়েছিলেন গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়া শান্তিনগর এলাকার মানসিক রোগে আক্রান্ত তরুণ সুকেশ চৌধুরী। তারপর পেরিয়ে গিয়েছে পাঁচ বছর। অবশেষে বুধবার মুম্বইয়ের একটি হোম কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে বাড়ি ফিরলেন সুকেশ।

মুম্বই স্টেশনে পৌঁছানোর পর সেখানকার রেল পুলিশ সুকেশকে স্থানীয় একটি হোমে পৌঁছে দিয়েছিল। সেসময় অসুস্থ থাকায় নাম, পরিচয়, বাড়ির ঠিকানা কিছুই বলতে পারেননি তিনি। এরপর হোম কর্তৃপক্ষের চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। অবশেষে বাড়ির ঠিকানা বলতে পারলে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে হোম কর্তৃপক্ষ।

সুকেশের কথায়, 'ট্রেন ধরে মুম্বই চলে গিয়েছিলাম। স্টেশন থেকে পুলিশ আমাকে উদ্ধার করে হোমে পাঠায়। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে আমার মানসিক রোগের চিকিৎসা চলছিল। সব ভুলে গিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে, তখন হোম কর্তৃপক্ষকে জানাই। এরপর তাঁরা বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। বাড়ি ফেরার পর মাকে কাছে পেয়েছি। তবে বাবাকে দেখতে পেলাম না। তিনি কয়েকদিন আগেই মারা গিয়েছেন।'

সুকেশ দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগে ভুগছিলেন। পরিবারে আর্থিক অভাব থাকায় ভালোভাবে তাঁর চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়নি। সুকেশের মা সুভারানি চৌধুরী জানালেন, ছেলে আবার ফিরে আসবে তা কল্পনার মধ্যে ছিল না। স্বামী কুড়িদিন আগেই মারা গিয়েছেন। এতদিন শোকের যন্ত্রণায় ভুগছিলাম। ছেলেকে কাছে পেয়ে সেই শোক কিছুটা কমল।

দাওয়ায় বসে গ্রামবাসীর অভিযোগ শুনছেন জেলা শাসক। হাঁসখোয়াতে।

জলপ্রকল্পের খোঁজ নিলেন ডিএম

ফাঁসিদেওয়া ও ময়নাগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : হাঁসখোয়াতে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পানীয় জলপ্রকল্প পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীর বাড়ির দাওয়ায় বসে তাঁদের সমস্যার কথা শুনলেন জেলা শাসক। বুধবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হাঁসখোয়াতে চালু হওয়া জলপ্রকল্পটি দেখতে যান দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা।

পানীয় জলের প্রকল্প দেখার পর গ্রামের মানুষদের বাড়ি গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন জেলা শাসক। জেলা শাসককে কাছে পেয়ে কেউ বললেন ঘরের সমস্যার কথা, তো কেউ আবার অন্য বিষয়ে। গ্রামবাসীদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সেখান থেকে বিডিওকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন জেলা শাসক।

অন্যদিকে, বুধবার ময়নাগুড়ির মাধবডাঙ্গার দীপনগরে জলপ্রকল্পের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিন। সেখানে গিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়লেন তিনি।

দেখা গিয়েছে, পাইপলাইন বসানোর পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি জলের কল বসানোর কাজ (১০০ শতাংশ) পুরোপুরি শেষ হয়ে গেলেও এখনও প্রায় ৫০০ বাসিন্দা জল পাচ্ছেন না। ফলে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভে ফুঁসছিলেন বাসিন্দাদের একাংশ। জেলা শাসককে সামনে পেয়েই উত্তেজিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসী। জেলা শাসক বাসিন্দাদের কথা শুনে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

জেলা শাসক বলেন, 'সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে জেলার যেখানে যা সমস্যা রয়েছে তা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ঘটনাস্থলে গিয়ে তা মেটানো হবে। জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরাও থাকবেন। কেন কাজ আটকে রয়েছে কোনও অজুহাত শোনা হবে না। দপ্তরকে বলা হয়েছে, দ্রুত সমস্যার সমাধান করে মানুষের ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিতে হবে।'

প্রশ্নে অত্যাধুনিক টয়লেট ব্লক

হাসপাতালে স্বয়ংক্রিয় বাতানুকূল ব্যবস্থা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের মা ও শিশুদের জন্য তৈরি বিশেষ বিভাগে (মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব) সেন্সরযুক্ত অত্যাধুনিক টয়লেট ব্লক তৈরি হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এখানে ফ্লাশের ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি ওই ব্লকের ওপরতলায় আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয় বাতানুকূল ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। এর ফলে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে চিকিৎসাধীন শিশুদের আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছেন স্বাস্থ্যকর্তাদের একাংশ।

উত্তরবঙ্গে সম্ভবত শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে প্রথম এধরনের পরিষেবা চালু হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর। তবে, মা ও শিশুদের বিশেষ বিভাগে সেন্সরযুক্ত অত্যাধুনিক টয়লেট ব্লক তৈরি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। হাসপাতালের একাংশ চিকিৎসকের মতে, এখানে ওই শৌচালয় কোনও কাজে আসবে না। তাই সাধারণ শৌচালয়ের বদলে কয়েকগুণ বেশি টাকা খরচ করে সেন্সরযুক্ত টয়লেট ব্লকের ভাবনা অপ্রয়োজনীয়। এব্যাপারে কথা বলতে হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিকের দাবি, 'এই সমস্ত কাজ হলে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা অনেকটা উন্নত হবে। অত্যাধুনিক টয়লেট ব্লক তৈরি হলে বরং সকলের সুবিধা।'

কায়াকল্প সহ একাধিক প্রকল্পে পুরস্কারপ্রাপ্ত জেলা হাসপাতালের উন্নয়নে কয়েকবছর ধরে প্রচুর কাজ হচ্ছে। বহির্বিভাগকে ঢেলে সাজানো, মা ও শিশুদের বিশেষ বিভাগে নতুন লিফট তৈরি ইত্যাদি। ফের কয়েক কোটি টাকা খরচ করে এই ব্লকে বেশ কিছু কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব।

বিতর্ক যেখানে

- জেলা হাসপাতালে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে তৈরি হচ্ছে সেন্সর যুক্ত টয়লেট
- আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাতানুকূল ব্যবস্থা করা হচ্ছে
- উত্তরবঙ্গে প্রথম এধরনের পরিষেবা চালু হচ্ছে
- মহিলাদের ক্ষেত্রে এই টয়লেট কতটা কাজে আসবে, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

ইতিমধ্যে টয়লেট ব্লক তৈরি শুরু হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, মাল্টিপ্লেক্স ও বিমানবন্দরে যে ধরনের টয়লেট ব্লক থাকে, অনেকটা তেমনভাবে তৈরি হচ্ছে এখানে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে, মা ও শিশুদের বিভাগে এই টয়লেট ব্লক কি আদৌ কোনও কাজে আসবে? হাসপাতালের চিকিৎসকদের একাংশ বলছেন, পুরুষদের বিভাগে এটা তৈরি হলে বেশি সুবিধা হত।

অন্যদিকে, আবহাওয়াবান্ধব বাতানুকূল ব্যবস্থার প্রশংসা শোনা গিয়েছে চিকিৎসকদের মুখে। এই কাজের জন্য খরচ হবে প্রায় এক কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। পরিষেবা চালু হলে সারাবছর স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিশু বিভাগের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হবে। বারবার বাতানুকূল মেশিনের (এসি) রিমোট হাতে নিয়ে তাপমাত্রা বাড়ানো বা কমানোর প্রয়োজন হবে না।

সন্ন্যাসীর মুক্তির দাবিতে মিছিল

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : বাংলাদেশে ইসকনের সন্ন্যাসী গ্রেপ্তার ও হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যার আঁচ সরাসরি এসে পড়েছে এপার বাংলাতেও। ইতিমধ্যে এর প্রতিবাদে বিজেপির তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। সন্ন্যাসীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের তরফে বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলিগুড়িতে মিছিলের ডাক দেওয়া হল। মিছিল করে মঞ্চের সদস্যরা মহকুমা শাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠাবেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের সঙ্গে সমস্ত ধরনের বাণিজ্য ও ভিসা বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানানো হবে।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চের শিলিগুড়ি মহানগরের সংগঠক প্রশান্ত সরকার বলেন, 'বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু হয়েছে। সেসময় থেকে ঘটনার প্রতিবাদে আমরা শামিল হয়েছি। সেদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হলে বাংলাদেশের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক কাম্য নয়।'

তবে ইসকনের তরফে জানানো হয়েছে, সংবেদনশীল বিষয় হওয়ায় ইসকনের তরফে এখনই এনিয়ে পথে নামা হচ্ছে না। তবে ইসকনের তরফে বিষয়টি দেখার জন্য ভারতীয় বিদেশমন্ত্রকের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের ইসকনের তরফে ইতিমধ্যে সে দেশের সরকারের কাছে সন্ন্যাসীর মুক্তি ও দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার আবেদন জানানো হয়েছে।

জেলার খেলা

জিতল নেতাজি

পুরস্কার হাতে প্রেমা লামা।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ পিসি মিত্তাল, নীতীশ তরফদার ও ম্যাজিস্ট্রাল ফার্মা ট্রফি ফুটবলে বুধবার নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব ২-১ গোলে শিলিগুড়ি উল্কা ক্লাবকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর ৫৭ মিনিটে বক্সার প্রধান উল্কাকে এগিয়ে দেন। মিনিট তিনেক বাদে সমতা ফেরান সন্দীপ লিম্বু। ৮১ মিনিটে নিমা লেপচার গোল নেতাজির জয় নিশ্চিত করে। ম্যাচের সেরা নেতাজির প্রেমা লামা। বৃহস্পতিবার খেলবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন।

হার শিলিগুড়ির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : আন্তঃজেলা পুরুষদের সিনিয়ার ক্রিকেটে বুধবার শিলিগুড়ি ৮৭ রানে চন্দননগরের বিরুদ্ধে হেরেছে। বালুরঘাটে টসে জিতে চন্দননগর ৪৩.৩ ওভারে ১৬৭ রানে অল আউট হয়। রোহন পান্ডে ৪৪ ও জিৎ চক্রবর্তী ৩৩ রান করেন। সোনুকুমার সিং ২৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। রাজকমল প্রসাদ ২২ ও জয়দীপ পাল ২৮ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে শিলিগুড়ি ১৯.৪ ওভারে ৮০ রানে গুটিয়ে যায়। রৌনক আগরওয়াল ২২ ও মুজাম্মিল রাজা রহমান ১৩ রান করেন। সৌম্যরূপ মণ্ডল ২১ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট।

ধৃতের পুলিশ হেপাজত

বাগডোগরা, ২৭ নভেম্বর : চার বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে গোঁসাইপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হল ৬৩ বছরের এক ব্যক্তিকে। বুধবার তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ জানিয়েছে, নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শিশুটিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

চকোলেটের লোভ দেখিয়ে ওই শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে, মাঝরাতে বাগডোগরা থানায় এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন মেয়েটির মা। তবে তার আগে রাত ১০টা নাগাদ অভিযুক্তের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা ভাঙচুর চালায়। সেসময় বাগডোগরা থানার পুলিশ অভিযুক্তকে বাড়ি থেকে বের করার চেষ্টা করলে বিক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। অভিযুক্তের বাড়ি লক্ষ্য করে শুরু হয় পাথরবৃষ্টি। এমনকি বাগডোগরা থানার এএসআইয়ের মাথা ফেটে যায় পাথরের আঘাতে। পুলিশ কোনওরকমে অভিযুক্তকে সেখান থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

ব্যতিক্রমী ফসল চাষে অধিক লাভ

ফুলকপি, বাঁধাকপি ছেড়ে ঝোঁক বকচয়, জুকিনিতে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৭ নভেম্বর : চিরাচরিত সবজি চাষ থেকে বেরিয়ে এসে, কম সময়ে অধিক ফলনযুক্ত শীতকালীন চিনা সবজি চাষ করে লাভবান হচ্ছেন ফাঁসিদেওয়ার চাষিরা। অনেকে সারাবছর ধরে এই ব্যতিক্রমী ফসলের চাষ করছেন। আগে শীতের সময় মূলত ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো চাষের ওপরেই জোর দিতেন কৃষকরা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যনতুন চাষে আগ্রহ বাড়ছে তাঁদের। গত কয়েকবছর ধরে ফাঁসিদেওয়াতে চিন এবং কোরিয়া অরিজিনের সবজি বকচয়, স্কোয়াশ, জুকিনি চাষের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে কৃষকদের। পাহাড়ি এলাকার পাশাপাশি, শহরের হোটেল, রেস্তোরাঁয় চাহিদা থাকায় চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে এসব সবজি। ফলে লাভবান হচ্ছেন কৃষকরা।

পূর্ব দুন্দিয়াজোতের মানিক বিশ্বাস কয়েক বছর ধরে বকচয় চাষ করছেন। এবছর ৩ কাঠা জমিতে তিনি এই সবজি চাষ করেছেন। তাঁর কথায়, 'লিউসিপাকড়িতে এই বীজ পাওয়া যায়। কম সময়ে গাছে ফলন ধরে। অল্প জমিতে এই চাষ করছি। অর্ডার হলে বাজারে দিয়ে আসি। এখন এই সবজি প্রতি কেজিতে ৭০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে দাম রয়েছে।'

কৃষকদের দাবি, মাত্র দেড় থেকে দুই মাসে বাজারজাত করা যায় এসব সবজি। সঙ্গে কম সময়ে ভালো ফলনও হয়। এনিয়ে দ্বিতীয় বছর জুকিনি ও বকচয় চাষ করছেন রথিন বালা। ৫ কাঠা জমিতে জুকিনি এবং ৫ কাঠায় বকচয় চাষ করেছেন তিনি। এই সবজি চাষ করে ভালো লাভ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। রথীন বললেন, 'একই ধরনের সবজি চাষের বাইরে গিয়ে গত বছর থেকে এই সবজি চাষ করছি। শিলিগুড়ির হোটেল ছাড়াও দার্জিলিং, গ্যাংটকে যাচ্ছে এই সবজি। দামও বেশ ভালো পাচ্ছি।'

বকচয় শীতকালীন সবজি হলেও, রূপনদিঘির দুলাল বিশ্বাস সারাবছর ধরেই এই সবজি চাষ করছেন। দুলালের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, বকচয় ছাড়া একাধিক প্রজাতি রয়েছে স্কোয়াশ ও জুকিনির। এরমধ্যে ফাঁসিদেওয়াতে সবুজ এবং হলুদ এই দুই ধরনের স্কোয়াশ চাষ হচ্ছে। সরাসরি জমিতে বীজ ফেলেই এই চাষ করা হয়। মাত্র দেড় থেকে দু'মাসের মধ্যেই এই ফসল বাজারজাত করা যায়।

দুলালের মতে, 'ফাঁসিদেওয়ার বিভিন্ন জায়গায় অনেক কৃষক এই সবজি চাষ করছেন। অনলাইন থেকে বীজ কিনে এই চাষ শুরু করেছিলাম। একঘেয়ে চাষের বাইরে গিয়ে এই চাষ করে ভালোই লাভ হচ্ছে।'

সবজিখেতে দুই খুদে। ফাঁসিদেওয়ায়।

কেন এই চাষ

- বকচয়, স্কোয়াশ, জুকিনি চাষ করছেন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কৃষকরা
- মাত্র দেড় থেকে দু'মাসের মধ্যেই এই ফসল বাজারজাত করা যায়
- হোটেল, রেস্তোরাঁগুলিতে চাহিদাও রয়েছে বেশ ভালো
- এসব সবজি প্রতি কেজি ৭০ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে

ববির ডাক

বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পলকে সরাসরি তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বুধবার বিধানসভায় সংবিধানের সুরক্ষা সংক্রান্ত বিতর্কে অগ্নিমিত্রাকে কটাক্ষ করেন ববি।

নেতা অপসারিত

কম্বল দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবারই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক নবারুণ নায়েক। গ্রেপ্তারের পর বুধবার তাঁকে দলীয় পদ থেকে অপসারিত করা হল।

হাইকোর্টের দ্বারস্থ

উপনির্বাচনের দিন ভাটপাড়ায় তৃণমূল নেতা অশোক সাউয়ের খুনের ঘটনায় এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল তাঁর পরিবার। তাঁদের আবেদন, এফআইআরে এনআইএ'র ধারা যুক্ত করতে হবে।

'জুটা'র দাবি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের খাতা কারচুপি কাণ্ডে খাতা দেওয়ার প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানাল অধ্যাপক সংগঠন 'জুটা'।

সীমান্তে সক্রিয় হতে নির্দেশ সংঘের

বাংলাদেশে চিন্ময়ের মুক্তির দাবিতে চাপ তৈরির পরিকল্পনা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : বাংলাদেশের সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণদাসের মুক্তির দাবিতে এবার রাজ্যের সব সীমান্ত এলাকায় সরব হতে রাজ্য বিজেপিকে নির্দেশ দিল আরএসএস। ২ ডিসেম্বর বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্তে বিজেপির বিক্ষোভ সমাবেশের নেতৃত্ব দেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার এই ইস্যুতে রবীন্দ্রসদন থেকে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে গিয়ে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানাল বিজেপি।

'২৬-এর বিধানসভা ভোটে বাংলায় ক্ষমতা দখলে মেরুকরণই অস্ত্র বিজেপির। সম্প্রতি বাংলাদেশের সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও চট্টগ্রাম পুণ্ডরিক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারি ইস্যুকে হাতিয়ার করে রাজ্যে বিশেষত সীমান্তবর্তী বিধানসভা এলাকায় হিন্দুভোটকে একজোট করতে সক্রিয় আরএসএস। সূত্রের খবর, এই ইস্যুতে বনগাঁ, বসিরহাট, দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি, কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধার মতো সীমান্তে বিক্ষোভ সমাবেশ করার জন্য রাজ্য বিজেপিকে নির্দেশ দিয়েছে আরএসএস। সেই সূত্রেই সোমবার ২ ডিসেম্বর বনগাঁর পেট্রাপোলে সমাবেশ করতে চলেছে বিজেপি।

বাংলাদেশ ইস্যুতে প্রতিবাদে রাজপথে বিজেপি। বুধবার।

বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক প্রশাসকের চিন্ময় কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারি নিয়ে মন্তব্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়। চিন্ময় কৃষ্ণের গ্রেপ্তারির নিন্দা করে মঙ্গলবারই কড়া বার্তা দিয়েছিল ইসকনের বাংলাদেশ শাখা।

ইসকনের দাবি, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় সরব হওয়ার জন্যই চিন্ময় কৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি না দিলে বাংলাদেশের হিন্দুদের সঙ্গে নিয়ে পথে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইসকন। এদিন ইসকনের সুরেই এরাজ্যেও সনাতনীদের পথে নামার আহ্বান জানিয়ে গলায় চিন্ময় কৃষ্ণের ছবি নিয়ে বিধানসভা থেকে বেরোন বিজেপি বিধায়করা। পরে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা রবীন্দ্রসদন থেকে পদযাত্রা করে বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে যান। সেখানে স্মারকলিপি দেওয়ার পর বাইরে এসে শুভেন্দু বলেন, 'এনাফ ইজ এনাফ। বাংলাদেশের ওই প্রশাসক বালখিল্যের মতো অভিযোগ করছেন। চিন্ময়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত নয়। তিনি সংখ্যালঘু হিন্দুদের অধিকার রক্ষায় সরব হয়েছিলেন এটাই তাঁর অন্যায়। অবিলম্বে চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। বাংলাদেশে সনাতনীদের ওপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। নাহলে ভিসা বন্ধ করা হোক।'

চিন্ময় কৃষ্ণের মুক্তির দাবিতে বাংলাদেশের ওপর চাপ তৈরি করতে চায় বিজেপি ও আরএসএস। বাংলাদেশের ভারত-নির্ভরতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'নুন আপনার আছে, আয়োডিনটা কিন্তু ভারতের। আমদানি-রপ্তানি ভিসা, পারমিট বন্ধ করুন। বাকিটা আমরা সোমবার থেকে সীমান্তে গিয়ে বুঝে নেব।' বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে চিকিৎসা করাতে আসেন বহু মানুষ। চাপ বাড়াতে এদিন সেই পরিষেবা নিয়েও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ, মন্দির ভাঙা বন্ধ করুন। চিকিৎসার জন্য ভারতে নয়, করাচি, লাহোরে যান।'

দুর্গাপুজোর সময় থেকেই রাজ্যে মন্দির ও ধর্মস্থানের ওপর হামলার ঘটনা নিয়ে সরব বিজেপি। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে রাজ্যের মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার দাবিতে প্রস্তাব আনতে চলেছে বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ইস্যুকে সামনে রেখে ঘুরপথে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিধনের অভিযোগকে বিধানসভায় তুলে আনতে চাইবে বিজেপি।

ভেগানদের কর্মসূচি। বুধবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দক্ষিণ গেটের সামনে। ছবি : আবির চৌধুরী

পদ্ম ছাড়াই দিল্লিতে যাবে প্রতিনিধিদল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করতে এই রাজ্য থেকে বিধায়কদের একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জলসম্পদমন্ত্রীর কাছে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই প্রতিনিধিদলে যোগ দেওয়া নিয়ে বিজেপি বিধায়করা কোনও আগ্রহ প্রকাশ করেননি। সেই জন্য এবার বিজেপি বিধায়কদের বাদ দিয়েই একটি প্রতিনিধিদল পাঠাতে রাজ্যের সেচমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলে দ্রুত পদক্ষেপ করতে অধ্যক্ষ নির্দেশ দেন। বুধবার বিধানসভার উল্লেখ পর্বে এই বিষয়টি উত্থাপন করেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

সুমন বলেন, 'ভুটান থেকে আসা জলে বিপন্ন হচ্ছে আলিপুরদুয়ারের বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রচুর চাষের জমি নষ্ট হচ্ছে। ডলোমাইট দূষণ, উত্তরবঙ্গে নদী ভাঙন প্রভৃতি সমস্যা দিনের পর দিন ব্যাপক আকার নিচ্ছে। তাই অবিলম্বে এই নিয়ে পদক্ষেপ করতে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' তখন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে বিরোধীরা এই ধরনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে উদ্যোগ নেয় না। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে আমি জানাব। উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের বিস্তীর্ণ

ভারত-ভুটান নদী কমিশন

এলাকায় নদী ভাঙন হচ্ছে। গঙ্গা ভাঙনের জন্য মালদা ও মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ চরম সংকটে রয়েছেন। তাই আমি মনে করি, ভারত-ভুটান নদী কমিশন অবিলম্বে বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু বিষয়টি দুটি দেশের মধ্যে, তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে এই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।'

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা প্রয়োজন। কারণ ভুটান থেকে আসা জলে বহুবার উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সমস্যাটির আশু সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে। আমি সেচমন্ত্রীকে বলব, এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ দ্রুত করতে হবে।' বিধানসভার বাইরে সুমন বলেন, 'গত জুলাই মাসে বিধানসভার বাদল অধিবেশনে আমি এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলাম। তখনই অধ্যক্ষ একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হতে বলেছিলেন। বিজেপি বিধায়কদের সেই কথা জানানোও হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিজেপি বিধায়করা বাংলার এই জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তাই বিজেপি বিধায়কদের বাদ দিয়েই একটি প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে অনুরোধ করেছি। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এই পদক্ষেপ করে, সেই দাবিও আমরা জানাব।'

শুভেন্দুর জবাব ফেরালেন স্পিকার

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : সংবিধানের সুরক্ষা প্রস্তাবের বিতর্কে অংশ নিয়ে বাক স্বাধীনতার প্রশ্নে বিধানসভায় বিরোধী বিধায়কদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বিরোধী দলনেতার তোলা সেই প্রশ্নের পালটা জবাব ফিরিয়ে দিলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় শুভেন্দুকে উদ্দেশ্য করে অধ্যক্ষ বলেন, বিধানসভায় গণতন্ত্র ও বিরোধীদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলেই, বিরোধী দলনেতা এই অভিযোগ করতে পেরেছেন। বিরোধী দলনেতাকে তিনি মনে করিয়ে দেন, চলতি বিধানসভায় রীতি মেনে বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বিজেপির বিধায়কদের চেয়ারম্যান করা হলেও তারা তা গ্রহণ করেননি। বিধানসভার অভ্যন্তরে কোনও সরকারি কর্মসূচিতেই বিরোধী দলনেতা দলের বিধায়করা উপস্থিত থাকেন না বলেও অভিযোগ করেন স্পিকার। যদিও সরকারি ও প্রশাসনিক কর্মসূচিতে বিজেপি বিধায়কদের অংশগ্রহণ নিয়ে শুভেন্দুর তোলা প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি বিমান।

ওয়াকআউট বিজেপির

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নারী নির্যাতন নিয়ে বুধবার বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব জমা দেয় বিজেপি। কিন্তু মুলতুবি প্রস্তাবের ভাষ্যে বেশকিছু রদবদল করে পড়তে দেওয়া হয়। এই ইস্যুতে বিধানসভায় আলোচনার দাবি জানান বিজেপির মহিলা বিধায়করা। কিন্তু অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তা খারিজ করে দেন। সেই সময়ই হলদিয়ার বিজেপি বিধায়ক তাপসী মণ্ডল কিছু বলতে গেলে তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা। এরপর তাঁরা ওয়াকআউট করেন। এই নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিধানসভায় তীব্র হইহট্টগোল হয়। বিজেপি বিধায়কদের ওয়াকআউটের পরও দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব রাখতে শুরু করেন তৃণমূল বিধায়করা।

বিধানসভায় আজ মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : কেন্দ্রের ওয়াকফ সংশোধনী বিল বিতর্কের মধ্যেই বৃহস্পতিবার বিধানসভায় প্রশ্নোত্তরপর্বে ওয়াকফ ইস্যুতে শাসকদলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৮ বছর বাদে স্বাস্থ্য, জমির মতো বিষয়ের প্রশ্নে সরাসরি উত্তর দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে স্বাস্থ্য, সংখ্যালঘু উন্নয়ন, ভূমি ও ভূমি সংস্কারের মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে। কিন্তু গত প্রায় আট বছর ধরে দপ্তর সংক্রান্ত বিধায়কদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এসেছেন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীরাই। তৃণমূল পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে স্বাস্থ্য, জমি, ওয়াকফ সংক্রান্ত বিধায়কদের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ভোরের কলকাতায় শারীরিক কসরত। ছবি : আবির চৌধুরী

আইনশৃঙ্খলায় গোটা রাজ্যে নজরদারি

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ও পাচার রোধে বিশেষ মনিটরিং সেল খোলা হচ্ছে নবান্নের পাশেই রাজ্য পুলিশের ডিজির কন্ট্রোল রুমে। ওই মনিটরিং সেল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ দেখা যাবে। বিভিন্ন জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে ওই মনিটরিং সেলে নোটিফিকেশন আসবে। এই পরিকাঠামো গঠন করতে অন্তত ৬ মাস সময় লেগে যাবে। পরিকাঠামো গঠনের জন্য বসাতে হবে একাধিক সিসিটিভি। এই পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে যাতে অর্থের অভাব না হয়, তার জন্য ২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরের বাজেটে বরাদ্দ করা হবে।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও পাচার বন্ধ করতে কয়েকদিন আগেই রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নীচের তলার দু-একজন পুলিশকর্মীর টাকা খাওয়ার জন্যই পাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন মমতা। পাচার বন্ধ ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়তে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে সেদিনই নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই নয়া ব্যবস্থা চালুর দিকে এগোচ্ছে নবান্ন।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বছর অগাস্ট অথবা সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এই বিশেষ সেল খুলে দেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। রাজ্যের যে কোনও প্রান্তের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর আরও নজরদারি করা সম্ভব। এই সেলের দায়িত্ব একজন সিনিয়ার

ডিজি কন্ট্রোল রুমে নতুন প্রযুক্তি

আইপিএস অফিসারকে দেওয়া হবে। রাজ্যের কোনও জায়গায় দুর্ঘটনা বা গোলমালের ঘটনা ঘটলে সাধারণত তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সিসিটিভি ফুটেজের ওপর ভরসা করা হয়। মূলত প্রতিটি জেলার সদর দপ্তর থেকেই এই মনিটরিং করে পুলিশ। আবার কোনও ঘটনা নিয়ে রাজ্য পুলিশের পদস্থ কর্তারা জেলা পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট চাইলে রিপোর্টের পাশাপাশি ফুটেজও পাঠানো হয়। কিন্তু নবান্ন এবার সরাসরি নজরদারি চালাবে।

ওয়েবেল সহ তিনটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এই বিশেষ মনিটরিং সেল তৈরির দায়িত্ব পেয়েছে। এখন যেখানে ডিজির কন্ট্রোল রুম রয়েছে, সেখানেই এই মনিটরিং সেল খোলা হচ্ছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই সেলের বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। তবে এই পরিকাঠামো গঠন করতে কিছু সমস্যাও রয়েছে। অনেক গ্রামীণ এলাকায় এখনও সিসি ক্যামেরা বসানো যায়নি। আবার অনেক জায়গায় ক্যামেরা থাকলেও তা খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা চালু করতে হলে সবার আগে ক্যামেরাগুলি চালু করতে হবে। এছাড়াও জেলা সদর দপ্তর থেকে ডিজি কন্ট্রোল রুমে যাতে ফুটেজ সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায়, সেই ব্যবস্থাও করতে হবে। সব কথা মাথায় রেখেই কাজে নামা হয়েছে। কোন কোন জায়গায় সিসি ক্যামেরা খারাপ, কোথায় ক্যামেরা নেই, তা নিয়ে ডিসেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যেই রিপোর্ট পাঠাতে জেলাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন ডিজি।

হুমায়ুনকে শোকজ

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশমন্ত্রী করা নিয়ে দ্বিতীয়বার সওয়াল করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শোকজ করা হল ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে। তিনদিনের মধ্যে তাঁকে শোকজের জবাব দিতে বলা হয়েছে। দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি বুধবারই হুমায়ুন কবীরকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়ে দেয়। তবে শোকজের পরেও দমে যাননি এই বিতর্কিত তৃণমূল বিধায়ক।

এদিন বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। নাম না করে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যবহার করে কয়েকজন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছেন। সেই কারণেই আমার মন্তব্যের জন্য শোকজ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক করেছেন। তাই তাঁর সম্পর্কে সওয়াল করে কী ভুল করেছি আমি জানি না। তবে দল যখন জানতে চেয়েছে, আমি নির্দিষ্ট সময়ের ১২ ঘণ্টা আগেই তার জবাব দিয়ে দেব।'

গ্রেপ্তার প্রয়াগের দুই কর্ণধার

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : চিটফান্ড প্রতারণা মামলায় তল্লাশির পরই ইডির হাতে গ্রেপ্তার হলেন প্রয়াগ গ্রুপের দুই অধিকর্তা বাসুদেব বাগচী ও তাঁর ছেলে অভীক বাগচী। আমানতকারীদের বিভিন্ন বেআইনি স্কিমের প্রলোভন দেখিয়ে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে এই সংস্থার বিরুদ্ধে। অভীককে মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সংস্থা ২৮০০ কোটি টাকা বাজার থেকে বেআইনিভাবে তোলে। তার মধ্যে ১৯০০ কোটি টাকা আমানতকারীদের আর ফেরত দেয়নি। মুম্বই থেকে অভীককে বুধবারই কলকাতায় আনে ইডি।

প্রশ্নবাণ

- ২০১৬ সালের আইপিএলে 'ইমার্জিং প্লেয়ার' ট্রফি কে জিতেছিলেন?
- ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত কার লেখা?
- জন লেনন, পল ম্যাকার্টনি, রিঙ্গো স্টার, জর্জ হ্যারিসন কোন ব্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

আগের দিনের উত্তর

শকুন্তলা দেবী, টিএন শেষণ, বাল ঠাকরে

ঠিক উত্তরদাতা : কুণাল ঘোষ-হ্যামিল্টনগঞ্জ, মুগ্ধ আদিত্য, আবেশ কর্মকার-শিলিগুড়ি, আজিজুল হক-দিনহাটা,বাবাই রাহা-মালঞ্চ, সুমাংশু রায় লাহিড়ী-জলপাইগুড়ি

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

নিম্নমানের ক্যাথিটার, তদন্ত

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে নিম্নমানের ক্যাথিটার সরবরাহ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য দপ্তর। অভিযোগ, সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথিটার অন্তত পাঁচটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছিল। এই সরবরাহ সংস্থাগুলির আন্তর্জাতিক মানের ক্যাথিটার সরবরাহ করার কথা ছিল। কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক কর্তা বলেন, 'রাজ্য সরকারের যে মান নির্ধারণ করা আছে, এই ক্যাথিটারগুলি তার থেকে অনেক নিম্নমানের।'

জোটের ভিন্ন ছকে আজ রাঁচিতে মমতা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : কংগ্রেসকে চাপে রাখতে ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে জোট গড়ার প্রয়াস, আবার তলে তলে 'কৌশলী' প্রয়াস চালিয়ে যেতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাঁচিতে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে হেমন্ত সোরেনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির থেকেও ওই 'কৌশলী' পদক্ষেপ করা থেকে 'বিরত' থাকবেন না তিনি। শপথ অনুষ্ঠানের ফাঁকে এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের সমমনোভাবাপন্ন দু-একজনের সঙ্গে অল্পবিস্তর কথাও হতে পারে বলেও শাসকদল সূত্রের খবর। দলনেত্রীর নির্দেশে এই ব্যাপারে আগাম জমি তৈরি করতে তৃণমূলের দিল্লির দু'একজন শীর্ষ নেতার প্রয়াস শুরু হয়েছে।

ইন্ডিয়া জোট প্রতিষ্ঠার দিন থেকে জোটসঙ্গী সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, আরজেডির তেজস্বী যাদবের মতো কয়েকজন শীর্ষনেতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সমমনোভাবাপন্ন বলেই পরিচিত। প্রবীণ নেতা শারদ পাওয়ারের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর একান্তে দু-একবার বৈঠকও হয়ে গিয়েছে। শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর সাম্প্রতিক অতীতে কথা হয়েছে। এরা সবাই তো বটেই, লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও হেমন্ত সোরেনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত।

পথকুকুরদের খাওয়াতে হবে নিয়ম মেনে

পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের নির্দেশিকায় সিলমোহর আদালতের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : যত্রতত্র নয়, পথ কুকুরদের খাওয়ানোর বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধার পক্ষে ছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এই মর্মে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর তরফে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা এসওপি তৈরি করেছে। পথকুকুরদের কখন, কোথায়, কীভাবে খাওয়াতে হবে, তাও উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি খাবারের মেনুতে কী থাকবে আর কোন খাবারে নিষেধাজ্ঞা থাকছে, তাও জানানো হয়েছে। বুধবার এই এসওপি রাজ্যের সমস্ত পুরসভায় পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, 'শুধুমাত্র কলকাতা বা হাওড়া নয়, রাজ্যের সমস্ত পুরসভায় এই নিয়ম চালু হওয়া দরকার। এমনকি উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া জরুরি। শিলিগুড়ি জনবসতিপূর্ণ এলাকা। নিয়ম অমান্য করলে শাস্তির বিধানও থাকা জরুরি।'

পথকুকুরদের খাওয়ানোর বিষয়কে কেন্দ্র করে বচসার একটি মামলায় বিচারপতি এই বিষয়টিকে 'সামাজিক সমস্যা' হিসেবে উল্লেখ করে সমাধান চান। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর এবং কলকাতা পুরসভাকে অবস্থান জানাতে বলে আদালত। সেই অনুযায়ী এদিন রাজ্যের আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত পোষ্যদের সুরক্ষায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের তৈরি এসওপি আদালতে জমা দেন। সেই নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাজ্যের সমস্ত পুরসভা প্রতিটি

ওয়ার্ডে একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করবে। সেখানেই পথকুকুরদের খেতে দেওয়া যাবে। তবে রাস্তা বা ফুটপাথের ওপরে, কোনও ব্যক্তির বাড়ি বা আবাসন, দোকান চত্বর উপেক্ষা করে স্থান নির্ধারণ করতে হবে। সকাল ৭টার আগে এবং সন্ধে ৭টার পর পুরসভা নির্ধারিত স্থানে খাবার দেওয়া যাবে। কুকুরদের স্বাস্থ্যের বিষয়টিও মাথায় রাখা হয়েছে। তাই তাদের খাদ্য তালিকায় চকোলেট, ক্যাফিনযুক্ত খাবার, দুগ্ধজাত দ্রব্য, পেঁয়াজ, রসুন, অ্যালকোহল জাতীয় খাবার রাখা যাবে না। তার বদলে রুটি, ভাত, সেদ্ধ আলু ও সবজি, মাংসের অংশ, হলুদযুক্ত ভাত, পরিস্রুত জল খবরের কাগজে করে বা মাটির সঙ্গে মিশে যায় বা বায়োডিগ্রেডেবল এমন কোনও পদার্থে তাদের দেওয়া যাবে। যিনি খাবার দেবেন তাঁকেই বর্জ্য পরিষ্কার করতে হবে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে পুর দপ্তরের বিশেষ সচিবের পাঠানো এই এসওপি নিয়ে প্রচার চালাবে পুরসভা। নিয়ম মেনে কুকুরকে খাওয়ালে তাঁদের বাধা দেওয়া যাবে না। নিয়ম অমান্য করলে কড়া শাস্তিরও বিধান রয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রস্তাব

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূলের প্রায় সব নেতা। এবার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বিধানসভায় প্রস্তাব আনতে চলেছে তৃণমূল। শুক্রবার বিধানসভায় এই প্রস্তাব পেশ করতে পারেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তা নিয়ে ওইদিন আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিজেপি বিধায়করা যে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজের প্রকল্প সহ একাধিক প্রকল্পে টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২২ সাল থেকে আবাস যোজনায় রাজ্য সরকার কোনও কেন্দ্রীয় অনুদান পায়নি। এই রাজ্যের সাড়ে ১১ লক্ষ উপভোক্তার বাড়ি তৈরির জন্য অর্থ বরাদ্দ ২০২২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার করলেও আগের বছরগুলির খরচের হিসাবে গরমিলের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ আটকে দেয়। এই নিয়ে একাধিক আন্দোলনের পরও কেন্দ্র টাকা না দেওয়ায় রাজ্যের প্রায় ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। তার প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা ১৫ ডিসেম্বর থেকে দেওয়া শুরু হবে। এছাড়াও ২০২১ সালের ২৬ ডিসেম্বরের পর থেকে একশো দিনের কাজের প্রকল্পেও টাকা পায়নি রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভায় প্রস্তাব আনতে চলেছে তৃণমূল।

বৃহস্পতিবার, ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২৮ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৮৯ সংখ্যা

সংবিধানের সুরক্ষা

সংবিধান গ্রহণের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রস্তাবনা পাঠ করে সব রাজনৈতিক দল সংবিধানের প্রতি সম্মান অটুট রক্ষার শপথ নিয়েছে। যে সংবিধান রচিত হয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ে বহু আত্মবলিদানের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে। যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের অধিকার সুনিশ্চিত করার বিধান লিপিবদ্ধ। অথচ প্রায়ই বিভিন্ন সাংবিধানিক নিয়মকানুন এবং পরম্পরাকে বুড়ো আঙুল দেখানো চলছে।

কংগ্রেস এবং 'ইন্ডিয়া' জোটের সিংহভাগ শরিকের অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদির জমানায় প্রতিনিয়ত ভারতের সংবিধানের ওপর আঘাত হানা হচ্ছে। রাহুল আরও নির্দিষ্টভাবে নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে অভিযোগ করছেন যে, সংবিধানের কোথায় কী লেখা আছে, তার বিন্দুবিসর্গ তিনি জানেন না। প্রধানমন্ত্রী নাকি ভারতের সংবিধান কখনও পড়েই দেখেননি। উলটোদিকে বিজেপির অভিযোগ, জরুরি অবস্থা জারি করে দেশের সংবিধানের ওপর সবথেকে বড় আঘাত হেনেছিল কংগ্রেসই।

জাতপাত এবং বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ তুলে কংগ্রেসকে সংবিধান বিরোধী বলে দেগে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে থাকে গেরুয়া শিবির। অভিযোগ, পালটা অভিযোগের এই আবহে ভারতের সংবিধান এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে কিন্তু অনেক প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। কাকতালীয় হলেও এটা ঘটনা যে, সংবিধান দিবসের ঠিক আগের দিন সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধনের একটি আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। ওই আর্জিতে সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে সমাজতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ শব্দ দুটি মুছে ফেলার আর্জি জানানো হয়েছিল।

প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি পিভি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ ওই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। বিজেপির একাংশের আগাগোড়া যুক্তি, ১৯৪৯ সালে সংবিধান রচনার সময় ওই শব্দ দুটি প্রস্তাবনায় ছিল না। সেগুলি এখন অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, শব্দ দুটি মোটেও সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী নয়। সুপ্রিম কোর্টের স্পষ্ট বক্তব্য, সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিপন্থী না হলে সমস্ত সংশোধনীই বৈধ।

সংবিধানের ভেতরে যা লেখা আছে, তার নির্যাস থাকে প্রস্তাবনায়। দেশের শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে সবথেকে বড় অভিযোগ, ক্রমাগত সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন কায়েমের চেষ্টা। সংখ্যার আধিক্যে বিরোধীদের উপেক্ষা করে শাসন চালানোর এই প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। এই মানসিকতা সংবিধানে বর্ণিত গণতন্ত্রের মূল আদর্শের ওপর কুঠারাঘাত করে। ফলে শুধু সংবিধান দিবস ঘটা করে পালন করে লাভ নেই যদি না শাসক শিবির সমালোচনা সহ্য করে বা বিরোধী মতামতকে গুরুত্ব দেয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে অনেক রাজ্য সরকার আবার বিরোধী শিবিরকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে চায় না। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে মাঝেমধ্যে। দলগতভাবে না বললেও বিজেপির কেউ কেউ প্রসঙ্গটি তুলছেন। অথচ ভারতের কোনও রাষ্ট্রধর্ম নেই। কিন্তু বিজেপির বহু নেতাকে প্রকাশ্যে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার ডাক দিতে দেখা গিয়েছে। এজন্য তাঁদের কখনও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা কেন্দ্রীয় সরকার তিরস্কার করেনি।

ফলে বিরোধী শিবির অভিযোগ তুলছে, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং পদগুলিকে কবজা করছে বিজেপি এবং আরএসএস। সেই কারণে প্রতিষ্ঠানগুলির নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। সেই তালিকায় উঠছে নির্বাচন কমিশনের নামও। রাজনৈতিক আকচা-আকচি যাই হোক, এ রকম একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি এমন অনাস্থা বকলমে দেশের সংবিধানকে দুর্বল করে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সম্প্রতি ইভিএমের বদলে ফের ব্যালট পেপারে ভোটদানের বন্দোবস্ত করার দাবি তুলেছেন।

নির্বাচন কমিশন প্রশ্নাতীতভাবে দায়িত্ব পালন করলে এই দাবি তোলার সুযোগ হত না। ভারতের সংবিধানকে একটি জীবিত দলিল আখ্যা দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। গণতন্ত্রে সেই জীবন্ত দলিলকে প্রাণবন্ত রাখার দায় কিন্তু শাসক ও বিরোধী উভয়েরই।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

–স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

এই বাংলা, ওই বাংলা এবং বইমেলা

বাংলাদেশ উত্তপ্ত। তার রেশ এসে পড়ছে এপার বাংলাতেও। কলকাতার রাজপথেও হচ্ছে বিক্ষোভ। বইমেলাতেও তার জের।

পবিত্র সরকার

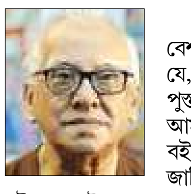

এই খবরটা এখন বেশ চারিয়ে গিয়েছে যে, এবারে কলকাতা পুস্তকমেলাতে, যেটাকে আমরা কলকাতার বইমেলা হিসেবেই জানি, বাংলাদেশের বইয়ের স্টল থাকছে না। তার অর্থ বাংলাদেশের প্রকাশকরা এবারে তাঁদের বই নিয়ে কলকাতার বইমেলায় আসছেন না। জানি না এই অবস্থানটা বদলানোর আপ্রাণ চেষ্টা এখনও কেউ করে চলেছেন কি না, দু'দেশেরই তরফে, তবে আমার সে খবর জানার কোনও উপায় নেই। আমি ধরে নিচ্ছি বাংলাদেশ এবার আসছে না। আমার ধরে নেওয়া ভুল হোক তা আমি অবশ্যই ব্যাকুলভাবে চাইব।

কেন আসছে না, এ নিয়ে ভারতে নানা রকম বিভ্রান্তিকর খবর শুনছিলাম। প্রথমে শুনলাম বাংলাদেশ এবার দরখাস্ত করেনি। আমি এ ব্যাপারে নেপথ্যে প্রোটোকল কী চালু আছে জানি না। কাকে দরখাস্ত করতে হয়, কে অনুমতি দেয়, নাকি কেউ আমন্ত্রণ করে আর সেই আমন্ত্রণে কেউ সাড়া দেয়- তার খুঁটিনাটি কিছু জানি না। ফলে শোনা গিয়েছিল যে, বাংলাদেশ এবার আবেদনই করেনি। অর্থাৎ তা থেকে এইটা বুঝেছিলাম যে, বাংলাদেশকে আবেদন করতে হবে। যদি তাই হয়, তা হলে বুঝেছিলাম যে বাংলাদেশে এখন একটা অনিশ্চিত অবস্থা চলছে, হয়তো তারই পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এবারে কলকাতার বইমেলায় যাওয়া সম্ভব হবে না। সেটা একটা কারণ হতেই পারে।

কিন্তু পরে কলকাতা বইমেলার পরিচালক, কলকাতারই বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে যতদূর বুঝলাম তা হল, আগের কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। বাংলাদেশের প্রকাশকরা উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার বা এদিককার কেউ অসম্মতি জানিয়েছে। কারণ তার বা তাদের মতে সেটা একটা 'সিকিউরিটি রিস্ক' হয়ে যাবে, কেন? না এখানে বাংলাদেশের বর্তমান তন্ত্রের বিরোধীরা কেউ যদি সেই স্টলে কোনও নাশকতার কাজ করে? বোমা ছোড়ে বা আগুন ধরিয়ে দেয়? তখন কে সামলাবে? একজন আমাকে একটু ধমকের সুরে বললেন, আরে, দু'দিন অপেক্ষা করুন স্যর, দেখুন না, বাংলাদেশ নিজে তার একুশের বইমেলা করতে পারে কি না।

নিরাপত্তার যুক্তির উত্তরে, হয়তো বোকার মতো, বলাই যায় যে কেন, সিকিউরিটির ভালো ব্যবস্থা করুন না! ওই স্টলে যারা ঢুকবে তাদের সার্চ করুন ব্যাগপত্র সহ, তারপর ছাড়ুন, ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে হয় বাংলাদেশের বইয়ের জন্যে তাও লোক সহ্য করবে। কিন্তু কাকে বলব, আমার তো কোনও সরকারি সরণি নেই, আর আমি বললেই বা শুনবে কেন? সেরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা আমার মতে সম্ভব হলেও তাদের মতো সম্ভব কি না তা তো জানি না। আর এ ক্ষেত্রে তাদের মতটাই চূড়ান্ত, আমার মতটা নয়। এবং বাংলাদেশের জনজীবনের অস্থিরতা যেভাবে বেড়ে চলেছে, অনভিপ্রেত নানা ঘটনা ও সিদ্ধান্তে, তাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আর প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। আমরা চাইব বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক সুস্থিতি ফিরে আসুক, এবং এবারে না হোক, আগামীবার বইমেলায় অংশগ্রহণের অবস্থায় আসুক। বাংলাদেশের যে চরিত্রই দাঁড়াক, ভারতের বাঙালিদের সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যদি বিচ্ছিন্ন হয় (সেখানে অনেকেই তা চাইলেও) সে বড় দুঃখের ব্যাপার হবে। দুই দেশের পক্ষেই।

২

এবারের বইমেলায় বাংলাদেশের না আসার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় এই ভারতের বাঙালিদের মধ্যে একটা হতাশা তৈরি হয়েছে, আমারও মনটা খারাপ হয়ে আছে। মনে আছে একটা সময়ে, গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের বছরগুলিতে, পূর্ববঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের বই আমাদের কাছে দুর্লভ ছিল। সেখানে কত কত উত্তেজনাকর ও মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে- কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, বিশেষজ্ঞের আলোচনা ও মৌলিক গবেষণা- তার কদাচিৎ কিঞ্চিৎ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছাত। পশ্চিমবঙ্গবাসীর কলকাতা সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশেও যে বিপুল পরিমাণে অবশ্যপাঠ্য সাহিত্য রচিত হচ্ছে, তার খবর তারা রাখত, এবং বই পড়বার জন্যে উৎসুক থাকত। আমার বিশেষ করে মনে আছে, বিদেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আর গবেষণা করতে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি যখন শিকাগোতে গিয়ে পৌঁছোই, সেখানকার রেগেনস্টাইন লাইব্রেরিতে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের বইয়ের আর কাগজপত্রের বিপুল সম্ভার দেখে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। আমার ভাষাবিজ্ঞানের পড়ার পাশাপাশি আমি লাইব্রেরির ওই অংশে দিনরাত পড়ে থাকতাম, আর প্রণম্য শহীদুল্লাহ থেকে শুরু করে, কাজী মোতাহার হোসেন, আহমদ শরীফ, কাজী দীন মুহাম্মদ, মুহাম্মদ আবদুল হাই, বদরুদ্দীন ওমর, আনিসুজ্জামান, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আবদুল মান্নান সৈয়দের আলোচনার বইগুলি গোগ্রাসে গিলতাম। আবুল ফজল থেকে শুরু করে, ওয়ালিউল্লাহ, আবু ইসহাক, তখন নতুন লিখছেন হাসান আজিজুল হক ভাই- এঁদের লেখাতে লুটোপুটি খেয়েছি। অজস্র নাম, স্মরণীয় সব নাম- সব নাম এখানে করা সম্ভব নয়।

বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে যতদূর বুঝলাম তা হল, আগের কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। বাংলাদেশের প্রকাশকরা উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার বা এদিককার কেউ অসম্মতি জানিয়েছে। কারণ তার বা তাদের মতে সেটা একটা 'সিকিউরিটি রিস্ক' হয়ে যাবে, কেন? না এখানে বাংলাদেশের বর্তমান তন্ত্রের বিরোধীরা কেউ যদি সেই স্টলে কোনও নাশকতার কাজ করে?

এই বইগুলি পড়তে পড়তে, সেগুলি নিয়ে কাজ করতে করতে মনে হত, আমি আধখানা বাঙালি থেকে পূর্ণতর বাঙালি হয়ে উঠছি, নইলে আমি অসম্পূর্ণ থেকে যেতাম। পাকিস্তান পর্বে শাসক ও শাসন ব্যবস্থার অনুকূল বা প্রতিকূল যে প্রতিবেশই হোক, বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটা নব উজ্জীবন ঘটেছিল, এটা আমার গভীর বিশ্বাস। দীর্ঘদিন তাঁরা কলকাতার মুখ্যত হিন্দু সাহিত্য-সংস্কৃতির দ্বারা দমিত না হোক, আচ্ছন্ন ছিলেন, তা থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁদের মধ্যে একটা স্বাধীনতার আত্মবিশ্বাস আসে, এবং প্রচুর নতুন ও উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির দ্বারা তাঁরা বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেন, এ কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই।

বাংলাদেশ সৃষ্টির পরেও আরেকটা পুনর্জাগরণ আমরা লক্ষ করেছিলাম। ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতের অন্যত্র (ত্রিপুরায়, অসমে, দিল্লিতে, আন্দামানে) বঙ্গভাষীদের মধ্যে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য পড়বার জন্য বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। পশ্চিম বাংলা ও ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য পাঠের পাঠক্রমে বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের স্পেশাল পেপার যুক্ত হয়েছিল, এবং তার বাইরেও সেখানকার গান, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদির চাহিদা তৈরি হয়েছিল বিপুল। দু'দেশের মধ্যে আদানপ্রদান শুরু হয়েছিল। প্রথম দিকে কলকাতার যে দু'একজন প্রকাশক বাংলাদেশের বই আনতেন, তাঁদের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট ছিল না। বাংলাদেশ হাইকমিশনের লাইব্রেরিটি কিছুটা সমর্থন দিয়েছে, কিন্তু তাও প্রয়োজনের তুলনায় ছোট। ক্রমে ঢাকার দু'একজন প্রকাশক কলকাতায় কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় দোকান খুললেন। কিন্তু বইমেলার দিকে বাঙালি তাকিয়ে থাকত, সেখানে বাংলাদেশের স্টলে গিয়ে নিজে দেখেশুনে বাংলাদেশের বই কিনতে পারবে।

সেই পথ এবারের মতো বন্ধ। কতদিনের জন্যে কে জানে! জীবনানন্দ পৃথিবীর যে গভীর আর গভীরতর অসুখের কথা বলেছিলেন, তা যেন আর শেষ হচ্ছে না।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিক্ষাবিদ)

আজ

১৯৬২

কিংবদন্তি গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৮০

আজকের দিনে প্রয়াত হন চলচ্চিত্র প্রযোজক বিএন সরকার।

আলোচিত

হাসিনার আমলে জঙ্গিরা যেভাবে ছাত্র নিধন করে, তা ছিল মেটিকুলাস ডিজাইনের অংশ। সাইফুল হত্যাও মেটিকুলাস ডিজাইনের অংশ। ইসকনকে নিষিদ্ধ করতে সাইফুলকে নিধন করেছে জঙ্গিরা। গুজব ছড়িয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে জনগণের সমর্থন আদায় করা হয়েছে।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

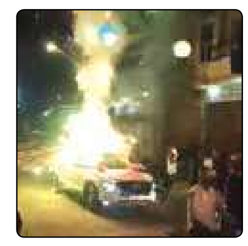

বিয়েবাড়িতে একটি ছেলে বরের হুডখোলা গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে হাতে করে আতশবাজি পোড়াচ্ছিল। সেই বাজি ওপরের দিকে না উঠে গাড়ির মধ্যে ঢুকে ফাটতে থাকে। আটকে পড়ে ছেলেটি। লোকজন তাকে বাঁচাতে ছুটে আসে। মর্মান্তিক ভিডিওটি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের বাগেশ্বরধামে সাধুদের এক পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন গ্রেট খালি। সেখানে এক সাধুর অনুরোধে এক হাতে তাঁর টিকি ধরে শূন্যে তুলে ধরেন। সমালোচনার পরিবর্তে খালির প্রশংসাই করেন সাধুটি। সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে ভিডিও।

জনমন জনমত

নগর সৌন্দর্যায়নে ব্যর্থ কোচবিহার পুরসভা

রাজার শহর কোচবিহার। এখানে রয়েছে রাজরাজড়াদের ঐতিহাসিক বহু নিদর্শন। রয়েছে মদনমোহন মন্দির, সাগরদিঘি, কোচবিহার রাজপ্রাসাদ, রাজমাতাদিঘি প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনে কোচবিহারের একটি আলাদা আকর্ষণ রয়েছে। অথচ এই শহরে এসে দেখি- রাস্তাঘাট, ড্রেন সম্পূর্ণ নোংরা। কোথাও জলনিকাশি ব্যবস্থা ভালো নেই। প্রতিদিন সাফাইকর্মীদের দেখা মেলে না। মিনি বাসস্ট্যান্ডের আশপাশে আবর্জনার স্তূপ। রাজবাড়ির সামনের ড্রেনের অবস্থা খুবই খারাপ। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সাগরদিঘির পাড় বাঁধাই করা হলেও সাগরদিঘির পাড়গুলি আগাছায় ভর্তি।

সাগরদিঘির পশ্চিম পাশে ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের স্মৃতিস্মারক হিসেবে একটি ট্যাংক রয়েছে। ট্যাংকের সামনে বসেছে চায়ের দোকান। ভাবতে অবাক লাগে, ঐতিহাসিক স্মারকগুলির পাশে বসে লোকজন চা খাচ্ছেন, ডিম বিক্রি করছেন। রাজমাতাদিঘির অবস্থা জরাজীর্ণ। দিঘির জল আগাছায় ভরা।

কোচবিহার শহর ঘিরে রয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক স্থান, যেগুলির সংরক্ষণ করা খুবই জরুরি। সাগরদিঘি, রাজমাতাদিঘিগুলিকে সংস্কার করে ছোট ছোট বোট, নৌকা চালালে পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ হতে পারে। এখানে প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে রাজবাড়ির আকর্ষণে প্রচুর পর্যটক আসেন। এখানকার স্থানীয় রাজবংশী মানুষের সরলতা, আচার ব্যবহার সত্যি পর্যটকদের মুগ্ধ করে।

স্থানীয় টোটোচালক হরি বর্মনও কথায় কথায় জানালেন, প্রশাসন যদি শহরটাকে পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে রাখে তাহলে পর্যটনে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

বিমল বণিক, পশ্চিম ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি।

ধূপঝোরায় ভালো নেই বন্যপ্রাণী ও পর্যটকরা

২৩ নভেম্বর পরিবার নিয়ে গিয়েছিলাম লাটাগুড়ি। রাতে ছিলাম মূর্তি নদীর ধারে একটি রিসর্টে। ইদানীং ধূপঝোরায় মূর্তি নদীর ধারে অনেক রিসর্ট তৈরি হয়েছে। হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একটা সুরক্ষিত এলাকা যেখানে বন্যপ্রাণীদের অবাধে ঘুরে বেড়ানোর জায়গা, যেখানে দূরদূরান্ত থেকে শান্তির খোঁজে মানুষজন আসেন, সেখানে নতুন দুটি রিসর্ট তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে একটি আবার ডাক্তারদের। সেখানে সারা দিনরাত ধরে উচ্চগ্রামে ডিজে বাজিয়ে গান বাজছিল। এতে যে বন্যপ্রাণী ও পর্যটকদের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে সে বিষয়ে রিসর্ট মালিকদের হেলদোল নেই।

অপারগ হয়ে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা এলাকার প্রতিনিধি দীপু বারিকে ফোন করে এর প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু দীপুবাবু জানান, রিসর্টের মালিকরা নাকি খুব ক্ষমতাবান, ওরা স্থানীয় কারও কথা শোনে না। শুনলাম, এলাকাটা নাকি মেটেলি পুলিশের আওতায়। তাহলে তারা কেন এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না? আর পাশেই বন দপ্তরের অফিস- তারাই বা কেন চুপ করে বসে রয়েছে সেটা বোধগম্য হল না।

গ্রিন ট্রাইবিউনালের গাইডলাইন ও স্থানীয় প্রশাসনের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কী করে এরা এই ধরনের অন্যায় করে চলেছে সেটাই জানার জন্য আমার এই লেখা। জানি না আমার এই লেখা প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের আদৌ নজরে পড়বে কি না আর পড়লেই বা কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটাই দেখার।

অসীম অধিকারী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আমার কথা বললেই আপনি বুদ্ধিজীবী

আমরা আসলে অনেকগুলি আমি খুঁজি। সোশ্যাল মিডিয়ার রমরমা বাড়তেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে অনেকের গোঁয়ার্তুমি।

কৌশিক দাম

সোশ্যাল মিডিয়া পালটে দিয়েছে অনেককিছু, সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে বাকস্বাধীনতায়। আরও ভালো করে বলতে গেলে নিজের ভাবপ্রকাশের গৎ বাঁধা গণ্ডিতে। দুনিয়ার সব বিষয়ে মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে, সে পাড়ার মোড়ে কল বসানো হোক কিংবা বিরাট কোহলির ব্যাটিং অথবা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। হয়তো আগেও ছিল কিন্তু শুনত কে? 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল'... এই ব্যাকুলতা এখন আর কষ্ট দেয় না তেমন, হলদিবাড়ি থেকে হনুলুলু সবাই মুহূর্তে মতামত দিচ্ছেন নিজের নিজের দেওয়ালে। এ দেওয়াল এক বিশ্বজোড়া খবরের কাগজের পাতা, যেখানে সবাই সম্পাদক।

এত কিছু ভালোর মধ্যে মন্দও বর্তমান। 'ভাইরাল মতবাদ' নিয়ন্ত্রণ করছে রাজ্য থেকে দেশ, যা সবসময় হয়তো ঠিক নাও হতে পারে! আজকের দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব মানুষকে করেছে গোঁয়ার, সে নিজে যেটা ভালোবাসে সে যতই ভুল হোক। প্রতিবার মোবাইল স্ক্রলে প্রদীপের জিন তার পছন্দের স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে যাচ্ছে, আর সেই প্রদীপের মালিক ভাবছে সবার ওপর উনিই সত্য তাহার উপর নাই।

আমরা যাঁদের 'বুদ্ধিজীবী' বলে থাকি এই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রভাবে তাঁদের অবস্থা সঙ্গিন, তাঁরা সহজেই ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। স্কুলের রাশভারী দিদিমণি যখন ব্যাংককে সমুদ্রের পাশে সুইমিং কস্টিউমে নিজের ছবি দিচ্ছেন, স্কুলের ছাত্র দিদিমণির পোস্টে কমেন্ট করছে, 'ভালো লাগছে ম্যাম'। আসলে সেই কল্পনার বন্ধু নগরীতে দিদিমণি তো আদপে একজন নিছক বন্ধুই।

আমরা আসলে অনেক আমি খুঁজি। তাই সেই বুদ্ধিজীবীরা যতক্ষণ আমাদের মনের কথা বলেন ততক্ষণ তিনি গুরু, তিনি সেরা। কিন্তু উলটো বললে বা না বললে খারাপ মানুষ। সে খবরের খোঁজ সেই সেলেব থেকে বুদ্ধিজীবী থেকে দিদিমণি সবাই রাখেন, তাই জনপ্রিয়তার লোভেই কিছুটা চাপেই সবার মনের কথাই বলেন নিজের নিজের মতো করে। কিন্তু মুশকিল হল, সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহ প্রথা তো পরিবর্তন হতই না যদি সবার মন জুগিয়ে চলতে হত। একবার ভাবুন, বিদ্যাসাগর যদি ফেসবুক পোস্টে কিছু লিখতেন, সেই সময় তাহলে কী হত!

আজকের দিনে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ নাট্যকর্মী একজন বুদ্ধিজীবী, কারণ তিনি সমাজ থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেক এগিয়ে ভাবতে শিখেছেন সেটা হয়তো একজন মাস্টার্স ডিগ্রি করা মানুষও ভাবতে পারেন। বলার জায়গা খুঁজে পেয়ে সাধারণ মানুষ নিজেকে কারও থেকে ছোট বা কম বুদ্ধির মনে করছে না। তুমি ততক্ষণই বুদ্ধিজীবী, যতক্ষণ তুমি আমার মনের কথা বলো। না হলে তুমি যে মাধ্যমে পরিচিতি পেয়েছ সেটা একেবারে বেকার, সে যতই কবিতা লেখো, যতই অভিনয় করো, ক্রিকেট খ্যালো।

একঘরে করার একটা নিদান আগে ছিল, এখন সেটা অনেক বড়, জনতা জনার্দনের মনের বিরুদ্ধে গেলে আপনার কোটি কোটি টাকার সিনেমা বয়কট হয়ে যাবে। এর সুবিধাও নিচ্ছেন সেলেবরা, এই আবেগকে নিয়ে ব্যবসা করে ফেলছেন, এইসবে চাপা পড়ে যাচ্ছে এগিয়ে ভাবার মনগুলো। হীরক রাজার দরবারে এর শব্দগুলো দেওয়ালে দেওয়ালে ভেসে বেড়াচ্ছে 'ঠিক, ঠিক, ঠিক'।

(লেখক শিক্ষক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯৯

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৩। মেঘের আধিক্য ৪। দর্পণ, আয়না ৫। দরজা সামনে, দরজার সামনের দিক ৭। পরাভূত, দুর্বল ১০। অল্প, তুচ্ছ, অনধিক ১২। কাঁটাযুক্ত ক্ষুদ্র জলজ ফলবিশেষ ১৪। বস্তুবাদী বা ভোগবাদী প্রসিদ্ধ দার্শনিক বা তার সম্প্রদায়ের নাম ১৫। উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ ১৬। শব্দ, ধ্বনি।

উপর-নীচ : ১। আলোকবৃত্ত ২। কামদেব, মদন, অসুরবিশেষ ৩। ঘর ও দরজা ৬। বিষ্ণু বা কৃষ্ণের আবাস স্থান, বৈকুণ্ঠ ৮। বাজে কথা, বকবকানি, কথার তুবড়ি, কণা, খণ্ড ৯। এখনকার অবস্থা, ধরনধারণ, বর্তমান পরিস্থিতি ১১। খুব মিহি বস্ত্রবিশেষ ১৩। খনি, উৎপত্তি স্থান।

সমাধান ■ ৩৯৯৮

পাশাপাশি : ২। তড়বড় ৫। তঞ্চক ৬। বালগোপাল ৮। কর্তা ৯। দলা ১১। মানিকজোড় ১৩। সাহারা ১৪। তরকারি।

উপর-নীচ : ১। কৃতদার ২। তক ৩। বখিল ৪। আমল ৬। বার্তা ৭। গোরিলা ৮। করকা ৯। দড় ১০। আত্মারাম ১১। মামুলি ১২। জোকার ১৩। সারি।

বিন্দুবিসর্গ

গ্রেপ্তারির দাবিতে অনড় রাহুল

আদানিতে ফের ভন্ডুল সংসদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : আদানি ইস্যুতে শাসক-বিরোধী তুমুল হট্টগোলের জেরে ফের ভন্ডুল হয়ে গেল সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন। গৌতম আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ওঠা ঘুষকাণ্ডের অভিযোগ, মণিপুর হিংসা, সম্ভাল কাণ্ড নিয়ে এদিন আলোচনার দাবি জানিয়েছিলেন বিরোধী সাংসদরা। রাজ্যসভায় মোট ১৮টি মুলতুবি প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন বিরোধী সাংসদরা।

কিন্তু চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর সেইসমস্ত প্রস্তাব খারিজ করে দেন। তাঁর ওই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিরোধীরা সরব হতেই প্রথমে বেলা ১১.৩০ পর্যন্ত এবং পরে সারাদিনের জন্য উচ্চকক্ষের অধিবেশন স্থগিত বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। একই ছবি দেখা যায় লোকসভাতেও। বেলা ১১টায় অধিবেশন শুরু হলেও বিরোধীরা আদানি, মণিপুর, সম্ভালের ইস্যুগুলিতে লাগাতার স্লোগান দিতে শুরু করেন। ফলে স্পিকার প্রথমে বেলা ১২টা পর্যন্ত অধিবেশনের কাজ স্থগিত করে দেন। পরে কাজ শুরু হলেও বিরোধীদের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকায় সারাদিনের জন্য অধিবেশন স্থগিত করে দেওয়া হয়।

সংসদের বাইরে আদানিকে গ্রেপ্তার করার দাবিতে গর্জে ওঠেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁকে আদানিদের বিবৃতি নিয়ে জানতে চাওয়া হলে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আপনাদের কি মনে হয় আদানি সব অভিযোগ মেনে নেবেন? আপনারা কোন দুনিয়ায় বাস করছেন? উনি তো স্বাভাবিকভাবেই যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করবেন। আসল কথা হল, ওঁকে গ্রেপ্তার করতে হবে। মামুলি অভিযোগে হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তাহলে আদানিকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না? আমেরিকায় ওঁর বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। আদানিকে অবশ্যই জেলে ঢোকানো উচিত। আসলে সরকারই ওঁকে রক্ষা করছে।’ এদিনও ইন্ডিয়ার-র পক্ষ থেকে আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবি তোলা হয়। কংগ্রেস সাংসদ মানিকম ঠাকুর, রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা এবং মণীশ তেওয়ারি এই বিষয়ে আলোচনার জন্য মুলতুবি প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন। এদিকে আদানির আইনজীবী মুকুল রোহতগি বলেছেন, ‘শিল্পপতি বা তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট করে কোনও অভিযোগ নেই। ঘুষ দেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে সেটাও খুব সাধারণ। কে ঘুষ দিয়েছে কিংবা কাকে ঘুষ দেওয়া হয়েছে সেই ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই।’

> মামুলি অভিযোগে হাজার হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তাহলে আদানিকে কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না? আমেরিকায় ওঁর বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। আদানিকে অবশ্যই জেলে ঢোকানো উচিত। আসলে সরকারই ওঁকে রক্ষা করছে।
>
> **রাহুল গান্ধি**

তবে রাহুল এবং কংগ্রেস আদানির গ্রেপ্তারির দাবিতে সুর চড়ালেও বিজেপি তাতে কর্ণপাত করতে নারাজ। বরং আদানি ইস্যুতে কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধি মার্কিন বিনিয়োগকারী জর্জ সোরোসের হাতে তামাক খাচ্ছেন বলে পালটা তোপ দেগেছে পদ্ম শিবির। বিজেপির মুখপাত্র টম ভাডাক্কান বলেন, ‘এটা কংগ্রেসের আক্রমণ নয়। বরং সোরোসের চিত্রনাট্য অনুযায়ী ভারতে কাজ হচ্ছে। মার্কিন প্রশাসনও বুঝতে পারছে, সোরোসের টাকায় এই মামলাটি চালানো হচ্ছে। ভারতকে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল করতেই দেশের বাইরে এই চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে।’

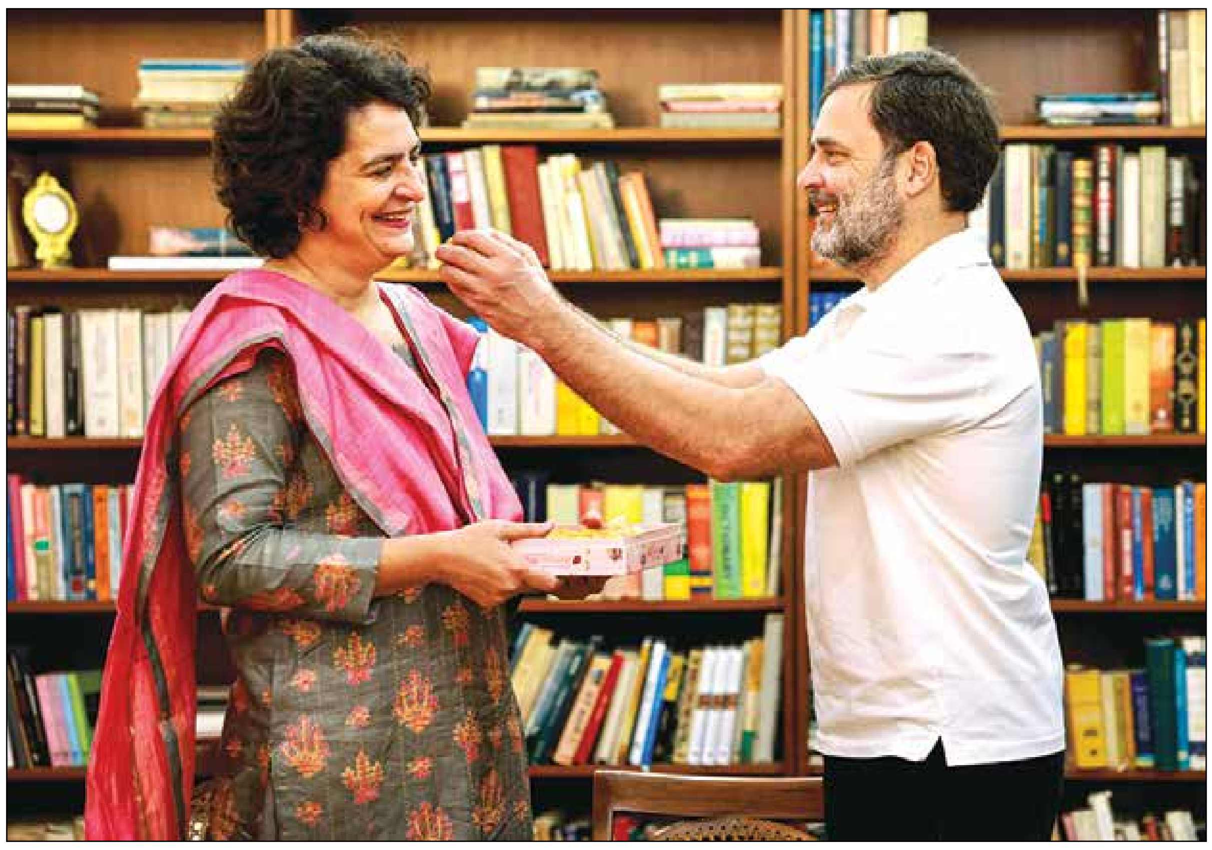

মিষ্টিমুখ হয়ে যাক...

প্রিয়াংকাকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন দাদা রাহুল। ওয়েনাডে জয়ের শংসাপত্র পাওয়ার পর। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

ফেঙ্গলের আশঙ্কায় নিরাপদ স্থানে নৌকা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মৎস্যজীবীরা। বুধবার তামিলনাড়ুর মাইলাদুথুরাইয়ে।

শিয়রে ফেঙ্গল, বৃষ্টিতে স্কুল বন্ধ তামিলনাড়ুতে

চেন্নাই, ২৭ নভেম্বর : ‘ডানা’র ঝাপটা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই নতুন বিপদ ‘ফেঙ্গল’। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে বলে বুধবার জানিয়েছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর। উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে তাদের পূর্বাভাস, আগামী দু’দিনে ঘূর্ণিঝড়টি ক্রমশ উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে তামিলনাড়ু উপকূলের দিকে এগোবে। এর প্রভাবে বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের আট জেলায় দুর্যোগ চলতে পারে। বুধবার সকালে নাগপট্টিনমের দক্ষিণ-পূর্বে ৪৭০ কিলোমিটার এবং চেন্নাইয়ের দক্ষিণ-পূর্বে ৬৭০ কিলোমিটার দূরে ছিল।

তামিলনাড়ুর আঞ্চলিক আবহাওয়া দপ্তরের খবর, ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে চেন্নাই, ময়িলাদুথুরাই, কুড়ালাদোড়া, তিরুভারুর, নাগাপট্টিনম, তিরুভাল্লুর, কাঞ্চিপুরম, চেঙ্গলপেট এবং কাড্ডালোর জেলায়। ইতিমধ্যে ওই আট জেলায় সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। দুর্যোগ পরিস্থিতির মোকাবিলায় মঙ্গলবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। তামিলনাড়ু হয়ে ফেঙ্গল চলে যাবে শ্রীলঙ্কার দিকে।

আদানি গোষ্ঠীর দাবি

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : শিল্পপতি গৌতম আদানি, তাঁর ভাইপো সাগর আদানি এবং আদানি গ্রিনের শীর্ষকর্তা বিনীত জৈনের বিরুদ্ধে আমেরিকায় ঘুষ নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই। বুধবার বিবৃতি দিয়ে এমনটাই দাবি করল আদানি গোষ্ঠী। একইসঙ্গে দাবি করা হয়েছে, আদানি গোষ্ঠী বিদেশি দুর্নীতি সংক্রান্ত আইন (এফসিপিএ) ভঙ্গ করেনি।

গত বুধবার আমেরিকার শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি এবং ন্যায় বিচার দপ্তর গৌতম আদানি এবং তাঁর সহযোগীর বিরুদ্ধে ২২৩৭ কোটি টাকা ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ আনে।

‘কতদিন তাঁকে জেলে আটকে রাখব’

পার্থর জামিন সুপ্রিম প্রশ্নের মুখে ইডি

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলায় বুধবার সুপ্রিম কোর্ট তুলোধোনা করল ইডিকে। জানতে চাইল, ‘আপনাদের সাফল্যের হার কত? খুব খারাপ।’ একইসঙ্গে আগামী সোমবার বাংলার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিন হতে পারে বলে ইঙ্গিতও দিল শীর্ষ আদালত।

এদিন ইডির আইনজীবীকে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্নে জেরবার করে দেয়। বিচারপতিদের প্রশ্ন, ‘আপনাদের আনা অভিযোগে কতজন দোষী সাব্যস্ত হয়? এই হার কত? যদি এটা ৬০-৭০ শতাংশ হয়, তা হলে অন্তত বোঝা যায়। কিন্তু এই হার খুবই কম।’ দীর্ঘদিন ধরে বিনা বিচারে অভিযুক্তকে বন্দি করে রাখার প্রবণতা নিয়েও এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিচারপতিরা।

প্রাথমিকে শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ। শীর্ষ আদালতে পার্থের আইনজীবী মুকুল রোহতগি বলেন, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর বাড়ি থেকে নগদ অর্থ মেলেনি। যাঁর বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছিল, তিনি সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন। তাছাড়া অর্থ তছরুপ প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) মামলায় জেলবন্দি হিসাবে সর্বোচ্চ সাজা (৭ বছর)-র প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে বিচারাধীন আবেদনকারীর। এই পরিস্থিতিতে পার্থের বয়সের কথা মাথায় রেখে তাঁকে জামিন দেওয়া হোক।

ইডির হয়ে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু। তিনি পালটা বলেন, প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছিল, সেই অর্পিতা পার্থের ‘ঘনিষ্ঠ’। একইসঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তাঁর আমলেই দুর্নীতি ছড়ায় বলে আদালতে দাবি করে ইডি।

দু’পক্ষের সওয়াল পর্বের পর বিচারপতি ভুঁইয়া ইডির আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, ‘যদি তিনি (পার্থ) নির্দোষ হন, তাহলে কী হবে? কতদিন তাঁকে আমরা জেলে আটকে রাখব? আড়াই-তিন বছর কিন্তু কম সময় নয়।’ বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হতে এত দেরি হওয়া নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করে বিচারপতি সূর্য কান্তও বলেন, ‘অনির্দিষ্টকালের জন্য অভিযুক্তকে বন্দি রাখা যায় না। কোথাও একটা ভারসাম্য রক্ষা করা দরকার। অভিযুক্তকে ছেড়ে দিলে কি খুব ক্ষতি হবে?’ তখন সলিসিটর জেনারেল রাজু বলেন, ‘ছাড়া পেলে অভিযুক্ত সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারে চাপ দিতে পারেন। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত অর্পিতা জানিয়েছেন, তিনি পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে ভীত।’ যদিও বিচারপন্তি কান্ত পালটা বলেন, এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা কতটুকু!

পার্থকে জামিন দেওয়ার ব্যাপারে এদিন আপাতভাবে ডিভিশন বেঞ্চের সায় থাকলেও এদিন শেষমেশ রায় মুলতুবি রাখা হয়। ২ ডিসেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

একনজরে

- বিনা বিচারে অভিযুক্তকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দি রাখা যায় না। একটা ভারসাম্য রাখা দরকার
- অভিযুক্তকে ছেড়ে দিলে কি খুব ক্ষতি হবে
- আপনাদের (ইডি) সাফল্যের হার খুবই খারাপ

১৩ মাস পর

যুদ্ধবিরতি ইজরায়েল, হিজবুল্লার

জেরুজালেম, ২৭ নভেম্বর : অবশেষে পশ্চিম এশিয়ার আকাশ থেকে সরছে যুদ্ধের কালো মেঘ। আশার আলো উঁকি মেরেছে। স্বস্তির খবর, ইজরায়েল ও হিজবুল্লার মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হল। বুধবার ভোর চারটে থেকে তা কার্যকর হয়েছে, যার প্রতীক্ষায় ছিলেন শুধু ইজরায়েল, গাজা, প্যালেস্তাইন নয়, গোটা বিশ্ব।

যুদ্ধবিরতির ঘোষণা বোঝাতে গানফায়ারের সঙ্গে সঙ্গে বেইরুটের রাস্তায় নামে উচ্ছ্বসিত মানুষের স্রোত। তাঁরা আনন্দে উদ্বেল। সবার মনে একটাই কামনা, এই আনন্দ যেন চিরস্থায়ী হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ি প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোর তৎপরতায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধে দাঁড়ি পড়েছে। ইজরায়েলে কয়েকশো ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে যার সূচনা করেছিল হামাস। পরবর্তীতে হামাসের বন্ধু ও লেবাননে ঘাঁটি গেড়ে বসা হিজবুল্লা জঙ্গিগোষ্ঠী এবং ইরানের জড়িয়ে পড়ায় যুদ্ধ ভয়াবহ আকার নিয়ে সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত হয়।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন, ‘হিজবুল্লা চুক্তি ভাঙলেই আমরা আক্রমণ করব। চুক্তি লঙ্ঘন হলে ওরা পার পাবে না।’ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বলেন, ‘এই চুক্তি দু’পক্ষের শত্রুতা বন্ধের এক উপায়। হিজবুল্লা চুক্তি ভাঙলে ইজরায়েল পুনরায় পদক্ষেপ করবে।’ নেতানিয়াহুর কার্যালয় যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে আমেরিকার পদক্ষেপের প্রশংসা করেছে।

লেবাননের তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনতে যুদ্ধবিরতি অবশ্যই গুরুত্বপূরণ পদক্ষেপ। বাস্তুচ্যুত মানুষ ঘরে ফিরতে পারবেন।

হিজবুল্লা বলেছে, ‘যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব তারা গ্রহণ করেছে।’হামাসের এক কর্মকর্তা সামি আবু জুহরিকে উদ্ধৃত করে প্রথমসারির সংবাদমাধ্যমের খবর, মানুষকে বাঁচাতে ইজরায়েলের সঙ্গে লেবাননের এক তরফা চুক্তিতে পৌঁছোনোর অধিকার আছে।’ তবে, যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে একাধিক শর্ত রয়েছে। উভয়পক্ষকেই তা মানতে হবে। তা কতটা মানা হবে বলবে আগামী।

আজ শপথ হেমন্তের

রাঁচি, ২৭ নভেম্বর : বৃহস্পতিবার ঝাড়খণ্ডের চতুর্দশ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন হেমন্ত সোরেন। রাঁচির মোরাবাদি গ্রাউন্ডে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল সন্তোষকুমার গাঙ্গোয়ার। এই নিয়ে চতুর্থবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে চলেছেন হেমন্ত। তাঁর নেতৃত্বে ইন্ডিয়া জোট রাজ্যের ৮১টির মধ্যে ৫৬টি আসনে জয়ী হয়েছে। হেমন্তের শপথে ইন্ডিয়া জোটের শীর্ষ নেতানেত্রীরা হাজির থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার, আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব প্রমুখ।

সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক

আদানি নয়, গুরুত্ব পাবে বাংলার বঞ্চনা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকেই শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা কী হবে, সেই নির্দেশ জানিয়েছিলেন। তার ওপর ভিত্তি করেই বুধবার পুরোনো সংসদ ভবনের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে সংসদে চলার রণকৌশল স্থির করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ প্রায় দেড় ঘণ্টার বৈঠক করেন তিনি। এই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তৃণমূল কংগ্রেস চায় সংসদ সচল রেখে মানুষের নিত্যদিনের নানান সমস্যা নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হবে। যে ৬টি ইস্যু সংসদে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল, তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বাংলার বঞ্চনাকে। রাজ্যের শাসকদলের বক্তব্য,রোজই আদানি ইস্যুতে হট্টগোল করে সংসদ অচল করে দেওয়ার পথে হাঁটবে না জোড়াফুল শিবির। অভিষেক বলেন, ‘রাজ্যের বিষয় তুলে ধরাই পাবে অগ্রাধিকার।’

লোকসভা এবং রাজ্যসভার দলনেতা যথাক্রমে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও’ব্রায়েনের উপস্থিতিতে এদিনের বৈঠকে স্থির হয় আগামী দিনে সংসদে চলার রূপরেখা। বাংলাকে বঞ্চনা ছাড়াও তৃণমূলের ইস্যুর তালিকায় রয়েছে, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, সারের দাম বৃদ্ধি, মণিপুর সহ উত্তর-পূর্ব এবং মহিলাদের নিরাপত্তা। তার মধ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনায় রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়া অপরাজিতা বিলটির প্রসঙ্গও তুলে ধরতে চায় তৃণমূল। ইতিমধ্যেই বিলটি নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি আজ আদানি কাণ্ডে কংগ্রেসের হট্টগোলের মধ্যেই রাজ্যসভায় মণিপুর নিয়ে আলোচনার দাবি জানান তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব।

সংসদের বাইরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহুয়া মৈত্র। বুধবার।

> আদানি বা দুর্নীতি একমাত্র ইস্যু হতে পারে না। তাহলে মহারাষ্ট্রে এমন ফল হল কেন? আমাদের কৌশল স্থির করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষ চায় নিত্যদিনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং তার সমাধান।
>
> **ডেরেক ও’ব্রায়েন**

এদিকে পরপর দু’দিন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ না দেওয়ায় রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। যদিও তৃণমূলের বক্তব্য, ‘ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে তৃণমূল একমাত্র দল, যাদের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও নির্বাচনি জোট নেই। লোকসভা ভোটের আবহে অনেকবার আসন সমঝোতা সহ নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তখন কোনও ফল হয়নি। এখন হঠাৎ করে আদানি, জেপিসি নিয়ে বৈঠকের কথা বললে তা কীভাবে সম্ভব? আমাদের রাজ্যের পৃথক সমস্যা রয়েছে। সেগুলিকেই আমরা অগ্রাধিকার দেব। একটা মাত্র ইস্যুতে সংসদ হাইজ্যাক করা যাবে না। সংসদ চলতে দিতে হবে।’ তবে ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গেই রয়েছে তৃণমূল বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি সূত্রের খবর, কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকে হাজির না হলেও তাদের কয়েকজন নেতার সঙ্গে যেমন তৃণমূলের যোগাযোগ রয়েছে ঠিক তেমনি সমাজবাদী পার্টি সহ বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দলের সঙ্গেও বিশেষ সখ্য রয়েছে তৃণমূলের। ডেরেক ও’ব্রায়েনের বক্তব্য, ‘আদানি বা দুর্নীতি একমাত্র ইস্যু হতে পারে না। তাহলে মহারাষ্ট্রে এমন ফল হল কেন? আমাদের কৌশল স্থির করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষ চায় নিত্যদিনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং তার সমাধান।’

দানের সাগর বাফেট

ওয়াশিংটন, ২৭ নভেম্বর : বুঝতে পারছেন সময় ফুরিয়ে আসছে তাঁর। মৃত্যুর পর তাঁর সঞ্চিত বিপুল সম্পত্তির কী হবে, তা নিয়ে ইদানীংকালের মধ্যে সবচেয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা জানিয়ে দিলেন মার্কিন ধনকুবের নবতিপর ওয়ারেন বাফেট। একই সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেন, জনকল্যাণে দানধ্যান কর্মসূচি তাঁর বন্ধ হচ্ছে না। কিছুদিন আগেও তিনি ১১০ কোটি ডলার বিতরণ করে দেন চারটি পারিবারিক ফাউন্ডেশনকে।

বাফেটের সম্পত্তির পরিমাণ ১৫ হাজার কোটি ডলারের কম নয়। ফোর্বসের ধনীর তালিকায় এখন তিনি রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে। ২০০৬ সালেই বাফেট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি তিনি চান না কুক্ষিগত করে রাখতে। পরিবারের সদস্যদের নিশ্চয়ই তিনি বঞ্চিত করবেন না। কিন্তু তাঁর সম্পত্তি যাতে দীনদরিদ্রের কাজে লাগে, সেটাও তিনি দেখবেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে বাফেট ইতিমধ্যে তাঁর বার্কশায়ার শেয়ার হোল্ডিংসের ৫৭ শতাংশ দান করেছেন নানাবিধ সেবামূলক খাতে।

বার্কশায়ার হ্যাথওয়ের চেয়ারম্যান ও সিইও বাফেটকে তাঁর ব্যবসা জ্ঞান ও বিনিয়োগ দক্ষতার জন্য গোটা বিশ্বে ‘ওরাকল অফ ওমাহা’ বলে ডাকা হয়। তাঁর দানধ্যান প্রবণতা প্রকট হয় ২০০৪ সালে স্ত্রী সুসির মৃত্যুর পর। এহেন প্রবাদপ্রতিম শিল্পপতি তাঁর সাম্প্রতিকতম দানপত্র (উইল)-এ এমনভাবে পরিবর্তন করেছেন যাতে তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তির ৯৯.৫ শতাংশ কীভাবে বিতরিত হবে তা নিশ্চিত করা যায়।

প্রায় ১৩০০ শব্দের চিঠিতে ওয়ারেন বাফেট লিখেছেন, ‘দিনের শেষে শেষকথা বলে সময়। কখনও তার কথা জীবনের মতো মধুর, কখনও মৃত্যুর মতো নিষ্ঠুর। আমার সময় শেষ হওয়ার আগেই সবটুকু সকলকে দিয়ে যেতে চাই।’ বাফেটের আশা, তাঁর তিন সন্তান সুজি, হাওয়ার্ড এবং পিটার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করবেন মানবহিতৈষী কাজে। এখন দেখার, পুত্ররাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন কি না।

ইমরানের স্ত্রীকে নিয়ে নতুন নাটক

ইসলামাবাদ, ২৭ নভেম্বর : শাহবাজ শরিফ সরকার বন্দুকের নল দিয়ে মঙ্গলবার মাঝরাতে ইমরান সমর্থকদের বিক্ষোভ দমন করলেন। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে ইসলামাবাদে সেনা মোতায়েন করা হল। দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই আবহে জানা গিয়েছে, ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবি অপহৃত হয়েছেন। গতকাল ইমরানের সমর্থকদের ওপর নিরাপত্তাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় বুশরা ও আলি আমিন গন্দাপুর পালিয়ে যান। খবর, বুশরা বিবি ও খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আলি আমিন গন্দাপুর খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে চলে গিয়েছেন। তাঁরা নিরাপদে আছেন, জানিয়েছেন পিটিআই-এর তথ্যসচিব শেখ ওয়াকাস আক্রাম।

ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে মঙ্গলবার রাতে ইসলামাবাদের ডি-চকের রাস্তায় নেমেছিলেন কয়েক লক্ষ মানুষ। ইমরান সমর্থকদের সঙ্গে নিরাপত্তাকর্মীদের সংঘর্ষে ছ’জন পুলিশকর্মী নিহত হন। আহত হন কয়েক ডজন। পরিস্থিতি সামলাতে পাক সরকার সেনা নামায়। সেনা নামানোর সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলন প্রত্যাহার করে পিটিআই।

বাংলাদেশে সন্ন্যাসীর গ্রেপ্তার নিয়ে সরব অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : বাংলাদেশে ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর গ্রেপ্তারির ঘটনাকে নিন্দাজনক বলে আখ্যা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনায় তৃণমূল কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থানকেই সমর্থন করবে বলে সাফ জানিয়েছেন অভিষেক। বুধবার সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে, তৃণমূল তা সমর্থন করবে। অন্য দেশের বিষয়ে আমার মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তবুও বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও দুভাগ্যিজনক। এই ধরনের ঘটনা কখনও সমর্থন করা যায় না।’ ডায়মণ্ডহারবারের সাংসদ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, সরাসরি রাজ্যের আওতায় পড়ে না এমন কোনও বিষয়ে নাক গলাতে আগ্রহী নয় তৃণমূল।

দলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। এটি রাজ্যের বিষয় নয়।’ বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কংগ্রেসও। এদিন দলের মিডিয়া এবং প্রচারবিভাগের চেয়ারম্যান পবন খেরা একটি বিবৃতিতে বলেছেন, ‘বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তাতে কংগ্রেস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। ইসকনের সন্ন্যাসীর গ্রেপ্তারি এর জলজ্যান্ত উদাহরণ। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জানমালের সুরক্ষা হেতু সেদেশের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য ভারত সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলে কংগ্রেস আশাবাদী।’

বিজেপির চাপে সরতে রাজি শিন্ডে

মুম্বই, ২৭ নভেম্বর : নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর চারদিন পার। এখনও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি মহায্যুতি। পরিস্থিতি যা তাতে শেষমেশ বিজেপির চাপের সামনে নতিস্বীকার করে নিয়েছেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র ইচ্ছানুযায়ী, বিজেপির থেকেই মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন। তবে সেই ব্যক্তি দেবেন্দ্র ফড়নবিশ নাকি অন্য কেউ সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। যিনিই হোন, শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা এবং অজিত পাওয়ারের এনসিপি থেকে মোট দুজন উপমুখ্যমন্ত্রী থাকবেন।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ের ব্যাপারে বৈঠকে বসতে চলেছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি

সভাপতি জেপি নাড্ডার পাশাপাশি একনাথ শিন্ডে, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এবং অজিত পাওয়ার উপস্থিত থাকবেন। শুধু মুখ্যমন্ত্রী বাছাই নয়, মন্ত্রীসভায় কোন দলের কতজন মন্ত্রী হবেন তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে আগামীকাল। মোদি-শা-র চাপের সামনে সুর নরম করে শিন্ডে এদিন বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছি, মহারাষ্ট্রে নতুন সরকার গঠনে আমি বা আমার দল কোনওরকম বাধা হব না। আমি গতকাল মোদি এবং অমিত শা-কে ফোন করেছিলাম। ওঁদের বলেছি, কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন সেটা আপনারা ঠিক করুন। বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বাছাইয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবে শিবসেনা তাতে সমর্থন জানাবে।’ তিন দল একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশও।

তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ না পেলে রুষ্ট হবেন বলে যে জল্পনা চলছে তাও নাকচ করে দিয়েছেন শিন্ডে। তিনি বলেন, ‘মহায্যুতির জন্যই আমরা কাজ করেছি। আপনাদের মনে রাখা উচিত, বিজেপিই আমাকে মুখ্যমন্ত্রী পদে সমর্থন করেছিল। আমি সবসময় একজন কর্মী। সিএম মানে মুখ্যমন্ত্রী নন, কমন ম্যান।’ মঙ্গলবার রাজ্যপালের কাছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে আসেন শিন্ডে। তাঁকে আপাতত কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে বলেছেন রাজ্যপাল।

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার খুঁটিনাটি

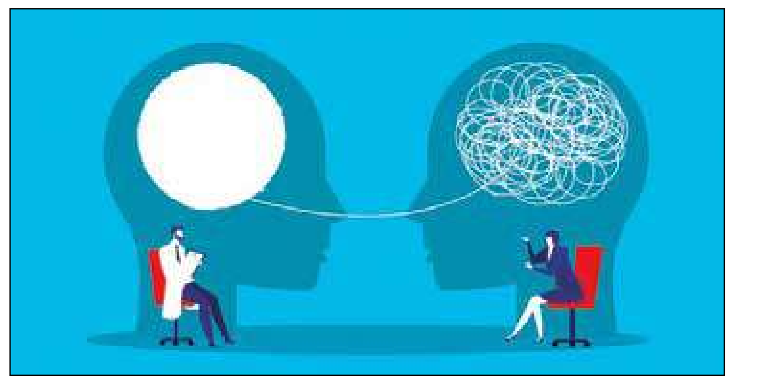

তন্দ্রা ভট্টাচার্য, *অধ্যাপক*
মনোরঞ্জন সাহা মেমোরিয়াল বিএড কলেজ, ময়নাগুড়ি

একাদশ শ্রেণি শিক্ষাবিজ্ঞান

● **অধ্যয়নের একটি শাখা হিসাবে মনোবিজ্ঞানের ধারণাগত বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।**

উত্তর : মানবজীবনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞান খুবই উপযোগী। মনোবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক বিকাশ এতটাই উল্লেখযোগ্য যে, এই বিষয়কে বিস্তারিত এবং সঠিক বোঝার জন্য একে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে।

কয়েকটি প্রধান শাখা হল :

(1) ***মনোবিজ্ঞান :*** এটি অন্য সমস্ত শাখার জননী হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি একটি সাধারণ উপায়ে মানুষের আচরণ অধ্যয়ন করে।

(2) ***ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি :*** এই শাখাটি অস্বাভাবিক আচরণের কারণে সৃষ্ট নির্দিষ্ট মানসিক সমস্যা বা অসুস্থতা নির্ণয় ও চিকিৎসা করার চেষ্টা করে এবং ব্যক্তিকে সমাজে কার্যকরভাবে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। আজকাল হাসপাতালগুলি সাধারণত একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিক নিয়োগ করে। আর তাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(3) ***শিশু মনোবিজ্ঞান :*** এই শাখাটি একটি শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রক্রিয়ার অধ্যয়নের উপর জোর দেয়। শিশুর ইচ্ছা এবং আবেগ বড়দের থেকে অনেক আলাদা। এই শাখাটি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় কারণ এটি শিশুদের মধ্যে ভাষা বিকাশ এবং শেখার মতো কিছু দিক অধ্যয়ন করে।

(4) ***সামাজিক মনোবিজ্ঞান :*** মনোবিজ্ঞানের এই শাখাটি ব্যক্তিদের সঙ্গে গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে কাজ করে। লোকেরা প্রায়শই একা থাকার চেয়ে দলে থাকার সময় ভিন্নভাবে আচরণ করে। গ্রুপ সাইকোলজি একজন ব্যক্তির সঙ্গে অন্যদের মিথস্ক্রিয়া, গ্রুপ প্যাটার্ন এবং প্রক্রিয়া, গ্রুপ গতিবিদ্যা ইত্যাদি অধ্যয়ন করে।

(5) ***অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান :*** অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞানের শাখাটি একজন ব্যক্তির মানসিক অস্থিরতা, অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং কাজের সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা অধ্যয়ন করে।

(6) ***ফলিত মনোবিজ্ঞান :*** এই শাখাটি কাজ পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলি অধ্যয়ন করে এবং নির্দেশিকা ও পরামর্শ প্রদান করে।

(7) ***শিল্প মনোবিজ্ঞান :*** এই মনোবিজ্ঞানের শাখা শিল্প পরিস্থিতিতে মানুষের আচরণ অধ্যয়ন করে বৃত্তিমূলক নির্দেশনা প্রদান করে। এটি কর্মীদের দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি প্রদান করতে সহায়তা করে।

(8) ***প্রাপ্তবয়স্ক মনোবিজ্ঞান :*** এটি মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা যা প্রাপ্তবয়স্কদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক আচরণ নিয়ে কাজ করে।

(9) ***আইনি মনোবিজ্ঞান :*** অপরাধ সংক্রান্ত সমস্যা, অপরাধীদের বিচার বিভাগ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করা যেতে পারে। এটি আইনি মনোবিজ্ঞান দ্বারা অধ্যয়ন করা হয়।

(10) ***সামরিক মনোবিজ্ঞান :*** এটি সামরিক কর্মীদের প্রশিক্ষণের কৌশল, প্রেরণামূলক দিকগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত, বিশেষ করে সংকটের সময়। এই শাখাটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিকাশ লাভ করে।

(11) ***শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞান :*** এটি একটি ফলিত শাখা, যা শিক্ষাগত সমস্যাগুলি অধ্যয়ন করে এবং মনোবিজ্ঞানের পরামর্শ অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তাদের সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এটি শিক্ষণ শেখার কার্যকলাপের উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কিত। সুতরাং, এই শাখাটি শিক্ষার ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক নীতির প্রয়োগের উপর জোর দেয় ।

(12) ***পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান :*** এই শাখাটি পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের আচরণের বিভিন্ন দিক অধ্যয়ন করে। নিয়ন্ত্রিত অবস্থার অধীনে ব্যক্তিদের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়, তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তারপরে সেগুলি রেকর্ড, বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা হয়। তবে অনেক সমস্যা আছে যা এই পরীক্ষামূলক পদ্ধতি দ্বারা সমাধান করা যাবে না।

● **মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণার মধ্যে তুমি কোনটিকে সমর্থন করো এবং কেন?**

উত্তর : মনোবিজ্ঞানকে সাধারণত আচরণের বিজ্ঞান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আচরণ শব্দটি প্রতিক্রিয়া বোঝায়। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় আচরণ শব্দটি খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এতে শারীরিক এবং মোটর ফাংশন যা আমরা করি যেমন বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকা, দৌড়ানো, লাফ দেওয়া, হাঁটা ইত্যাদি মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপ যেমন চিন্তা, যুক্তি, উপলব্ধি, মনে রাখা ইত্যাদি। এছাড়াও মানসিক অভিজ্ঞতা যেমন আনন্দ এবং ব্যথার রাগান্বিত অনুভূতি অনুভব করা ইত্যাদি।

● **শব্দ আচরণের সীমার মনোবিজ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নোট লেখো।**

উত্তর : একটি শৃঙ্খলা বা জ্ঞানের শাখা হিসাবে মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে। মূলত এটি মানুষের অভিজ্ঞতা এবং আচরণ অধ্যয়ন করে। এটি প্রাথমিকভাবে আচরণের কারণগুলির দিকে নজর দেয় এবং তারপরে আচরণের প্রকৃতি অধ্যয়ন করার চেষ্টা করে।

মানুষের অভিজ্ঞতা তিনটি কারণ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি অভিজ্ঞতার মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করা বা জানার দিক যথা- কানেকশন বা সংযোগ করা, স্নেহ ও অনুভূতির দিক জড়িত। কোনও মনোবিজ্ঞানী এটির একটির উপর জোর দেন আবার কোনও মনোবিজ্ঞানী অন্যটির উপর। উদাহরণস্বরূপ হারবার্ট এবং হিউমের মতো মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের সুযোগ বিবেচনা করার সময় জোর দিয়েছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে জ্ঞান সর্বদা সংযোগ ও স্নেহের দিকে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল বিবেচনা করেন যে, বৃত্তি ছাড়া জ্ঞানের উৎপত্তি হতে পারে না। কানেকশন এর দিকগুলি প্রথমে আসে এবং অনুধাবন বা জ্ঞান একে অনুসরণ করে। অনুভূতির দিকগুলিও কথোপকথনের ফলাফল যা ম্যাকডুগাল এবং তাঁর অনুসারীদের বিশ্বাস ছিল। যাইহোক, বেশিরভাগ মনোবিজ্ঞানীদের মতামত যে, আমাদের সচেতন মনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে : উপলব্ধি, স্নেহ এবং মনোবিজ্ঞানের সুযোগের সঙ্গে কাজ করার সময় এইগুলি অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

● **‘শিক্ষা এবং মনোবিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী নয় বরং পরিপূরক’ -বিবৃতিটি ব্যাখ্যা করো।**

উত্তর : শিক্ষা এবং মনোবিজ্ঞানের মধ্যে একটি নিবিড় এবং অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান এবং এটি জীবন্ত প্রাণীর আচরণ নিয়ে কাজ করে। এটি মানসিক এবং শারীরিক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে আচরণ বোঝার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, শিক্ষা তরুণ-তরুণীদের এবং তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রচার বা বাধা দেয় এমন অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত।

শিক্ষার তত্ত্বের বিকাশে এবং মনোবিজ্ঞান শিক্ষার অনুশীলনের উন্নতিতে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আধুনিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক এবং তাই মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক দিন-দিন আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে।

সঠিক কৌশলে ভালো ফলাফল

চিরঞ্জিত পাল, *শিক্ষক*
শিবরামপল্লি, শিলিগুড়ি

মাধ্যমিক প্রস্তুতি

প্রায় সব স্কুলেই মাধ্যমিক টেস্ট শেষ হয়েছে। স্কুল জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা হল মাধ্যমিক। আগামীদিনের পড়াশোনার পরিকল্পনা তাই এই পরীক্ষার রেজাল্টের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। তারজন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের পড়া মনে রেখে তাকে সুন্দরভাবে পরিমিত সময়ের মধ্যে পরিবেশন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান সময়ে বহু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেও তা মনে না রাখতে পারার সমস্যায় ভুগছে। সদ্যসমাপ্ত টেস্টেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। তবে বিশেষ কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করলেই আপাতদৃষ্টিতে যা কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা সহজেই মনে রাখা সম্ভব।

● ***উচ্চারণ করে পড়ার অভ্যাস করো :***

আমেরিকান শিক্ষাবিদ এডগার ডেইল তাঁর এক বিখ্যাত গবেষণায় খুঁজে পান যে, আমরা কোনও কিছুর ৭০ শতাংশ মনে রাখতে পারি, যদি আমরা সেটা দেখি এবং শুনি। কারণ মনে মনে পড়ার সময় শুধুমাত্র একটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ তথ্য প্রেরণ করে মস্তিষ্কে। পক্ষান্তরে জোরে উচ্চারণ করে পড়লে চোখ ও কান অর্থাৎ দুটি ইন্দ্রিয় একসঙ্গে জোরালোভাবে তথ্য প্রেরণ করে মস্তিষ্কে। পাশাপাশি অন্যমনস্ক হওয়ার সম্ভাবনাটাও অনেকটা কম হয়ে থাকে। যার ফলে পড়া মনে থাকার সম্ভাবনা বেশি তৈরি হয়।

● ***যা পড়েছ লিখতে হবে :***

যে যে বিষয় কঠিন বলে মনে হবে তা অবশ্যই অল্প অল্প করে লিখে পড়া প্রয়োজন। এভাবে পুরোটা লেখা হয়ে গেলে তাকে সম্পূর্ণ একবার দেখে পুনরায় আরেকবার না দেখে লেখা প্রয়োজন। এতে যেমন যাবতীয় ভুল-ত্রুটি সংশোধন হবে, তেমনি বিষয়টিও আয়ত্ত হবে।

● ***না বুঝে পড়া মুখস্থ নয় :***

যত বেশি ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করতে পারবে, মনে রাখার প্রবণতা ততই বৃদ্ধি পাবে। আর এই ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করতে হলে বিষয়বস্তুকে প্রথমে বুঝে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকার পরামর্শ নেওয়া অতি আবশ্যক। এছাড়া প্রয়োজনে তার কাছ থেকেও বুঝে নিতে পারো, যে আগে থেকেই বিষয়টি আয়ত্ত করে রেখেছে। কোনও সময় সরাসরি মুখস্থ না করে পড়ার বিষয়কে একটা গল্পের মাধ্যমে তোমার মস্তিষ্কে একটা স্থায়ী স্থান দিতে পারো। এতে বিষয়টি একসময় তোমার কাছে সহজ হবে।

● ***পড়তে হবে ধারাবাহিকভাবে :***

অনেকেই আছে যারা পড়াশোনায় ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না। কারণ তাদের অধিকাংশই মনে করে, আজ নয়, কাল থেকে পড়তে বসব। এই আজ আর কালের মধ্যে দূরত্ব কখনও শেষও হয় না, আর পড়াও হয় না ঠিকঠাক। যদিও অনেকে আবার কোনওভাবে কারও দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে ভর দিয়ে দিনকয়েক খুব ভালোমতোই পড়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে হয় আবার ছন্দপতন। এক কথায়, বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কই থাকে না। এরকম পড়াশোনা কখনোই মনে রাখা সম্ভব নয়। তোমাকে প্রবল অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিয়মিত পড়ে যেতে হবে। প্রতিদিন নিয়ম করে একটা পরিকল্পনামাফিক পড়া চালিয়ে গেলেই তা মনে থাকতে বাধ্য।

● ***সময় করে পড়া রিভাইজ করো :***

পড়া কঠিন হোক কিংবা সহজ, তাকে একবার আয়ত্ত করে রাখলেই সব সমস্যা মিটে যায় না। রিসার্চ বলে, আমাদের মস্তিষ্ক অপ্রয়োজনীয় ও অব্যবহৃত তথ্য দীর্ঘদিন বহন করে না। ফলে যে পড়াটা আমাদের একসময় মুখস্থ ছিল তা দীর্ঘদিন মনে থাকে না। ফলে সেই পড়াকে আবার নতুন করে তৈরি করা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। যদি নিয়মিতভাবে পুরোনো পড়াগুলো রিভিশনে রাখা যায়, তবে মনে না থাকার সমস্যা একজন শিক্ষার্থীর জীবনে কখনও আসবে না।

● ***সুবিধামতো পড়ার সময় বেছে নাও :***

আমাদের মধ্যে কারও মস্তিষ্ক সকালে ভালো কাজ করে, আবার কারও হয়তো গভীর রাতে। পড়া মনে রাখার জন্য তোমার সুবিধামতো উপযুক্ত সময় বেছে নিয়ে নিয়মিত সেইভাবে পড়া চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, যাতে পড়াশোনার যথার্থ পরিবেশ তুমি পাও।

● ***পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে :***

শরীর সুস্থ রাখতে যথাযথ বিশ্রামেরও প্রয়োজন। মস্তিষ্কে একবারে অনবরত চাপ সৃষ্টি করলে তা হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। তাই আগামীদিনগুলিতে নির্দিষ্ট রুটিন করে পড়ার মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিলে পড়াশোনা মনে থাকবে বেশিক্ষণ।

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

বিষয় : কুসংস্কার দূরীকরণ ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে সচেতনতা ও শিক্ষা।

তড়িৎকুমার রায়
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ছাত্র
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি

কুসংস্কার এক পুরাতন সামাজিক ব্যাধি যা মানুষের চিন্তাভাবনাকে চেতন-অবচেতনে আক্রান্ত করে চলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কুসংস্কার দূরীকরণে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধের মাধ্যমে নবজাগরণের যে প্রদীপ জ্বেলেছিলেন তা আধুনিক ভারতবর্ষের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। কিন্তু আজকের ভারতবর্ষেও কুসংস্কার আষ্টেপৃষ্ঠে রয়েছে। তাই, কুসংস্কারমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে যেভাবে কাজ করা যেতে পারে বলে আমার মনে হয় -

পিতা-মাতার কর্তব্য : শিশুমনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কোনও ধারণা যাতে না জন্মায় সেদিকে লক্ষ রাখা, বাচ্চাদের কৌতূহলী মনে কোনও প্রশ্ন জাগলে যথাযথ যুক্তিসহকারে মজার ছলে তার নিরসন করা।

শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া : ‘শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব’- এই মন্ত্রে আমাদের প্রত্যেককে দীক্ষিত হতে হবে। চন্দ্রযানের সফলতা অর্জন করা আমাদের ভারতবর্ষে এখনও প্রান্তিক মহিলাদের ডাইনি অপবাদে গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়। ঋতুমতী মহিলাদের অশুচি বলে গণ্য করা হয়। এই ধরনের মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের সন্তানতুল্য ছাত্রছাত্রীদের সাহস জোগাবেন।

জাতপাতের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে আলোচনা : জাতিধর্মবর্ণের ভিত্তিতে দলিতদের মন্দিরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা, সর্বজনীন জলের কল ব্যবহার করতে না দেওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন অস্পৃশ্যমূলক আচরণ হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার প্রতিফলন। প্রশাসনিক স্তরে পঞ্চায়েতের মাধম্যে নিয়মিত সচেতনতামূলক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা, পাশাপাশি আইনের কঠোর প্রয়োগের দ্বারা এর কিছুটা পরিবর্তন সম্ভব।

সচেতনতামূলক কার্যক্রম : সচেতনতামূলক কার্যক্রম সংগঠিত করার মাধ্যমে আমরা কুসংস্কারকে সমূলে উৎপাটিত করতে সক্ষম হব। এক্ষেত্রে স্থানীয় ক্লাব, বিভিন্ন এনজিও-কে এগিয়ে আসতে হবে, যেমন সাপে কামড়ালে হাসপাতালে না গিয়ে ওঝার কাছে যাওয়া- এর বিরুদ্ধে ব্যাপক সচেতনতার দরকার।

খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলতে হয়, আধুনিকতার সৌজন্যে সমাজ ও সভ্যতার প্রভূত উন্নতিসাধন হলেও কুসংস্কার নামক রোগটির থেকে আমরা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারিনি। এই কঠিন ব্যাধির নিরাময়ে যদি আমরা প্রত্যেকে সচেতন হই এবং সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হই তাহলে হয়তো খুলে যেতে পারে এক নতুন দিগন্ত।

প্রশ্নোত্তরে পরিবেশ দূষণ

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

মাধ্যমিক জীবনবিজ্ঞান

১) পরিবেশ দূষণ কাকে বলে?

উঃ প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পরিবেশের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলির যে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

২) গ্রিনহাউস গ্যাস কী?

উঃ বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, ওজোন, ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন (CFC), নাইট্রাস অক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি গ্যাস পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে তাপ বিকিরণে বাধা দিয়ে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। এদের গ্রিনহাউস গ্যাস বলে।

৩) বিশ্ব উষ্ণায়ন কী?

উঃ বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসগুলির পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীজুড়ে উষ্ণতার ক্রমবর্ধমান অবস্থাকে বলা হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global warming) বা বিশ্ব উষ্ণায়ন।

৪) SPM কী?

উঃ শিল্প, দহন ও প্রাকৃতিক উৎস থেকে উদ্ভূত বাতাসে ভাসমান সূক্ষ্ম কঠিন বা তরল কণাকে সাসপেন্ডেড পারটিকুলেট ম্যাটার বা SPM বলে। যথা- ধূলিকণা, ধোঁয়া কণা, ফ্লাই অ্যাশ, অনুজীব, পরাগরেণু, স্প্রে (Spray) ইত্যাদি।

৫) অ্যাসিড বৃষ্টি কী?

উঃ বায়ু দূষণের ফলে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন আম্লিক অক্সাইডগুলি বায়ুমণ্ডলের তুষার, শিশির ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে যথাক্রমে কার্বনিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড বাষ্প তৈরি করে যা বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে মাটিতে পড়ে। এই ঘটনাকে অ্যাসিড বৃষ্টি বলে।

৬) Stone cancer কী?

উঃ অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে মার্বেলের স্মৃতিসৌধ, ভাস্কর্য, স্থাপত্যশিল্পের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে পাথরের ক্ষয়ীভবনকে Stone cancer বা Stone leprosy বলে। এক্ষেত্রে মার্বেলের ক্যালসিয়াম কার্বনেট অ্যাসিড বৃষ্টির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেট (জিপসাম) বা ক্যালসিয়াম নাইট্রেট গঠন করে। এর ফলে মার্বেলের স্মৃতিসৌধের ক্ষয় হয়, উজ্জ্বলতা হ্রাস পায় এবং বিবর্ণ হয়ে যায়। আগ্রার তাজমহল, কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এর উদাহরণ।

৭) ওজোন গহ্বর কী?

উঃ ওজোন হল হালকা নীলাভ, আঁশটে গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কিন্তু পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ এক বিশেষ প্রকারের গ্যাস। ভূপৃষ্ঠের ওপরে 10 থেকে 35 কিমি অঞ্চল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর বিস্তৃত। এটা পৃথিবীকে আবৃত করে রেখেছে এবং সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মিকে প্রতিহত করে মানুষ সহ সমগ্র জীবজগৎকে সুরক্ষিত রাখে। কিন্তু মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের ফলে ঘটে চলা বায়ু দূষণের ফলে সৃষ্ট ক্লোরো ফ্লুরো কার্বন (CFC), হ্যালোন প্রভৃতি গ্রিনহাউস গ্যাসের অতিবৃদ্ধির কারণে ওজোন স্তরের বিভিন্ন অংশ ক্ষয় হয় বা পাতলা হয়ে যায়। তখন ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি বেশি পরিমাণে পৃথিবীতে পৌঁছায়। এর প্রভাবে ত্বকের ক্যানসার, ছানি প্রভৃতি রোগ বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানী ফারমেন ওজোন স্তরের অবক্ষয়কে ওজোন গহ্বর (Ozone hole) নামে অভিহিত করেছেন।

৮) বিশ্ব ওজোন দিবস কবে পালিত হয়?

উঃ ১৬ সেপ্টেম্বর।

৯) অ্যানথ্রাকোসিস কী?

উঃ বায়ু দূষক হিসেবে কয়লার গুঁড়ো ফুসফুসে প্রবেশ করলে যে রোগটি হয় তাকে অ্যানথ্রাকোসিস বলে।

১০) COPD কী?

উঃ দূষিত বায়ু প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে বায়ু দূষণের ফলে শ্বাসনালি সরু হয়ে যায় এবং স্থায়ীভাবে শ্বাসকষ্ট সৃষ্টি হয়, তাকে Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) বলে। অত্যধিক ধূমপানের ফলেও COPD হয়ে থাকে।

১১) ইউট্রোফিকেশন কাকে বলে?

উঃ কৃষিক্ষেত্র থেকে ফসফেট জাতীয় রাসায়নিক সার ও গৃহস্থালির কাপড় কাচার ডিটারজেন্টের ফসফেট জলে মেশার ফলে জলাশয়ের জলে পুষ্টি বস্তুর মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ওই জলে জলজ শৈবালের অতি বৃদ্ধি ঘটে এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে, এই ঘটনাকে ইউট্রোফিকেশন বলে।

১২) Blue baby syndrome কী?

উঃ কৃষিজমিতে নাইট্রেট জাতীয় সারের অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে সারের কিছু অংশ চুইয়ে চুইয়ে মাটির তলায় ভৌম জলস্তরে প্রবেশ করে। এই বেশি নাইট্রেটযুক্ত জল পান করলে দেহে নাইট্রেট প্রবেশ করে এবং নাইট্রাইটে পরিণত হয়, যা রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মেথহিমোগ্লোবিন নামক যৌগ উৎপন্ন করে। ফলে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন পরিবহণ ক্ষমতা কমে যায়। বিজারিত হিমোগ্লোবিন ত্বকের নীচে জমা হওয়ায় দেহ নীল হয়ে যায়। শিশুদের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের অভাবে শরীর নীলাভ বর্ণ ধারণ করে, একে ব্লু বেবি সিনড্রোম বা মেথ-হিমোগ্লোবিনেমিয়া বলে।

১৩) প্রকৃতির বৃক্ক (Nature’s kidney) কাকে বলে?

উঃ জলাভূমিকে প্রকৃতির বৃক্ক বলা হয়। কিডনি বা বৃক্ক যেমন আমাদের দেহের বিপাকজাত বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে দেহকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখে তেমনি জলাভূমি প্রকৃতির বর্জ্য শোধনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত হতে সাহায্য করে।

১৪) ই-বর্জ্য (e-waste) কী?

উঃ অচল কম্পিউটার ও তার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রনিক বস্তুকে একত্রে ই-বর্জ্য বলে।

১৫) DDT এর পুরো নাম কী?

উঃ Dichloro Diphenyl Trichloroethane

১৬) কারসিনোজেন কাকে বলে?

উঃ যে সমস্ত ভৌত, রাসায়নিক বা জৈবিক বস্তুর প্রভাবে ক্যানসার সৃষ্টি হয় তাদের কারসিনোজেন বলে। যেমন নিকোটিন, ক্যাডমিয়াম অক্সাইড, U.V- রশ্মি, X -রশ্মি, ভিনাইল ক্লোরাইড, মাস্টার্ড গ্যাস, বেনজাইডিন, বেঞ্জোপাইরিন প্রভৃতি।

১৭) Silence zone কী?

উঃ সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড (CPCB) হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কোর্ট প্রভৃতি স্থানের সন্নিহিত 100 মিটার অঞ্চলে দিনেরবেলায় শব্দের ন্যূনতম মাত্রা 50 ডেসিবেল নির্ধারিত করেছেন। এই অঞ্চলকে সাইলেন্স জোন বা নিঃশব্দ অঞ্চল বলে।

১৮) গ্রিন বেঞ্চ কী?

উঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য হাইকোর্টে যে বেঞ্চ (বিচারালয়) গঠিত হয়েছে, তাকে গ্রিন বেঞ্চ বলে।

ছোট তারা ★

ডন বসকো স্কুলের প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া শিভান সিং একটু চঞ্চল হলেও পড়াশোনায় মনোযোগী। এছাড়াও নাচ ও সাঁতারের সঙ্গে ছবি আঁকতে ভালোবাসে।

অসময়ে ডেঙ্গি আতঙ্ক পুর এলাকায়

উদ্বিগ্ন পুরনিগম, বিজেপি কাউন্সিলারদের সঙ্গে বৈঠক

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গির প্রকোপ নিয়ে উদ্বিগ্ন পুরনিগম। শীতের শুরুতে অনেকেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হচ্ছেন বলে খবর। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় মঙ্গলবার ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দুই বিজেপি কাউন্সিলারকে নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মানিক দে। তিনি কাউন্সিলারদের সচেতন হওয়ার কথা বলেছেন।

মানিকের বক্তব্য, 'অনেক বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাটে জল জমিয়ে রাখা হয়। এর আগে খালপাড়া এলাকা থেকে বেশ কিছু অভিযোগ পাওয়ার পর আমরা অভিযান চালাই। সেখান থেকে এডিস মশার লার্ভা উদ্ধার করেছি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে দুটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।'

স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়া তথ্য মোতাবেক, চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত পুরনিগম এলাকায় ১৪৯ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের বেশিরভাগ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। অনেকে আবার চিকিৎসাধীন।

অন্য বছরের তুলনায় শহরে এবার আক্রান্তের সংখ্যা কম থাকলেও গত দুই মাসে ডেঙ্গি ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। এটাই পুরনিগমকে চিন্তায় রেখেছে। তাই ডেঙ্গি মোকাবিলায় কোনও ফাঁকফোকর রাখতে চাইছে না পুর কর্তৃপক্ষ। পুরনিগমের তরফে লাগাতার প্রচারাভিযানের পাশাপাশি অতিরিক্ত শ্রমিক ওয়ার্ডগুলিতে কাজে নামানো হচ্ছে। মানিকের কথায়, 'ডেঙ্গি রুখতে ওয়ার্ডগুলিতে নিয়মিত সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে।'

ডেঙ্গি না হলেও শহরের বহু মানুষ অন্য জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন। তিনদিনের বেশি জ্বর থাকলে অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শও নিচ্ছেন। পরামর্শমতো ওষুধ খাচ্ছেন। সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক ৪-৫ দিন ধরে প্রবল জ্বরে ভুগছেন। বুধবার তাঁকে হিলকার্ট রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। জ্বর হলে দ্রুত রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, 'আমরা ডেঙ্গি সচেতনতায় প্রচার বন্ধ করিনি। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা চলবে। তবে অনেকে এখন যে জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন, তা চিকিৎসকরা ভাইরাল ফিভারই বলছেন।'

সংক্রমণ বাড়ছে দুই ওয়ার্ডে

- পুর এলাকায় চলতি বছরে ১৪৯ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন
- কীভাবে ডেঙ্গি সংক্রমণ তা নিয়ে রীতিমতো চিন্তায় পুরনিগম
- পুরনিগমের ৮ নম্বর ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ডেঙ্গির প্রকোপ রয়েছে
- পরীক্ষা না হলেও এই মুহূর্তে শহরে প্রচুর মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছেন
- তিনদিনের বেশি জ্বর থাকায় অনেকে চিকিৎসকের পরামর্শও নিচ্ছেন

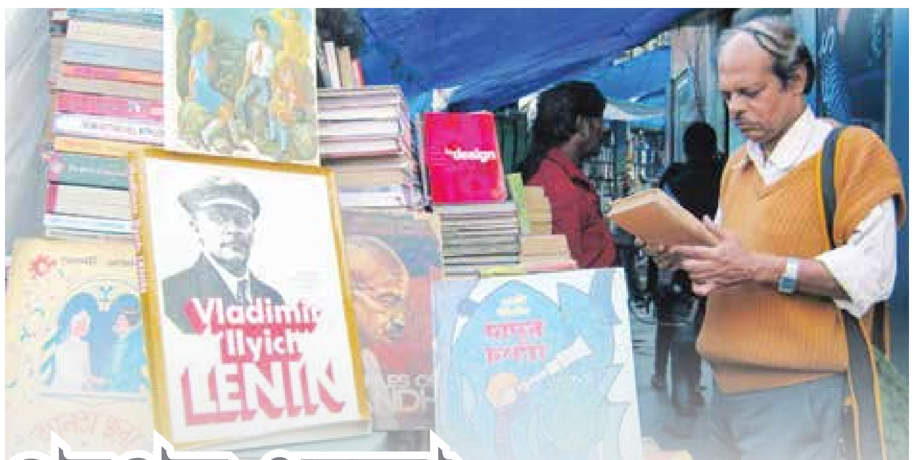

পথের ধুলো জমছে পুরোনো বইয়ে

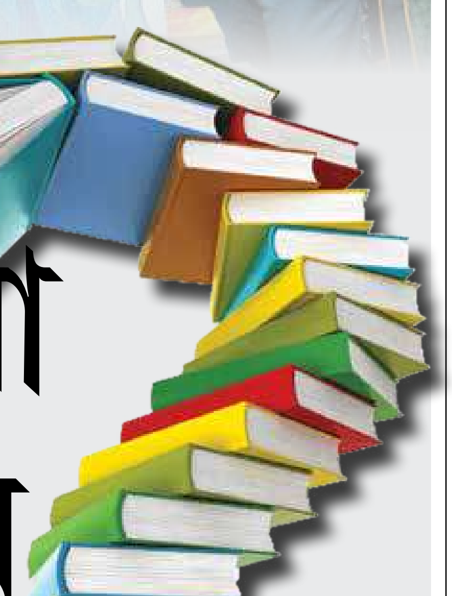

কারও যুক্তি, ইন্টারনেটের সৌজন্যে পিডিএফ ফর্ম্যাটে পুরোনো বই সহজলভ্য। কেউ বলছেন, সময়ের সঙ্গে স্বাদ বদলেছে শহরের পাঠকদের। শিলিগুড়ির পুরোনো বইয়ের দোকানে চাহিদার অভাবে চাকরির প্রস্তুতি বাদে অন্যধরনের বই রাখা বন্ধ করতে হয়েছে ব্যবসায়ীকে। লিখলেন মাম্পি চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের একপাশে থরে থরে বই সাজিয়ে বসে বিক্রেতা। চোখধাঁধানো সংগ্রহ। বিভিন্ন স্বাদের, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা কয়েক বছর থেকে কয়েক দশক পুরোনো বইগুলো সযত্নে রেখেছেন দোকানদার। বইপ্রেমীরা আসেন, পাতা ওলটাতে ওলটাতে হারিয়ে যান শব্দের ভিড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় এভাবেই। সেখানে পুরোনো বইয়ের জনপ্রিয়তা টেক্কা দেয় নতুনকে। অধিকাংশ দোকানে বিক্রিবাটার রমরমা। সেই দৃশ্য শিলিগুড়িতে কোথাও চোখে পড়ে না।

তবে হাতেগোনা যে কয়েকটি পুরোনো বইয়ের দোকান রয়েছে, সেগুলো ধুঁকে ধুঁকে চলছে চাকরিপ্রার্থীদের সৌজন্যে। কোর্ট মোড় সংলগ্ন পোস্ট অফিসের ঠিক উলটোদিকে ফুটপাথ ঘেঁষে পুরোনো বইয়ের দোকান। রাস্তা থেকে সহজে নজরে পড়ে না। ভিড় তো দূরের কথা সারাদিনে হাতেগোনা কয়েকজন আসেন। সবাই যে কেনাকাটা করেন, তাও নয়। আর্থিকভাবে দুর্বল কিছু ছেলেমেয়ে সরকারি চাকরির পরীক্ষা সংক্রান্ত বই কিনতে আসেন।

খোঁজ করতে বেরিয়ে শহরে মাত্র এমন তিনটি পুরোনো বইয়ের দোকান মিলল। ব্যবসায়ীদের কেউই এখানকার আদি বাসিন্দা নন। একজন ছাড়া বাকিরা শুধুমাত্র পরীক্ষা প্রস্তুতির প্রয়োজনীয় বই বিক্রি করেন। তিনজনের মধ্যে একজন মহম্মদ নজরুল। ৩০ বছর ধরে একই জায়গায় দোকান চালাচ্ছেন। কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে বইমেলায় দোকান নিয়ে এসেছিলেন নজরুল। সেসময় শিলিগুড়ি কলেজের সামনে কয়েকটি দোকানে বই, পত্রিকা পাওয়া যেত। নজরুল আর ঘরে ফেরেননি। কোর্ট মোড়ে পুরোনো বইয়ের ব্যবসা শুরু করেন। প্রথম ১৪ বছর পসার বেশ জমজমাট ছিল। তারপর থেকে ধীরে ধীরে ভাটা আসে। নজরুল দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে হিসেব দিচ্ছিলেন, '১৭ বছর আগে অর্থাৎ ২০০৭ সাল নাগাদ রোজ প্রায় ৫,০০০ টাকার বই বিক্রি হত। এখন দিনে ৫০০ টাকাও পেরোয় না। শুধু যাঁদের চাকরির বই দরকার, তাঁরা আসেন।'

৩৫ বছর আগে বর্ধমান থেকে শিলিগুড়িতে আসেন মহম্মদ সাজিদুল। তাঁর দোকানের ঠিকানা, জেলা হাসপাতালের পাশের গলিতে ফুটপাথের ওপর। একসময় গল্পের বই, উপন্যাস ইত্যাদি মিলত। সেসব বিক্রি বহুকাল আগে বন্ধ। ৪ বছর ধরে আর কলেজের বইও রাখেন না। সাজিদুলের গলায় হতাশার সুর, 'স্কুলের বই তো কেউ কেনে না। আগে বছরের শুরুতে নতুন ক্লাসে ভর্তির সময় দিনে ২,০০০ টাকার বিক্রি হত। এখন তো সরকার থেকে প্রায় সবকিছু দিচ্ছে স্কুলে স্কুলে।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার আনোয়ার হোসেন হালদার পুরোনো বই বিক্রি শুরু করেন শিলিগুড়ি হাসপাতাল মোড়ের কাছে। তাঁর সংগ্রহে অবশ্য কিছুটা বৈচিত্র্য রয়েছে। প্রাইমারি স্তর থেকে পিএইচডি স্তর পর্যন্ত বই মেলে এখানে। রয়েছে কিছু উপন্যাস, গল্পের বইও।'

কী কারণে এই হাল? মনে করা হচ্ছে মূলত ইন্টারনেটের সুবিধার জন্য পুরোনো বই কেনার জনপ্রিয়তায় ভাটা। পিডিএফ ফর্ম্যাটে বইগুলো একজনের থেকে আরেকজনের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। যে কেউ চাইলে বিনামূল্যে ডাউনলোডও করে নিতে পারেন। তাছাড়া পুরোনো বই কেনার আরেকটি কারণ ছিল, কম দাম। এখন অনলাইন শপিং সাইটে এমআরপি'র ওপর বিরাট অঙ্কের ছাড় মেলায় নতুন কিনতে খুব বেশি অসুবিধে হচ্ছে না। এছাড়া নতুন প্রজন্মের পছন্দ বদলেছে।

শিলিগুড়ি কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের দুই পড়ুয়া মিমি সরকার এবং প্রিয়াংকা দাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাস্তায়। এব্যাপারে প্রশ্ন করতেই ওঁরা বললেন, 'কলেজের হোক বা গল্পের বই, নতুন কেনাটাই ভালো।'

স্বাদ বদলেছে পুরোনোরও। বছর পঞ্চাশের অনামিকা সেনগুপ্ত পেশায় গৃহশিক্ষিকা। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'যখন আমি স্কুল, কলেজে পড়তাম, তখন সেকেন্ড হ্যান্ড বই কিনেছি বহু। এখন ইন্টারনেটের সৌজন্যে যে কোনও বই সহজলভ্য। দোকানে যাতায়াত করতে হয় না। ঘরে বসেই সব হাতের মুঠোয় পাচ্ছি।'

শহরের আরেক প্রবীণ প্রদীপ দাশগুপ্ত বললেন, 'সরকার প্রতিটি স্কুলে বিনামূল্যে বই দিচ্ছে। তাই আর প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া রেফারেন্স বইগুলোর জন্য আপডেট তথ্য পেতে নতুন কিনতে পছন্দ করছে সবাই।'

শহরে তিন দোকান

- ৩৫ বছর আগে বর্ধমান থেকে শিলিগুড়িতে আসেন মহম্মদ সাজিদুল
- এখন জেলা হাসপাতালের পাশের গলিতে ফুটপাথের ওপর তাঁর দোকান
- কোর্ট মোড়ের নজরুল ৩০ বছর আগে কলকাতা থেকে এসে আর ফেরেননি
- একসময় তাঁর ব্যবসার রমরমা ছিল, এখন চাকরির পরীক্ষা সংক্রান্ত বই বিক্রি হয়
- দক্ষিণ ২৪ পরগনার আনোয়ার হোসেন হালদার পুরোনো বই বিক্রি করেন হাসপাতাল মোড়ে
- তাঁর কাছে প্রাইমারি স্তর থেকে পিএইচডি স্তর পর্যন্ত বই মেলে, রয়েছে কিছু গল্পের বইও

দিনেরবেলায় জ্বলছে পথবাতি

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : দিনদুপুরে পথবাতি জ্বলছে শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে। অথচ হুঁশ নেই কারও। একদিকে যেমন বিদ্যুতের অপচয়, অন্যদিকে, বাড়ছে খরচ। পূর্ত দপ্তরের অ্যাসিন্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তরুণ ওরাওঁ বলেন, 'ওই পথবাতিগুলিতে অটোম্যাটিক টাইমার লাগানো রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে আলো জ্বলবে এবং ভোরে আলো বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ সুইচ অন না করলে দিনের বেলায় আলো জ্বলার কথাই নয়।' তাঁর অনুমান, কেউ বা কারা বাইরে থেকে সুইচ অন করে দিচ্ছে।

চলতি বছর পূর্ত দপ্তরের তরফে শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে পথবাতিগুলো লাগানো হয়। বিদ্যুতের অপচয় রুখতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সকলের চোখের সামনে বাতি জ্বলছে। এ বিষয়ে ডাবগ্রাম-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'আমি বাইরে ছিলাম। এই বিষয়ে কিছুই জানি না।'

জল ভরতে মায়ের সঙ্গে মেতেছে শিশুরাও। বুধবার শিলিগুড়িতে তপন দাসের তোলা ছবি।

চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : চুরির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম পলাশ মণ্ডল। মঙ্গলবার রাতে দুর্গাদাস কলোনির ভাড়াবাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃতের কাছ থেকে চুরি করা ক্যামেরা উদ্ধার হয়েছে।

সদ্যোজাত উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : এক সদ্যোজাত উদ্ধারের ঘটনায় বুধবার বিকেলে চাঞ্চল্য ছড়াল শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাসের লোকনাথ বাজার এলাকায়। স্থানীয় কয়েকজন এলাকার ঝোপের আড়ালে একটি ব্যাগের ভেতর কিছু একটা লক্ষ করেন। এগিয়ে যেতেই ব্যাগটিতে একটি সদ্যোজাতকে দেখতে পান। ঘটনায় খবরে ভিড় জমতে শুরু করে সেখানে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। এরপর পুলিশ সদ্যোজাতকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানেই সদ্যোজাতর চিকিৎসা চলছে।

ফের স্কুলবাসের ধাক্কায় মৃত্যু

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : ফের দ্রুতগতির স্কুলবাসের ধাক্কায় মৃত্যুর ঘটনা শহর শিলিগুড়িতে। এবার প্রাণ হারালেন এক তরুণ রাজু রাজবীর (৩৪)। পেশায় রংমিস্ত্রি ওই তরুণ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে কাজ শেষে মাল্লাগুড়ির টি অকশন রোডে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। ঠিক সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি স্কুলবাস সামনে থেকে রাজুকে ধাক্কা মারে, এমনটাই দাবি তাঁর দাদা মিথিলেশ রাজবীরের।

মিথিলেশ জানান, স্কুলবাসটি ধাক্কা মারার ফলে গুরুতরভাবে জখম হন রাজু। তারপর তাঁকে প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এবং পরে শহরের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষমেশ বুধবার সকালে ভাইয়ের মৃত্যু হয়। রাজুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। রাজুর বাবা ভুবনেশ্বর রাজবীর বলেন, 'ছেলে রংমিস্ত্রির কাজ করত। বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা চলছিল। এরই মাঝে এমন ঘটনা!'

স্থানীয়দের থেকে জানা গিয়েছে, রাজুকে ধাক্কা মারার পর স্কুলবাসের চালক তাঁকে বাসে তুলে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাসে তখন কয়েকজন পড়ুয়া ছিল। এরপর চালক বাস নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ বাসটি উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করলেও চালকের খোঁজ পায়নি।

চালক পলাতক

- মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ বাড়ি ফিরছিলেন এক তরুণ
- সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি স্কুলবাস সামনে থেকে ধাক্কা মারে
- প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল, পরে একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়
- শেষমেশ ওই তরুণের মৃত্যু হয় বুধবার সকালে, চালক পলাতক
- স্কুলবাসের ধাক্কায় কয়েক মাসের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে ফের স্কুলবাসের দ্রুতগতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একাধিকবার স্কুলগুলোর সঙ্গে এ ব্যাপারে বৈঠক করা হলেও আদতে যে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, সেটা বুঝতে পারছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। তিনি বলেন, 'যতগুলো ঘটনা ঘটেছে, সবক্ষেত্রেই আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এক্ষেত্রেও বাসটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চালক পলাতক।' চালককে দ্রুত পাকড়াও করা হবে বলে প্রধাননগর থানার তরফে জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়িতে স্কুলবাসের দ্রুতগতি সাধারণ মানুষের পাশাপাশি প্রশাসনেরও মাথাব্যথার কারণ। কয়েকমাস আগে হাসমি চক সংলগ্ন কাছারি রোডে যাওয়ার রাস্তায় একটি স্কুলবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাথে উঠে গিয়েছিল। এর জেরে এক মহিলার মৃত্যু হয়। ওই ঘটনার পর শহরে হইচই পড়েছিল। স্কুল কমিটিগুলোর সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেন পুলিশকর্তারা। তারপরেও পরিস্থিতি খুব একটা বদলায়নি। হাসমি চকের ওই ঘটনার দু'মাসের মধ্যে স্টেশন ফিডার রোডে দ্রুতগতির স্কুলবাসের ধাক্কায় প্রাণ হারান এক মহিলা। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল রাজুর নাম।

ঘটনায় স্কুলবাসে যাতায়াত করা পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিভাবকদের অনেকেই বলছেন, বাসগুলো এভাবে চললে পড়ুয়াদের বাসে তুলে দেওয়ার পর চিন্তায় থাকতে হচ্ছে। আদৌ এই পরিস্থিতির বদল ঘটবে? জানে না কেউ।

জোড়াপানি নদী ঘেঁষে নির্মাণ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ উঠল পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর-বৌবাজার এলাকায়। অভিযোগ, সেখানে জোড়াপানি নদী ঘেঁষে নির্মাণ হচ্ছে দোতলা ভবন। অভিযোগের তির স্থানীয় ব্যবসায়ী বাচ্চু ঘোষের দিকে। নির্মাণ যে অবৈধ, সেকথা নিজেও মেনে নিয়েছেন বাচ্চু। তাঁর বক্তব্য, 'পুরনিগম থেকে প্ল্যান পাশ করানো নেই। আসলে অল্প জায়গা আমার, তেমন বড় কোনও নির্মাণ হচ্ছে না। বিষয়টি ওয়ার্ড কাউন্সিলার সহ আশপাশের অনেককেই জানিয়েছি।' যদিও কাউন্সিলার অনুমতি দিয়েছেন কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারেননি। এবিষয়ে জানতে ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মাকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

কালো পলিথিন ঢেকে অবৈধ নির্মাণ চলছে। - সংবাদচিত্র

বুধবার বৌবাজারে গিয়ে দেখা গেল, বাজার এলাকার পাশ দিয়েই বইছে নদী। নদী ঘেঁষে নির্মাণ হচ্ছে দোতলা ভবন। ইতিমধ্যে ছাদ নির্মাণ হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'নির্মাণ হচ্ছে সেটা তো দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু এজন্য কীসের বোঝাপড়া হয়েছে, সেটা আমাদের অজানা।'

এ বিষয়ে বাজার কমিটির সম্পাদক নীহাররঞ্জন দাস বলছেন, 'আমাদের কিছু জানানো হয়নি। তাছাড়া বিষয়টি বাজার কমিটির এক্তিয়ারের মধ্যেও পড়ে না। বিষয়টি পুরনিগমের দেখার কথা।' গত এক বছরে শহরে অবৈধ নির্মাণ রুখতে বহুবার পদক্ষেপ করেছে পুরনিগম। এক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেটাই দেখার।

রাজ্যের মুখাপেক্ষী উত্তরের মুখপাত্ররা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : দল ও সরকারের কথা বলতে তৈরি হচ্ছেন শাসকদল তৃণমূলের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখপাত্ররা। নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখেই প্রকাশ্যে মুখ খুলবেন তাঁরা। বিভিন্ন ইস্যুতে বা কোনও ঘটনা উত্তরবঙ্গের আট জেলায় ঘটলে তা নিয়ে তাঁরাই কথা বলবেন, দলের অন্য কেউ নয়।

মুখ খোলার আগে ইস্যু বা ঘটনা নিয়ে বলার আগে কলকাতায় দলের রাজ্যস্তরের সঙ্গে কথা বলে নেওয়াটা বাধ্যতামূলক। রাজ্যস্তরে দলের এই সংক্রান্ত কো-অর্ডিনেটরের সঙ্গে কিছু বলার আগে তাঁদের যোগাযোগ করতে হবে। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও প্রকাশ চিক বরাইক এই তিনজনকে সদ্য দলের মুখপাত্রের দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুখপাত্রদের সমন্বয় করে চলাটাই দস্তুর বলে বুধবার মেনে নিয়েছেন গৌতমবাবু ও উদয়নরা। গৌতম এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানান, খুব শীঘ্রই তাঁরা এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বসবেন। কে কখন বলবেন বা কী কী বিষয়ে বলবেন, সেই দায়িত্ব তাঁরা নিজেদের মধ্যে বসে ঠিক করে নেবেন। যা কিছু বলবেন তাঁরা, তা আগাম নিজেদের মধ্যে কথা বলেই। দলের ওপর তলার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন তাঁরা।

উদয়ন এদিন বিধানসভার লবিতে জানান, দলের লাইনের বাইরে তো মুখ খোলা যাবে না। কলকাতায় দলের রাজ্যস্তরের সঙ্গে কথা বলে বলবেন তাঁরা। তিনজনের মধ্যে 'কো-অর্ডিনেশন' রাখতে আগাম নিজেদের মধ্যে বসে নেবেন তাঁরা। এতে ভুল বোঝাবুঝিরই অবকাশ থাকে না।

গৌতম দেব জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের আট জেলার মধ্যে মোটামুটি কোথায় কার দায়িত্ব হবে সেটা নিজেদের মধ্যে কথা বলেই ঠিক করে নেবেন তাঁরা। সম্ভবত পাহাড় ও সংলগ্ন সমতলের বিষয়গুলি তিনিই দেখবেন।

কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির কিছু অংশের দায়িত্ব সম্ভবত থাকতে পারে উদয়নের। প্রকাশের দায়িত্ব মূলত চা-বাগান ও আদিবাসী সম্প্রদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব থাকার সম্ভাবনা। তবে সবটাই আলোচনাসাপেক্ষ।

নেত্রীর কড়া ফতোয়া, দলের লাইনের বাইরে গিয়ে কিছু বলা যাবে না। এই নিয়ে বিতর্ক ও ভুল বোঝাবুঝি থেকে দূরে থাকতেই সবাইকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন তিনি। দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতেই নেত্রী এই উদ্যোগ নিয়েছেন। মুখপাত্রদের দায়িত্বের জায়গাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। তাঁরা তিনজন নিজেদের মধ্যে বসে কী ঠিক করলেন, তা রিপোর্ট আকারে দলের রাজ্যস্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

নেত্রীর নির্দেশ

- দলের লাইনের বাইরে গিয়ে কিছু বলা যাবে না
- এই নিয়ে বিতর্ক ও ভুল বোঝাবুঝি থেকে দূরে থাকতেই সবাইকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন তিনি
- দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতেই এই উদ্যোগ

অবশেষে খুলছে মঙ্গনের রাস্তা

পর্যটনে জোয়ারের আশা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে আগামী রবিবার থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে উত্তর সিকিমের মঙ্গন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল উত্তর সিকিমের এই রাস্তা। সম্প্রতি সেই রাস্তা সংস্কার হয়েছে। বুধবার সিকিমের পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাস্তাটি খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

ভারী বর্ষণের জেরে উত্তর সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় ছোট-বড় ধস নামে। তার মধ্যেই একটি মঙ্গন জেলা। সেসময় এখানকার বেশ কয়েকটি সেতু মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই কারণে চলতিবছর শুরুর দিকে এই রাস্তা বন্ধ করে মেরামত শুরু হয়েছিল। সম্প্রতি রাস্তা এবং সেতু সংস্কার সমাপ্ত হয়েছে। এমনকি কাজ শেষ হওয়ার পর রাস্তা ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে কি না, তা পরীক্ষাও হয়ে গিয়েছে। তারপরেই ওই পথে দফায় দফায় যানবাহন চলাচলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দীর্ঘদিন ধরে পর্যটকরা মঙ্গনে যেতে পারেননি। এর ফলে সেখানকার পর্যটন ব্যবসায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। সেই কারণে যুদ্ধাকালীন তৎপরতায় মঙ্গনের রাস্তা ও সেতুর মেরামত হয়েছে। রাস্তা খুলে যাওয়ায় ব্যবসায় ফের জোয়ার আসবে বলে মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেছেন, 'মঙ্গনের রাস্তা খুলে যাচ্ছে। বড়দিনের আগে এটা একটা বড় খবর।' তারপর তিনি বলেন, 'তবে লাচুং, লাচেন খোলার কথা কিন্তু বলা হয়নি। মঙ্গনের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছিল। ক্ষতি হচ্ছিল সিকিমের ট্যুর অপারেটরদেরও।' সেই ক্ষতি এবার অনেকটাই এড়ানো যাবে বলে মনে করছেন তিনি।

রাস্তাটি খুলে যাওয়ার বিষয়টি পর্যটন অর্থনীতির পক্ষে ভালো বলে মনে করছেন ইস্টার্ন হিমালয়ান ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'গতবছর ৪ অক্টোবর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর বারংবার মঙ্গনের রাস্তা বন্ধ হয়েছে। তবে এবার সম্পূর্ণভাবে রাস্তাটি খুলে যাচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, 'বহু পর্যটক দার্জিলিং-সিকিম প্যাকেজ ট্যুরে ঘুরতে আসেন। ওই রাস্তা বন্ধ থাকায় তাঁরা শুধুমাত্র দার্জিলিং ঘুরতে আসছিলেন না। কাশ্মীর কিংবা হিমাচলপ্রদেশে চলে যাচ্ছিলেন।' দেবাশিস জানান, এই রাস্তা বন্ধ থাকায় ডোমেস্টিক ট্যুর অপারেটররা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন। এবার মঙ্গনের রাস্তা খুলে যাওয়ায় এই সমস্যা মিটে যাবে। পর্যটক এবং ট্যুর অপারেটর, উভয়ের জন্যেই এটা সুসংবাদ বলে মনে করছেন তিনি।

অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের কনভেনার রাজ বসু মন্তব্য করেছেন, 'এটা আমাদের কাছে খুব ভালো একটা খবর। তবে সিকিম সরকারের কাছে আমাদের প্রস্তাব, রাস্তা খুলে যাওয়ার খবরটি পর্যটকদের মধ্যে প্রচারের জন্য অবিলম্বে সেখানে একটা উইন্টার ফেস্টিভাল করা হোক।'

সুসংবাদ

- চলতিবছর শুরুর দিকে মঙ্গনের রাস্তা বন্ধ করে মেরামত শুরু হয়
- সম্প্রতি রাস্তা এবং সেতু সংস্কার সমাপ্ত হয়েছে
- বুধবার সিকিমের পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন
- সেখানেই মঙ্গনের রাস্তা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে
- পর্যটক এবং ট্যুর অপারটের উভয়ের জন্যেই এটি সুসংবাদ

কর্মব্যস্ততার জলছবি... বুধবার কোচবিহার তোর্ষা নদীর পাড়ে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

টোটোপাড়ায় দুই পর্যটন সার্কিট

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ নভেম্বর : পর্যটকদের কাছে টোটোপাড়া নতুন নাম নয়। তবে টোটোপাড়ার আকর্ষণ বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। সেক্ষেত্রে টোটোপাড়াকে ঘিরে নতুন পর্যটন সার্কিট চালু করা থেকে শুরু করে, গাইড নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার প্রথা চালুর মতো অনেক কিছুই বিবেচনায় রয়েছে।

বক্সা পাহাড়ে যেতে হলে যেভাবে পর্যটকদের গাইড নিয়েই যেতে হয়, সেভাবেই টোটোপাড়ায় ঘুরতে গেলেও নিতে হবে গাইড। টোটোপাড়ায় পর্যটন নিয়ে কাজ করে এমন একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের কাছে। আগামী ২৯ এবং ৩০ নভেম্বর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ওই সংগঠন সহ আরও কয়েকটি সংগঠন মিলে টুং টুং কামু উৎসবের আয়োজন করবে। সেই উৎসবের মাঝেই আলিপুরদুয়ারে জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গাকে পর্যটননির্ভর করতে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

যাঁর মধ্যে অন্যতম হল এই গাইড ব্যবস্থা চালু করা। এছাড়াও টোটোপাড়ায় দুটো পর্যটন সার্কিট চালু করা হচ্ছে। নেচার ট্রেইল এবং কালচারাল ট্রেইল নামে দুটো সার্কিট ঘুরে দেখতে পারবেন পর্যটকরা।

এতদিন টোটোপাড়ায় কোনও গাইড ছিল না। পর্যটকরা নিজের মতো করে ঘুরতে যেতেন। গাইড থাকলে স্বভাবতই এলাকার ইতিহাস, সংস্কৃতি আরও ভালো করে বুঝতে পারবেন পর্যটকরা।

টুং টুং কামু উৎসবের অন্যতম উদ্যোক্তা অরুণাভ দামের কথায়, 'প্রায় ১৫ জন গাইডকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাঁদের মধ্যে ছেলে ও মেয়ে সবাই রয়েছেন।' একেকজন গাইড ছয়জন পর্যটককে ঘুরতে নিয়ে যাবেন।

নেচার ট্রেইল বলে যে পর্যটন সার্কিট চালু করা হচ্ছে, তাতে ঘুরতে নিয়ে যাওয়া হবে টোটোপাড়া সংলগ্ন জঙ্গলে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের আওতায় থাকা জারিত ও দয়ামারা নামে ওই দুই জঙ্গলে বিভিন্ন ওষধি গাছ রয়েছে। টোটো জনজাতির বাসিন্দারা কীভাবে সেই গাছগুলো ব্যবহার করেন সেটা জানানো হবে। এছাড়াও জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে।

আর কালচারাল ট্রেইলে তুলে ধরা হবে টোটো জাতির দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। আদিম টোটো বাসিন্দাদের ঘর কীরকম ছিল, তাঁদের খাওয়াদাওয়া কীরকম হয়, পোশাক কীরকম, চাষবাস কীভাবে করেন তাঁরা, সেসব তুলে ধরা হবে। পর্যটকরা টোটো জনজাতির বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলতে পারবেন।

টোটো কল্যাণ সমিতির সম্পাদক বকুল টোটোর কথায়, 'এটা সত্যিই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে তো ভালোই হয়।'

ট্রেকিংয়ে তরুণ-তরুণীরা। - ফাইল চিত্র

নিষিদ্ধ করার আর্জি

প্রথম পাতার পর

হাত জায়গাও দেওয়া হবে না। ইসকনকে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে নিষিদ্ধ করতে হবে।' বাংলাদেশের এই মনোভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এপারেও। তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় কেন্দ্রের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বুধবার বিজেপির মিছিল কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তরে গিয়ে প্রতিবাদ জানায়। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে আইএস, তালিবানের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।' সোমবার থেকে পেট্রাপোল সীমান্তে অবরোধ করে বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তিনি।

বিএনপি অবশ্য ইসকন সন্ন্যাসীর গ্রেপ্তারি এবং বাংলাদেশে অরাজক পরিস্থিতির জন্য ইউনূস সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছে। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির বলেন, '৫ অগাস্টের বিপ্লবের তিন মাস কাটতে না কাটতে আসল চেহারা বেরিয়ে আসছে। এই চেহারা নিয়ে সাফল্য অর্জন করা যায় না। নিজেদের ঘরে বিভেদ থেকে গেলে সেই সাফল্য আসবে না। যাঁরা দেশকে বিভাজনের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তাঁরা আমাদের শত্রু না মিত্র, সেটা বুঝতে হবে।'

মনে করা হচ্ছে, এই পরিস্থিতি দেখে বিএনপির শীর্ষ নেত্রী খালেদা জিয়া ইতিমধ্যে আমেরিকা যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। বুধবার তিনি ভিসার আর্জি নিয়ে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন মন্তব্য করেছেন, ইসকনকে নিষিদ্ধ করার যুক্তি খাড়া করতে আইনজীবী সাইফুলকে খুন করা হয়েছে। গুজব ছড়িয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে জনগণের সমর্থন আদায় করা হয়েছে।

এই প্রয়াসের বিরোধিতায় কলকাতায় বৃহস্পতিবার বঙ্গীয় সনাতন হিন্দু সমাজ জমায়েতের ডাক দিয়েছে। তারপর ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে কলকাতায় মহাসমাবেশের আয়োজন হবে বলে শুভেন্দু জানিয়েছেন। তিনি ভারতে বাংলাদেশিদের আসা পুরোপুরি বন্ধ করার দাবি তুলেছেন। তিনি বলেন, 'মেডিকেল ভিসাও বাতিল করতে হবে। ওঁরা চিকিৎসা করাতে লাহোর, করাচি যান। এখানে আসবেন না।'

বাংলাদেশে ইতিমধ্যে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি মুছে ফেলার আর্জিতে একটি মামলা আদালত গ্রহণ করেছে। ইসকনকে ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন আখ্যা দিয়ে সেই লক্ষ্যে ঢাকা একধাপ এগোল বলে মনে করা হচ্ছে। ঢাকা হাইকোর্টের দুই বিচারপতি ফারাহ মেহবুব এবং দেবাশিস রায়চৌধুরী ইসকন সম্পর্কে খোঁজখবর নেন অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে। এরপর ইসকন সম্পর্কে সরকারের অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে। বৃহস্পতিবার ফের শুনানি আছে। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত ২৪ জনকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে বাংলাদেশে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় জানিয়েছে, ভিডিও ফুটেজ দেখে ইতিমধ্যে আটক ৬ জনকে শনাক্তও করা হয়েছে।

ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু তরুণের

কিশনগঞ্জ, ২৭ নভেম্বর : কিশনগঞ্জ শহরে বাসস্ট্যান্ডের কাছে রেলের উড়ালপুলের নীচে বুধবার সকালে ট্রেনে কাটা পড়ে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে খবর, মালদা-শিলিগুড়িগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কাটা পড়ে ওই তরুণের মৃত্যু হয়। এও জানা যাচ্ছে, লোহারপট্টির বাসিন্দা ওই মৃত তরুণ মহম্মদ জামালউদ্দিন (২৫) মাদকাসক্ত ছিলেন। রেল পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়। লোহারপট্টিতে এখন শোকের ছায়া।

জীবন্ত দগ্ধ খুদে

প্রথম পাতার পর

আগুন নেভানোর কাজে হাত দেন। দুপুরের ঘটনা হওয়ায় সেই সময় প্রায় সকলেই বাগানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই আগুন লাগার বিষয়টি কেউ খেয়াল করেননি। পরে আমরা গিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত দিই। কীভাবে আগুন লাগল, তা জানি না।' ঘটনার সময় বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশের একটি দল সংলগ্ন গ্রামে তদন্তের কাজ সেরে ফেরার পথে বিষয়টি লক্ষ করে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুই বিঘা জমির ধানের খড় কয়েকদিন থেকে মজুত করা ছিল সেখানেই। সেই খড়ের গাদায় খেলতে যায় গোডউইন এবং আরমান। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, খেলার ছলে আগুন লাগিয়ে দেয় গোডউইন নিজেই। সেই আগুনেই ভস্মীভূত হয়ে যায় ৪ বছরের খুদে। স্থানীয়রা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে গোডউইনের বাবা ফিরোজ নাগ এবং মা সুচিত্রা লাকড়া বাড়িতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন। গ্রামের শতাধিক মানুষ বাড়ির সামনে ভিড় করেন। একমাত্র সন্তানের মা সুচিত্রা বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন। বারেবারে তিনি বলে উঠছিলেন, 'আমার ছেলে আগুন জ্বালাতে পারত না। গরম চা, গরম জল পান করতে ভয় পেত। ওর সঙ্গেই এমন হল!'

নথি পাচারে গ্রেপ্তার

প্রথম পাতার পর

সেনাবাহিনী সূত্রে খবর, ডিআরডিও'র প্রচুর নথি এবং ক্যালিফোর্নিয়াম নামক রেডিওঅ্যাক্টিভ পদার্থ ভর্তি কনটেনার পাওয়া গিয়েছে ফ্রান্সিসের কাছে। কী এই ক্যালিফোর্নিয়াম? সেনাকর্তারা বলছেন, 'গবেষণাগারে কিউরিয়াম এবং আলফার মিশ্রণে ল্যাবরেটরিতে ক্যালিফোর্নিয়াম তৈরি করা হয়। এটা মানুষের দ্বারা তৈরি একটি সিন্থেটিক পদার্থ। আন্তর্জাতিক বাজারে যার এক গ্রামের দাম কয়েক কোটি টাকা। ভারতে সাধারণ মানুষের এই রেডিওঅ্যাক্টিভ ব্যবহার নিষিদ্ধ। মূলত নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে এগুলি ব্যবহৃত হয়।' ক্যালিফোর্নিয়ামের আন্তর্জাতিক পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে। কয়েকমাস আগে বিহারের গোপালগঞ্জ থানার পুলিশ ক্যালিফোর্নিয়াম সহ যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই একটি আন্তর্জাতিক চক্রের হদিস পায়। বেলগাছিতে ধৃত ফ্রান্সিসও সেই চক্রের সঙ্গে যুক্ত কি না সেটা সেনা এবং পুলিশ খতিয়ে দেখছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের অধীনস্থ ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন দেশের সুরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণামূলক কাজকর্ম করে। দেশের নামীদামি বিজ্ঞানীরা এখানে দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে বিভিন্ন গবেষণা করেন। সেই সমস্ত গবেষণাপত্র পাচারের অভিযোগ রয়েছে ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে। সেই নথি কীভাবে তাঁর হাতে এল, সেই চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়। তবে, গবেষণাপত্রগুলি আসল না নকল তা এখনই নিশ্চিত করে বলতে পারছে না সেনা। পুরোটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কর্প।

বৃদ্ধা মাকে মারধর দুই ছেলের

ময়নাগুড়ি, ২৭ নভেম্বর : জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ৭০ বছর বয়সি মাকে গাছের ডাল দিয়ে পেটাল দুই ছেলে। ঘটনাটি বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার পঞ্চায়েতের ভাঙ্গারহাটে ঘটেছে। অন্য দুই ছেলে খবর পেয়ে বাড়িতে আসেন। রক্তাক্ত অবস্থায় মাকে চূড়াভাণ্ডার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। বৃদ্ধা ডান হাতের দুই জায়গায় আঘাত পেয়েছেন। চিকিৎসার পর এদিন বিকেলে আক্রান্ত বৃদ্ধা ফাল্গুনী রায় (৭০) ময়নাগুড়ি থানায় দুই ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

চূড়াভাণ্ডার ভাঙ্গারহাটের বাসিন্দা বৃদ্ধা ফাল্গুনী রায়ের চার ছেলে। স্বামী হরিশ্চন্দ্র রায়ের মৃত্যু হয়েছে ২০০৭ সালে। তার কিছুদিন পর ওই বৃদ্ধা স্বামীর সম্পত্তি তাঁর চার ছেলের মধ্যে সমান চার ভাগে ভাগ করে দেন। এদিকে, ওই বৃদ্ধা তাঁর বাবার থেকে এক বিঘা জমি পেয়েছেন। সেটাও তাঁর বসতবাড়ি সংলগ্ন। সেই জমিটুকুতেই তিনি চাষাবাদ করে দিনযাপন করছেন। বৃদ্ধার অভিযোগ, সেই জমিটুকু হাতিয়ে নিতেই দুই ছেলে দেবেশ্বর এবং বদন বেশ কিছুদিন ধরে মাকে উৎপীড়ন করছে।

এদিন দুপুর নাগাদ বৃদ্ধা নিজের জমিতে কাজ করতে যান। সেই সময় ওই দুই ছেলে তাঁকে গাছের ডাল দিয়ে মারধর করে এবং মাকে টানাহ্যাঁচড়া করে পরনের কাপড় পর্যন্ত ছিঁড়ে দেয় বলে অভিযোগ। বৃদ্ধার চিৎকারে পাশের জমিতে কাজ করা অন্য দুই ছেলে সহ প্রতিবেশীরা জড়ো হন। সবাইকে দেখে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়।

অভিযুক্ত দুই ছেলে তাঁকে খাবার দিতেন না এবং অসুস্থ হলে কোনও চিকিৎসা করাতেন না বলে অভিযোগ করেছেন ওই বৃদ্ধা মা। তাঁর কথায়, 'চার ছেলের বাবার সম্পত্তি আমি সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছি আগেই। আমার বাবার বাড়ি থেকে পাওয়া জমিটুকু হাতিয়ে নেওয়ার জন্য দেবেশ্বর ও বদন উঠেপড়ে লেগেছে। ওরা আমাকে খাবারটুকুও পর্যন্ত দেয় না। অসুস্থ হলে খোঁজখবর নেওয়া তো দূরঅস্ত। ওষুধপত্রও দেয় না। তাই প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছি।'

প্রয়াত অফিসার

নিউজ ব্যুরো

২৭ নভেম্বর : একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রয়াত হলেন নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার (এনএফ) রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি অফিসার শুভেন্দুকুমার চৌধুরী। এই আকস্মিক মৃত্যুতে রেলমন্ত্রক তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানিয়ে সবরকমভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে। রবিবার অরুণাচলপ্রদেশের পরশুরাম কুন্দ এলাকা পরিদর্শনের সময় হঠাৎ তীব্র জলস্রোতে তিনি ভেসে যান। বুধবার ঘটনাস্থল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। শোকপ্রকাশ করেছে রেল।

মনীষীদের মূর্তি

প্রথম পাতার পর

সম্প্রতি পার্কে ঢুকে দেখা গেল, এককোনায় একটি গুদামঘরে পড়ে রয়েছে একাধিক মূর্তি। ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়েছে তাতে। কেউ যে আর মূর্তিগুলির খোঁজ রাখে না, তা চেহারা দেখলেই সহজে অনুমেয়। এদিকে, মূর্তি সরিয়ে নেওয়ার পর এখনও পার্কে ফাঁকা পড়ে রয়েছে বেদিগুলি। মেয়র এদিন ঢোঁক গেলার চেষ্টা করলেও পার্কে মূর্তি ফের বসানোর কাজ নজরে আসেনি। মূর্তি কমিটির সদস্যর সঙ্গে মেয়রের বক্তব্যের ফারাকও যথেষ্ট সন্দেহজনক।

কিছুদিন আগে বাঘা যতীনের মূর্তি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদে লেখিলেখি হতেই হইচই হয়েছিল শহরে। পাতিকলোনিতে মনীষীদের মূর্তিতে হামলা নিয়েও দু-একদিন চর্চা-সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু সূর্য সেন পার্কের মনীষীদের মূর্তির কথা যেন বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল সকলে। শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কটাক্ষ, 'এই পুরনিগম আসলে কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারে না।' তবে মূর্তিগুলিকে পুনরায় পার্কে বসানোর সিদ্ধান্ত হলে, তাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন তিনি।

বরাদ্দ বাড়ল স্কুলের মিলে

প্রথম পাতার পর

এদিনের নির্দেশিকা জেলা স্তরে পৌঁছালে দ্রুত বরাদ্দ ব্লক ও পুরসভা স্তরে পাঠানো হবে বলে জেলা মিড-ডে মিল বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই স্কুলগুলোতে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের অগ্রিম বরাদ্দ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি জেলার তরফে। এদিনের বৃদ্ধির পর অতিরিক্ত অর্থ আগামী মাসের মাঝামাঝি নাগাদ স্কুলের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হবে। শিক্ষকদের একাংশের মতে, চলতি বাজারদরের কারণে মিড-ডে মিল পরিচালনা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এদিনের বৃদ্ধির ফলে সামান্য হলেও সুবিধা হবে।

ভাবা উচিত ডাক্তারদের

প্রথম পাতার পর

দু'দিন আগে যে ভগবান তাঁদের আশার আলো দেখিয়েছিলেন, তিনিই কিনা এতটা বদলে গেলেন!

হঠাৎ এই ঘটনাটি উল্লেখের প্রেক্ষাপট কী? আসলে নার্সিংহোম, ডাক্তার, বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে মানুষের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বেশি বিল, অযথা বেশিদিন নার্সিংহোমে আটকে রাখা, নানা অজুহাত দিয়ে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রত্যাখ্যান, বেশিদিন সিসিইউতে রেখে বিল বাড়ানো, অযথা নানা শারীরিক পরীক্ষা করানো ইত্যাদি অভিযোগ প্রায়ই ওঠে।

আরজি কর মেডিকেলের ঘটনার পর প্রায় এক মাস গোটা রাজ্যের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের বড় শহরগুলিরতে একের পর এক রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক আন্দোলন আছড়ে পড়েছিল। সাধারণ মানুষ মোমবাতি হাতে প্রতিবাদ করেছেন কখনও গান গেয়ে, কখনও কবিতা পাঠ করে। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদের পাশাপাশি ডাক্তারদের ভগবানতুল্য বলে সম্মান জানিয়েছেন। যাতে ডাক্তার, নার্সিংহোমের উপর মানুষের ক্ষোভ, বিদ্বেষ কিছুটা হলেও ফিকে হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু যিনি বা যাঁদের বিরুদ্ধে হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে মানুষ হেঁটেছিলেন, সেই ডাক্তারবাবুরা কি আদৌ মানবদরদি ভূমিকা পালন করেন- সেই প্রশ্ন আবার উঠতে শুরু করেছে বলেই প্রসঙ্গটির অবতারণা। শিলিগুড়ির এক গুরুতর অসুস্থ রোগিণীকে চিকিৎসকের পরামর্শে হিলকার্ট রোডের একটি নার্সিংহোমে ছোট্ট একটি অস্ত্রোপচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিছুদিন আগে। রোগীকে দেখে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ তাঁর আত্মীয়র হাতে চিকিৎসার বাজেট দিয়ে রোগীকে আইসিইউতে ভর্তি করে।

অথচ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ডাক্তারবাবু এসে জানিয়ে দেন, এই ধরনের রোগীর অস্ত্রোপচার করা সম্ভব নয়। তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানেই নিয়ে যেতে বলেন। ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো আগের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার সময় নার্সিংহোমেটি রোগীর ঘণ্টা দুয়েক আইসিইউতে থাকার জন্য ১২ হাজার টাকা দাবি করে। মাথায় বাজ পড়ে রোগীর পরিজনের। দুই ঘণ্টার জন্য ১২ হাজার! তাও কোনও চিকিৎসা না করে! অনেক কাকুতিমিনতির পর সাড়ে ১০ হাজার টাকায় রফা হয়।

তারপর রোগীকে ছাড়ে নার্সিংহোমটি। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর কোনও চিকিৎসা না করেই আইসিইউ ভাড়া বাবদ এত টাকা নেওয়ার পর সেই ডাক্তার বা নার্সিংহোমকে কি মানবিক বলা যাবে? এগুলি উদাহরণ মাত্র। একজন রোগী নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার পর কী ওষুধ দেওয়া হল, কতবার ডাক্তারবাবু ভিজিট করলেন ইত্যাদি তো জানতে পারেন না রোগীর আত্মীয়রা। তাই বিলে যত টাকা লেখা থাকে, মুখ বুজে তা দিতে বাধ্য হয় রোগীর পরিবার।

ফলে যে ডাক্তারবাবুদের বিভিন্ন শহরে মাস দেড়েক আগেও বিভিন্ন মিছিলে হাঁটতে দেখা গিয়েছিল, তাঁরা কতটা মানবিক, সেটা বোধহয় জিজ্ঞাসা করার সময় এসেছে। আরজি করের ঘটনা অতি অবশ্য নিন্দনীয়। এই ঘটনার বিচার হবে বলে আশায় আছে সাধারণ মানুষ। কিন্তু ডাক্তারবাবুরা যেভাবে নিজেদের নিরাপত্তা, সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর নিয়ে সরব হয়েছিলেন, সেভাবে তাঁদের হাতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কতটা, সেটাও ভাবার সময় এসেছে।

'ভগবান' মনে করে সাধারণ মানুষ যাঁদের পায়ে মাথা ঠোকেন, তাঁদের কি সেই মানুষের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই? নাকি শুধুই অর্থ রোজগার, সম্পত্তি দ্বিগুণ-তিনগুণ করার উদগ্র বাসনায় এভাবেই অবহেলার শিকার হবেন রোগীরা? মানবিক ডাক্তার কেউ নেই, তা বলব না। বরং অনেকে আছেন। কিন্তু তাঁরা নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের চোখরাঙানিতে অনেক সময় মাথা নত করে রাখতে বাধ্য হন। সব মিলিয়ে পাশ করার পর নেওয়া মানবসেবার শপথ ভুলে যান অনেক ডাক্তারবাবুই।

আসরে অসংলগ্ন অকথ্য গালাগাল শুনে বন্ধ সানাই

নেশাসক্ত পাত্র, মণ্ডপেই বিয়ে ভাঙলেন পাত্রী

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ২৭ নভেম্বর : অভব্য! আশ্চর্যও। বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন পাত্র। নিয়মও পালন করা হচ্ছে রীতি মেনে। অথচ পাত্রের কথায় অসংলগ্নতা স্পষ্ট। পাত্রীর বাবাকে লক্ষ্য করে চলছে চূড়ান্ত গালিগালাজ। ছাড় পাননি খোদ পাত্রীও। কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, ড্রাগের নেশায় বুঁদ গুণধর। এক নিমেষে সানাইয়ের সুর পালটে গেল বিষাদে। নিজেই নিজের বিয়ে বন্ধ করে দিলেন পাত্রী। শুধু তাই নয়, পাত্রকে তুলে দিলেন পুলিশের হাতে। সম্প্রতি এমনই আশ্চর্য ঘটনার সাক্ষী থাকল কালিয়াগঞ্জ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিষিদ্ধ ড্রাগের নেশায় ছেয়ে গিয়েছে কালিয়াগঞ্জ। শহর ও গ্রামের তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। এর থেকে মুক্তির কোনও ব্যবস্থাও নিচ্ছে না প্রশাসন। তবে ওই পাত্রীর এমন সাহসকে কুর্নিশ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিমত, পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারা সব জেনেও কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রয়েছেন। শহর ও গ্রামের মাঠ, অলিগলি এখন ব্রাউন সুগার, হেরোইন, গাঁজার আঁতুড়ে পরিণত হয়েছে। সব জেনেও প্রশাসন মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। ভরা মহলে বিয়ের সাজে সেজেও ওই পাত্রী তাঁর হবু স্বামী নিষিদ্ধ ড্রাগে আশক্ত বুঝতে পেরে এমন কঠোর সিদ্ধান্তকে স্যালুট জানিয়েছেন কালিয়াগঞ্জবাসী।

ছবি : এআই

অবশ্য কালিয়াগঞ্জ পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়েছেন কালিয়াগঞ্জের পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা। তাঁর বক্তব্য, 'নিষিদ্ধ ড্রাগ বন্ধের ক্ষেত্রে সেই ধরনের কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমি দেখছি না। আমি আগেও এসপি, কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি'দের এই ব্যাপারে বলেছি। আসলে ড্রাগের নেশায় আসক্তদের ধরার পাশাপাশি এই চক্রের মাটির তলায় গিয়ে নিষিদ্ধ ড্রাগ ব্যবসায়ীদের ধরার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে অনুরোধ করছি।'

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখার্জির বক্তব্য, 'শুধু আসক্তদের নয়, নিষিদ্ধ ড্রাগ বিক্রেতাদেরকেও আমরা খবর পেলেই গ্রেপ্তার করছি। ওই দিন রাত্রি সাড়ে তিনটা নাগাদ পাত্রকে আটক করা হয়। ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের সমস্ত জিনিসপত্র ফেরত দেওয়া হয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে কোনও লিখিত অভিযোগ কালিয়াগঞ্জ থানায় দায়ের না হওয়ায় পাত্রকে তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

সেরা পনেরোয় ফিরলেন বিরাট ■ দুইয়ে যশস্বী

টেস্টে সিংহাসনে প্রত্যাবর্তন বুমরাহর

দুবাই, ২৭ নভেম্বর : পারথ টেস্টে স্বপ্নের বোলিং।

ম্যাচের সেরাও। সাফল্যের পুরস্কার, জসপ্রীত বুমরাহর মুকুটে ফের আইসিসি বোলিং র‍্যাংকিংয়ে সেরার তকমা। জোশ হ্যাজেলউড (৮৭২), কাগিসো রাবাদাদের (৮৬০) সরিয়ে সিংহাসন দখল ভারতীয় স্পিডস্টারের। এই নিয়ে চলতি বছরে টেস্টে তৃতীয়বার শীর্ষস্থানে বুমরাহ।

পারথে অস্ট্রেলিয়া বধের অন্যতম নায়ক বিরাট কোহলির র‍্যাংকিংয়েও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। গত একদশকে প্রথমবার সেরা কুড়ির বাইরে ছিটকে যান। পারথে ১৪৩ বলে অপরাজিত শতরানের হাত ধরে ৯ ধাপ উন্নতি করে ২২ থেকে ১৩ নম্বরে উঠে এসেছেন কিং কোহলি। আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ভারতের সেরা ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল।

কেন উইলিয়ামসন ও হ্যারি ব্রুককে সরিয়ে দ্বিতীয় স্থানে যশস্বী। সামনে শুধু জো রুট (৯০৩)। রুটের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান ৭৮ হলেও চলতি ফর্ম বর্ডার গাভাসকার ট্রফিতে বজায় থাকলে শীর্ষস্থানের হাতছানি থাকবে যশস্বীর (৮২৫) সামনেও। সেরা দশে যশস্বী ছাড়া একমাত্র ভারতীয় ঋষভ পন্থ। অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিংয়ের দুই স্তম্ভ স্টিভেন স্মিথ (৭) ও ট্রাভিস হেড (১০) রয়েছেন প্রথম দশে।

র‍্যাংকিংয়ে ভারতের সেরা প্রাপ্তি পারথ টেস্টের অধিনায়ক বুমরাহই। ৮৮৩ পয়েন্ট নিয়ে তিন থেকে একনম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন। সিরিজের প্রথম টেস্টে সুযোগ না পেলেও প্রথম দশে জায়গা ধরে রেখেছেন ভারতের দুই অভিজ্ঞ স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৪) ও রবীন্দ্র জাদেজা (৭)। র‍্যাংকিংয়েই সেরা শুধু নয়, ক্রিকেট বিশ্ব একবাক্যে বুমরাহকে বর্তমানে সেরা বোলার মানছে। তারই প্রতিধ্বনি গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের গলাতেও।

অজি অলরাউন্ডারের মতে, শুধু বর্তমানেই নয় সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলার হয়ে ওঠার মশলা রয়েছে জসপ্রীতের মধ্যে। ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, 'সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলার হয়ে ওঠার পথে এগোচ্ছে। বুমরাহর মধ্যে সেই দক্ষতা রয়েছে। শুধু উইকেটের নিরিখে নয়, ওকে খেলাটা সত্যিই কঠিন। বিরল অ্যাকশন, বলকে নিয়ে ওর বিরল দক্ষতা সত্যিই প্রশংসনীয়। এককথায় কমপ্লিট প্যাকেজ।'

ম্যাক্সওয়েলের মতে, বল ছাড়ার সময়ও বুমরাহ কী করতে চলেছে, তা বোঝা দায় ব্যাটারদের পক্ষে। বাউন্সার করবে নাকি লেংথ বল, বোঝা যায় না। সবসময় মনে হয় ওর বল ভিতরের দিকে ঢুকবে, কিন্তু একই অ্যাকশনে বলকে বাইরে বের করে। আর এই বিরল ক্ষমতা বাকিদের থেকে আলাদা করেছে বুমরাহকে, দাবি ম্যাক্সওয়েলের।

এখনই অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন না সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : এক বছর পর তিনি ক্রিকেটে ফিরেছেন। প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ভালো ফর্মেই রয়েছেন মহম্মদ সামি। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি ম্যাচে নিয়েছিলেন আট উইকেট। পরে চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতাতে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে এক উইকেট, হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে তিন উইকেটের পাশে আজ মিজোরামের বিরুদ্ধে ম্যাচে কোনও উইকেট না পেলেও ক্রমশ অতীতের ছন্দে ফিরছেন সামি।

তাঁর পারফরমেন্স দেখে ভারতীয় ক্রিকেটমহল মনে করেছিল, ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে চলা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির দ্বিতীয় টেস্টের আগেই তাঁকে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে দেখা যাবে। বাস্তবে এখনই অস্ট্রেলিয়া যাওয়া হচ্ছে না সামির। জানা গিয়েছে, মুস্তাক আলি ট্রফিতে আরও ম্যাচ খেলবেন তিনি। আজ বিকেলের দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'এক বছর পর

মাঠে ফিরেছে সামি। নিয়মিত বল হাতে ছন্দে ফিরছে। উন্নতিও করছে। কিন্তু ওকে অতীতের ছন্দে ফিরতে আরও সময় দিতে হবে।' সামি কবে অস্ট্রেলিয়া যেতে পারেন? বাংলা কোচ লক্ষ্মীরতনের কাছে সামির অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য নেই। বাংলা কোচের কথায়, 'মুস্তাক আলিতে বাংলার আরও চারটি ম্যাচ বাকি রয়েছে। আমি শুনেছি, বাকি ম্যাচগুলি ও খেলবে। কবে অস্ট্রেলিয়া যেতে পারে ও, জানা নেই আমার।'

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরের খবরও এমনই। এখনই অস্ট্রেলিয়া যাওয়া হচ্ছে না সামির। তিনি কবে স্যর ডনের দেশে উড়ে যাবেন, চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির কোনও টেস্টে খেলবেন কি না, এখনও স্পষ্ট হয়নি। জানা গিয়েছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচকদের সামিকে নিয়ে নিয়মিত আলোচনা চলছে। পারথে টিম ইন্ডিয়ার দুর্দান্ত জয়ের পর আপাতত সামিকে নিয়ে 'ধীরে চলো'-র সিদ্ধান্ত হয়েছে।

অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টেও অনিশ্চিত শুভমান

তিন নম্বরে হয়তো রাহুল

ক্যানবেরা, ২৭ নভেম্বর : পারথ টেস্ট জয় এখন ইতিহাস। চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে আপাতত ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে টিম ইন্ডিয়া।

দুরন্ত সাফল্যের স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে আজ পারথ থেকে ক্যানবেরায় পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। আগামী শনি ও রবিবার ক্যানবেরার মানুকা ওভালের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার দুইদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচের আগে আগামীকাল টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

আর তার মধ্যেই ভারতীয় দলের জন্য সুখবরের পাশে দুঃসংবাদও রয়েছে। যার ফলে ভারতীয় দলের প্রথম একাদশের কম্বিনেশন ফের বদলাতে চলেছে। এক নম্বর সুখবর, ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা আগেই পারথে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আজ সতীর্থদের সঙ্গে হিটম্যান ক্যানবেরায় হাজির হয়েছেন। অনুশীলন ম্যাচে রোহিত মাঠে নামতে চলেছেন। শুধু তাই নয়, ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে চলা সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টেও রোহিত ফিরছেন নিশ্চিতভাবেই। তিনিই যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেন করবেন। দুই নম্বর সুখবর, জসপ্রীত বুমরাহর আজ বোলারদের টেস্ট র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান পাওয়া। দুঃসংবাদ হল, শুভমান গিল এখনও সুস্থ নন। বাঁ হাতের ভেঙে যাওয়া বুড়ো আঙুলের অবস্থা আগের তুলনায় ভালো। কিন্তু এখনও মাঠে নামার মতো অবস্থায় নেই শুভমান। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, শনিবার থেকে শুরু হতে চলা অনুশীলন ম্যাচের পাশে অ্যাডিলেড টেস্টেও প্রবলভাবে অনিশ্চিত তিনি।

ঠিক কবে ফিট হয়ে শুভমান মাঠে ফিরবেন, স্পষ্ট নয়। অন্তত ১৫ দিন তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা।

রোহিত শর্মা দলে আসায় লোকেশ রাহুলের ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন হতে চলেছে।

শুভমানের অনুপস্থিতিতে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কম্বিনেশন বদলাতে চলেছে বলে খবর। দেবদত্ত পাডিক্কাল বাদ পড়ছেন প্রথম একাদশ থেকে। সব ঠিকমতো চললে, পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ওপেন করে রানে ফেরার পর লোকেশ রাহুলের ব্যাটিং অর্ডার বদলাতে চলেছে। তাঁকে তিন নম্বরে খেলানোর কথা ভাবছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই আপাতত। দিন দুয়েক আগে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন সদস্য যতীন পরাঞ্জপে মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'শুভমানের চোট দুর্ভাগ্যজনক। আঙুল ভাঙলে সাধারণত ১৫ দিন মাঠের বাইরে থাকতেই হবে। শুভমানের চোটের বর্তমান অবস্থা আমার জানা নেই। তবে আমার মতে, অ্যাডিলেডে ওর পক্ষে ফিট হয়ে মাঠে নামা কঠিন।'

শুভমানের অনুপস্থিতি ও রোহিতের প্রত্যাবর্তনের জাঁতাকলে পড়ে রাহুলের ব্যাটিং অর্ডার বদল করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বিশেষ পারিবারিক কারণে কোচ গৌতম গম্ভীরকে আচমকা দেশে ফিরতে হয়েছে। গতকালই তিনি নয়াদিল্লি ফিরেছেন। ১ ডিসেম্বর তাঁর নয়াদিল্লি থেকে অ্যাডিলেড রওনা হওয়ার কথা। জানা গিয়েছে, কোচ গম্ভীর অ্যাডিলেডে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পরই রাহুলের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। ওপেনিং থেকে তিন নম্বরে রাহুলের প্রত্যাবর্তন এখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে। তার আগেই মানুকা ওভালের মাঠে রাহুলকে তিন নম্বরে ব্যাটিং করিয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিতে চলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

অভিষেক, করণের দাপটে জয়ের হ্যাটট্রিক বাংলার

মিজোরাম-১৫৭-৪ বাংলা-১৫৮/২

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : পাঞ্জাব, হায়দরাবাদের পর এবার মিজোরাম। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতায় ছুটছে বাংলা।

রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে আজ মিজোরামকে আট উইকেটে হারিয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক সারলেন সুদীপ ঘরামিরা। ব্যাট হাতে চরম আগ্রাসন দেখালেন অভিষেক পোড়েল (৪৫ বলে ৮১) ও করণ লালরা (৪০ বলে ৬৭)। মূলত বাংলার দুই ওপেনারের দাপটে অনায়াসে ১৫.৩ ওভারেই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে গেল টিম বাংলা। টসে

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে অভিষেক পোড়েল।

হেরে প্রথমে ব্যাটিং করে মিজোরাম নির্ধারিত ২০ ওভারে করেছিল ১৫৭/৪। জবাবে অভিষেক-করণের ব্যাটে ভর দিয়ে ওপেনিং জুটিতেই ১৩১ রান করে জয়ের ভিত গড়ে ফেলে বাংলা। জয়ের হ্যাটট্রিকের পাশে দলের ধারাবাহিক পারফরমেন্সের পরও সাবধানি বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে তিনি বলছিলেন, 'তিনটি ম্যাচ জিতেছি, খুব ভালো কথা। কিন্তু মনে রাখতে গ্রুপে আরও কয়েকটি ম্যাচ আমাদের বাকি রয়েছে। এখনই লাফালাফি করার মতো কিছুই হয়নি। অনেক পথ চলার বাকি আমাদের।'

ব্যাটারদের দাপটের দিনে আজ বল হাতে তেমন সুবিধা করতে পারেননি মহম্মদ সামি। চার ওভারে ৪৬ রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি তিনি। মিজোরামের মোহিত জাংরার (৪৯ বলে অপরাজিত ৮০) সামনে রীতিমতো চাপে পড়ে গিয়েছিলেন সামি। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'টি২০ ক্রিকেটে বোলারদের খুব বেশি কিছু করার থাকে না। কোনও অজুহাত না দিয়ে বলছি, সামি নিয়মিত উন্নতি করছে। এক বছর পর ক্রিকেটে ফিরেছে ও। আরও সময় দরকার সামির।'

মেসিদের নয়া কোচ মাসচেরানো

ওয়াশিংটন, ২৭ নভেম্বর : ইন্টার মায়ামির নতুন কোচ নিযুক্ত হলেন প্রাক্তন আর্জেন্টাইন তারকা জেভিয়ার মাসচেরানো। বুধবার ক্লাবের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে, ইন্টার মায়ামির জার্সিতে অভিষেক হয়েছে লিওনেল মেসির পুত্র থিয়াগো মেসির।

গত সপ্তাহে ব্যক্তিগত কারণে মায়ামি কোচের পদ থেকে পদত্যাগ করেন জেরার্ডো মার্টিনো। ফলে কয়েকদিন ধরেই নতুন কোচের সন্ধানে ছিল মায়ামি। তারপরেই লিওনেল মেসির প্রাক্তন সতীর্থের কাঁধে কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

অভিষেক লিও-পুত্রের

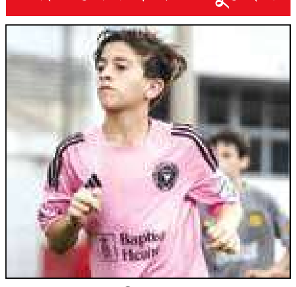

কোচের দায়িত্ব পেয়ে মাসচেরানো বলেছেন, 'মায়ামির দায়িত্ব পেয়ে খুব গর্ববোধ হচ্ছে। আমি এই ক্লাবকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে চাই।'

এদিকে, সোমবার ইন্টার মায়ামির অনূর্ধ্ব-১৩ দলের হয়ে অভিষকে হয়েছে লিওনেল মেসির পুত্র থিয়াগো মেসির। আর্জেন্টিনার নিউওয়েল কাপে নিউওয়েল ওল্ড বয়েজের বিরুদ্ধে মাঠে নামে মেসি-পুত্র। একটা সময় এই নিউওয়েল ওল্ড বয়েজের হয়েই কেরিয়ার শুরু করেছিলেন স্বয়ং লিওনেল মেসি। শুধু থিয়াগো নয়, ইন্টার মায়ামির জার্সিতে অভিষেক হয়েছে লুই সুয়ারেজের পুত্র বেঞ্জামিনেরও।

'মাঠে নামলেই শতরানের দাবি ভক্তদের'

'ফেডাল'-এর সঙ্গে বিরাটের তুলনা সানির

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদাল, নোভাক জকোভিচ।

টেনিস দুনিয়ার সেরা ত্রয়ী। আর ত্রয়ীর পাশে বিরাট কোহলিকে বসাচ্ছেন সুনীল গাভাসকার। যুক্তি, ফেডেরার, নাদালদের (সমর্থকরা ভালোবেসে ফেডাল বলে ডাকেন) মতো কোহলিকে নিয়েও আকাশচুম্বী প্রত্যাশা থাকে। অন্যদের মাঝারি সাফল্য যেখানে প্রশংসিত হয়, বিরাটদের ক্ষেত্রে ঠিক উলটো। অল্পেতে মন ভরে না। প্রত্যাশার ফানুস পূরণ না হলেই ব্যর্থতার তকমা।

পারথে বিরাটের শতকীয় ইনিংসের প্রশংসা করতে গিয়ে সানি বলেছেন, 'ধারাভাষ্যের সময় বলেছিলাম, রজার ফেডেরার, নোভাক জকোভিচ, রাফায়েল নাদাল-ওরা সব চ্যাম্পিয়ন। সেমিফাইনালে হারলে সবাই বলে ওরা নাকি ছন্দে নেই। অথচ, অন্য কেউ সেমিতে হারলে বলা হবে দারুণ। বিরাটের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। সবাই ওর সেঞ্চুরিতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। ৭০-৮০ করলেও মনে হয় রান পেল না।'

কিংবদন্তির মতে, 'সমর্থকদের খিদেটা বাড়িয়ে দিয়েছে বিরাটই। ব্যাট হাতে ক্রিজে নামলেই রানের বন্যা। সবাই বিরাটকে এভাবেই দেখে অভ্যস্ত। ৬০-৭০-তে ভক্তদের খিদে তাই মেটে না। একটাই দাবি, তাদের আইকন, আইডল শতরানের পর শতরান করবে। নাহলেই এতদিন সেঞ্চুরি পায়নি, কবে পাবে, এসব কথাবার্তা।'

গত কয়েক মাস ধরে চলা যেই বিতর্কে বিরাট জল ঢেলে ২০২৩ সালের জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১২১-এর পর পারথে অপরাজিত ১০০। গাভাসকার আরও বলেছেন, 'দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামার সময় ফুরফুরে মেজাজে ছিল বিরাট। প্রথম ইনিংসে দ্রুত দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত। যা চাপে ফেলে বিরাটকেও। দ্বিতীয় ইনিংসে তা হয়নি। ব্যাটিং স্টান্সেও পরিবর্তন করে। পায়ের পজিশনে হালকা বদলের সুবিধা পেয়েছে শটের সময়।'

হ্যাজেলউডকে মারা বাউন্ডারি শটের প্রশংসা করে সানি বলেছেন, 'মিড উইকেটের ওপর দিয়ে বিরাটের শটটা উপভোগ করেছি। মোটেই সহজ শট ছিল না। এরচেয়ে তো স্ট্রেট ড্রাইভ সহজ। কারণ ব্যাটারদের স্টান্স ওভাবেই থাকে। কিন্তু মিডল উইকেটের ওপর দিয়ে শট মারার সময় বিরাটকে কিছুটা ওপেন হতে হয়েছিল। আর তাতেই ম্যাজিক।'

বিধ্বংসী হার্দিকে জয় বরোদার

ইন্দোর, ২৭ নভেম্বর : হার্দিক পান্ডিয়ার বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে বরোদা ২ উইকেটে হারাল তামিলনাড়ুকে। হার্দিকের ৩০ বলে ৬৯ রানের সৌজন্যে সফলভাবে ২২১ রান তাড়া করে বরোদা। হার্দিক এদিন ২০ বলে নিজের অর্ধশতরান করেন। রান তাড়ায় নেমে একসময় বরোদার স্কোর ছিল ১৬ ওভারে ১৫৬/৬। জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৬ বলে ৭০ রান। তখনই রুদ্ররূপে দেখা যায় হার্দিককে। ১৭তম ওভারে গুরজপনীত সিংয়ের বলে ২৯ রান ওঠে। পরপর চার ছক্কা হাঁকান হার্দিক। তিনি শেষ ওভারে রান আউট হলেও জয় আটকায়নি বরোদার। শুরুতে নারায়ণ জগদীশান (৫৭) ও বিজয় শংকরদের (৪২) দাপটে তামিলনাড়ু ২২১ রান তোলে।

দলে 'বিভাজন' জল্পনা উড়িয়ে দিলেন হেডও

ক্যানবেরা, ২৭ নভেম্বর : ধাক্কা। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, জোরদার ধাক্কা।

পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্টে ২৯৫ রানের ব্যবধানে হার অজি ক্রিকেট মহলকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে দলের অন্দরের 'বিভাজন' নিয়েও চলছে জোরদার জল্পনা।

প্রথম টেস্টে হারের পর অধিনায়ক প্যাট কামিন্স সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে সতীর্থ জোশ হ্যাজেলউডের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়া দলের অন্দরে কোনও বিভাজন নেই। এমনকি হ্যাজেলউডের মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।

অধিনায়ক কামিন্সের দেখানো পথে আজ পা বাড়িয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটিংয়ের ভরসা ট্রাভিস হেড। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের এক চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হেড স্পষ্ট করেছেন, অস্ট্রেলিয়া দলের অন্দরে বিভাজন নেই। দলের অন্দরে কোনও সমস্যাও নেই। পারথে তাঁদের ক্রিকেটের সব বিভাগেই টেক্কা দিয়ে জিতেছিল জসপ্রীত বুমরাহর ভারত। হেড বলেছেন, 'শেষ সপ্তাহটা খুব খারাপ গেল আমাদের। ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচটা দ্রুত ভুলে যেতে হবে আমাদের। আসলে মাঠে সঠিকভাবে পারফর্ম করতে না পারলে অনেক সময় নেগেটিভ দিক নিয়ে বেশি চর্চা হয়। স্পষ্ট বলছি, আমাদের দলের

মার্শের পরিবর্ত হয়তো ওয়েবস্টার

অন্দরে কোনও বিভাজন নেই। হতে পারে আমরা ভালো খেলতে পারিনি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, দলের অন্দরে কোনও সমস্যা রয়েছে।'

পারথ টেস্টে হারের পর অজি অধিনায়ক কামিন্স প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাকি থাকা চার টেস্টে তাঁর দল ঘুরে দাঁড়াবেই। হেডের মুখেও আজ একই কথা শোনা গিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'পারথ টেস্টে হারের পর সাজঘরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি আমরা। মাঠের ভুল নিয়েও কথা হয়েছে। দল হিসেবে আমরা ঘুরে দাঁড়াবই।' ৬ ডিসেম্বর থেকে অ্যাডিলেডে শুরু হতে চলেছে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলে দিন-রাতের সেই টেস্টে কামিন্স-হেডদের জন্য কী অপেক্ষা করে রয়েছে, সময় বলবে। তার আগে আসন্ন অ্যাডিলেড টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম একাদশে একটি পরিবর্তনের সম্ভাবনার খবর সামনে আসছে। জানা গিয়েছে, মিচেল মার্শের চোট রয়েছে। একশো শতাংশ সুস্থ না হলেও পারথ টেস্ট খেলেছিলেন তিনি। যার ফলে তাঁর চোট বেড়ে গিয়েছে। তাই আজ অ্যাডিলেড টেস্টের জন্য এখনও আন্তর্জাতিক অভিষেক না হওয়া অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টারকে স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছে। তাসমানিয়ার অলরাউন্ডার ওয়েবস্টার অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া শেফিল্ড শিল্ডে দারুণ ফর্মে রয়েছেন। সাম্প্রতিক ফর্মের কথা বিবেচনা করেই তাঁকে স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছে বলে খবর।

চিরকাল আমার হৃদয়জুড়ে থাকবে আরসিবি : সিরাজ

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : সাত-সাতটা বছর।

অনেকটা লম্বা সময়। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে আবেগের যে সম্পর্কে অবশেষে ইতি। দলের রিটেনশন তালিকায় জায়গা পাননি। মহম্মদ সিরাজের আশা ছিল নিলামে হয়তো তাঁর জন্য আরটিএম কার্ড ব্যবহার করবে আরসিবি। কিন্তু তা হয়নি।

কিছুটা হতাশ, অভিমানীও। একইসঙ্গে আবেগপ্রবণ সিরাজ। বিদায়বার্তায় সেই আবেগের প্রতিফলন। অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ব্যস্ততার মাঝে আরসিবি, আরসিবি-র সমর্থকদের উদ্দেশে দীর্ঘ বার্তা লিখেছেন ভারতীয় দলের স্পিডস্টার। যার পরতে পরতে ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা আর আবেগ।

সাত বছর আগে বিরাট কোহলির আইপিএল সতীর্থ হওয়া। যা বদলে দেয় সিরাজের কেরিয়ার। পরের বছর ঐতিহাসিক অস্ট্রেলিয়া সফরে ডাক। আর ফিরে তাকাননি। আগামী লিগে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে বল হাতে নামবেন প্রিয় আরসিবি-র বিরুদ্ধেও। মানতে কষ্ট হচ্ছে।

বিদায়বার্তায় সিরাজ লিখেছেন, 'প্রিয় আরসিবি। সাত বছর তোমাদের সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছি। পিছনের দিকে যখন তাকাই দেখি আবেগ, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতায় ভরা উঠেছে আমার হৃদয়। প্রথমবার যখন আরসিবি-র জার্সি গায়ে চাপায়, ভাবিনি এভাবে জড়িয়ে যাব। আরসিবি-র জার্সিতে প্রথম বল, প্রতিটি উইকেট, প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে বিশেষ।'

সমর্থকদের পাশে পাওয়ার কথাও তুলে ধরেছেন সিরাজ। আরও লিখেছেন, 'উত্থানপতন ছিল। তোমাদের সমর্থন যদিও সবসময় পেয়েছি। এক অনুভূতি, এক পরিবার, যা ভোলার নয়। যখন হেরেছি তোমাদের চোখে জল দেখেছি। আবার দেখেছি সাফল্যের উচ্ছ্বাস। আরসিবি-র মতো সমর্থক আর কোথায় পাওয়া যাবে না। সারাজীবন মনে রাখব। কেরিয়ারের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করব। কিন্তু আরসিবি চিরকাল হৃদয়জুড়ে থাকবে। ধন্যবাদ এতগুলো বছর আমার ওপর আস্থা, বিশ্বাস রাখার জন্য।'

> প্রিয় আরসিবি। সাত বছর তোমাদের সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছি। পিছনের দিকে যখন তাকাই দেখি আবেগ, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতায় ভরা উঠেছে আমার হৃদয়।
>
> **মহম্মদ সিরাজ**

আইপিএলের প্রাক্তন সতীর্থকে আগামীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আরসিবি-র ব্যাটিং কোচ, মেন্টর দীনেশ কার্তিক। বলেছেন, 'সিরাজ দলের সেরা বোলার ছিল। ওকে নেওয়ার ইচ্ছে ছিল আমাদের। চেষ্টাও চালিয়েছিলাম। কিন্তু অত টাকায় সিরাজকে নিতে গেলে সমস্যা হত দল গড়তে। আইপিএল নিলামের এটাই আকর্ষণ। সিরাজের জন্য খারাপ লাগছে। ওকে অনেক শুভেচ্ছা।'

কার্তিকের অবশ্য দাবি, আরসিবি এবার সেরা দল গড়েছে। ব্যাটিং, বোলিং, সবদিক থেকেই ভারসাম্য রয়েছে। কার্তিক বেশি জোর দিচ্ছেন টিমের বৈচিত্র্যের ওপর। জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমার, যশ দয়াল, ক্রুণাল পান্ডিয়াদের নিয়ে গড়া বোলিং মূল শক্তি হতে চলেছে বলে মনে করেন। একইভাবে আত্মবিশ্বাসী ব্যাটিং নিয়েও।

কার্তিকের যুক্তি, 'আমাদের দলের বৈচিত্র্য রয়েছে। আইপিএলের সেরা বোলিং আক্রমণ। ব্যাটিংও শক্তিশালী। কোহলি, ফিল সল্ট, লিয়াম লিভিংস্টোনদের উপস্থিতি টি২০ ফর্ম্যাটে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ।' ব্যাটিং ব্রিগেডে এছাড়াও রয়েছেন টিম ডেভিড, জিতেশ শর্মা, দেবদত্ত পাডিক্কালরা।

পৃথ্বীর 'গ্রহণে' দায়ী 'শাহি' মেজাজ

শচীন-সৌরভদেরও পাত্তা দেননি

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : শচীন তেন্ডুলকারের উত্তরসূরি ধরা হচ্ছিল তাঁকে।

শুরুটাও করেছিলেন মাস্টার ব্লাস্টারের মেজাজেই। রনজি ট্রফির অভিষেকে শতরান করে মুম্বইকে জেতানো। সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে দলীপ ট্রফির অভিষেক ম্যাচেও তিন অঙ্কের স্কোর পৃথ্বী শ-র। মাত্র আঠারোতে টেস্ট অভিষেকেই রাজকোটে রাজকীয় ১৩৪ রানের ইনিংস।

যদিও ২৫-এ পা রাখার আগেই পৃথ্বী ব্রাত্যদের দলে! জাতীয় দলের হয়ে শেষবার খেলেছেন সেই ২০২১ সালে। মুম্বই রনজি দলেও এখন অনিয়মিত। এবার ছিটকে গেলেন আইপিএল সংসার থেকে। গত বছর ৭.৪ কোটি পাওয়া পৃথ্বী এবার বেস প্রাইস রেখেছিলেন মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকা। তারপরও দশ ফ্র্যাঞ্চাইজির কেউ পৃথ্বীর জন্য বিডই করেনি!

উজ্জ্বল কেরিয়ারে 'গ্রহণের' জন্য দায়ী স্বয়ং পৃথ্বী। অভিযোগ, ক্রিকেট থেকে ফোকাস সরে যাওয়া, শাহি মেজাজে নিজের পতন ডেকে এনেছেন। আক্ষেপ শচীন হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যার মধ্যে, সেই পৃথ্বী আপাতত হারিয়ে যাওয়া তারকা বিনোদ কাম্বলির পথে।

তিন বছর আগে দিল্লি ক্যাপিটালস পৃথ্বীকে ধরে রেখেছিল আহামরি পারফরমেন্স না থাকা সত্ত্বেও। রিকি পন্টিং (তৎকালীন হেডকোচ), সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (মেন্টর) পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্তারা আশায় ছিলেন

শুরুটা আশা জাগিয়ে করলেও ভারতীয় ক্রিকেট থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন পৃথ্বী শ।

প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটবে। যদিও বিধি বাম। কাউন্টি ক্রিকেটে মাঝেমধ্যে জ্বলে উঠলেও, পরক্ষণেই ফের আলেয়ার মতো হারিয়ে যাওয়া।

শচীন মানসিক রসদ জোগাতে একান্তে কথাও বলেন পৃথ্বীর সঙ্গে। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য দিয়েছিলেন মূল্যবান টিপস। গত কয়েক বছর ধরে পন্টিং-সৌরভরা লেগে ছিলেন। সাহস জুগিয়েছেন। কিন্তু কিংবদন্তিদের পরামর্শ পাত্তা দেননি। শাহি মেজাজ, শাহি চালে ধাপে ধাপে কেরিয়ার অন্ধকার কানা গলিতে।

বাইশ গজে সাফল্যের বদলে বিতর্কিত ঘটনায় বেশি প্রচারে থেকেছেন। ২০২০ সালে প্রথম ধাক্কা ডোপিং করে নির্বাসিত হওয়া। আইপিএলে দল না পাওয়াদের তালিকায় পৃথ্বীকে দেখে যেমন অনেকে অবাক হননি, তেমনই অনেকে হতাশ প্রতিভার অপমৃত্যুর আশঙ্কায়।

ভারতীয় নির্বাচক কমিটির এক সদস্যের অভিযোগ, 'পৃথ্বী দিল্লি ক্যাপিটালসে ছিল। পন্টিং, সৌরভের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৯ দলে রাহুল দ্রাবিড় ছিল ওর হেডকোচ। সবাই জানে, শচীন তেন্ডুলকার পর্যন্ত বারবার ওকে বুঝিয়েছে। ওরা সবাই কি বোকা? কোনও পরিবর্তন দেখেছেন পৃথ্বীর মধ্যে? বিন্দুমাত্র চেষ্টাটুকুও দেখা যায়নি!'

দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রাক্তন সহকারী কোচ মহম্মদ কাইফ আক্ষেপ নিয়ে বলেছেন, 'দিল্লি ওকে প্রচুর সুযোগ দিয়েছে। পাওয়ার প্লে-র ক্রিকেটার। ওভারের ছয় বলেই বাউন্ডারি মারার ক্ষমতা রাখে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ওর পাশে ছিল। আমরা ওর সঙ্গে বারবার বসেছি। খুব কম প্লেয়ার এত সুযোগ পেয়েছে ব্যর্থতার পরও। আশাকরি নিলামে দল না পাওয়া ওর জন্য বড় শিক্ষা। নিজের খেলা, নিজের কেরিয়ার নিয়ে আরও সচেতন হবে পৃথ্বী।'

পৃথ্বী যদিও সমালোচনাকে কোনওকালেই খুব বেশি পাত্তা দেননি। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর খারাপ ফর্ম, শরীরের অতিরিক্ত মেদ নিয়ে মিমসের বন্যা নিয়ে পালটা যুক্তি দেখিয়েছিলেন, কটাক্ষ ভালো লাগে না। তবে এটাও ঠিক নেটিজেনরা তাঁকে ফোলো করেন বলেই ট্রোল করে। সেদিক থেকে ভালোই।

এগিয়ে গিয়েও হোঁচট সিটির

গোল করলেও ম্যান সিটিকে জেতাতে ব্যর্থ হাল্যান্ড।

ম্যাঞ্চেস্টার ও বার্সেলোনা, ২৭ নভেম্বর : ম্যাঞ্চেস্টার সিটির দুঃসময় কাটছেই না। মঙ্গলবার ফেনুর্দের বিরুদ্ধে ৭৫ মিনিট পর্যন্ত ৩ গোলে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও ম্যাচ ড্র করে মাঠ ছাড়ল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। অন্যদিকে, দুশ্চিন্তা উড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দাপট বজায় রাখল বার্সেলোনা।

ফেনুর্দের বিরুদ্ধে এদিন অবশ্য শুরুটা ভালোই করে সিটি। প্রতিপক্ষ রক্ষণে চাপ বাড়িয়ে ৪৪ মিনিটে প্রথম গোলটি তুলে নেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ৫৩ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটিও করেন তিনি। এরপর আরও একটি গোল ইকায় গুন্দোগান। মনে হয়েছিল এদিন হয়তো স্বস্তির জয় আসবে। তবে সিটি সমর্থকদের প্রত্যাশার ফানুস চুপসে যেতে শুরু করে ৭৫ মিনিটের পর থেকে। পেপ গুয়ার্দিওলা ব্রিগেডের রক্ষণকে নাস্তানাবুদ করে পরপর তিনটি গোল শোধ করে ফেনুর্দ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই নিয়ে টানা ৬ ম্যাচ জয়হীন থাকল ম্যান সিটি। ম্যাচ শেষে আফসোস করে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'আমরা ভালো খেলছিলাম। জেতার মতো জায়গায় ছিলাম। ম্যাচটা শেষও করলাম নিজেরাই।'

এদিন সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল বার্সেলোনা। ঘরের মাঠে ব্রেস্টকে ৩-০ গোলে হারাল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। লামিনে ইয়ামাল না থাকলেও শুরু থেকেই চেনা ছন্দে দেখা গেল কাতালান জায়েন্টদের। ১০ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজের শততম গোলটি করেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসির পর তৃতীয় ফুটবলার হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। বাকি দুই গোলের একটিও করেন তিনি। মাঝের গোলটি ড্যানি ওলমোর। দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বল জালে জড়ান তিনি।

বড় জয় পেল আর্সেনালও। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা স্পোর্টিং লিসবনকে পাঁচ গোল দিল মিকেল আর্তেতার দল। বায়ার্ন ১-০ গোলে হারাল প্যারিস সাঁ জাঁ-কে। ৩৮ মিনিটে জার্মান জায়েন্টদের হয়ে জয়সূচক গোলটি কিম মিন জাইয়ের। ৫৬ মিনিটে ওসমানে ডেম্বেলে লাল কার্ড দেখায় দশজনে খেলতে হয় পিএসজি-কে।

জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস বার্সেলোনার রবার্ট লেওয়ানডস্কির।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ১০০ গোল লেওয়ানডস্কির

ফলাফল

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ৩-৩ ফেনুর্দ
বার্সেলোনা ৩-০ ব্রেস্ট
বায়ার্ন মিউনিখ ১-০ প্যারিস সাঁ জাঁ
স্লোভান ব্রাতিস্লাভা ২-৩ এসি মিলান
স্পার্টা প্রাহা ০-৬ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
ইন্টার মিলান ১-০ আরবি লিপজিগ
ইয়ং বয়েজ ১-৬ আটালান্টা
বেয়ার লেভারকুসেন ৫-০ আরবি সলজবার্গ
স্পোর্টিং লিসবন ১-৫ আর্সেনাল

জিতে প্রত্যাবর্তন গুকেশের

সিঙ্গাপুর, ২৭ নভেম্বর : তৃতীয় ম্যাচে ডিং লিরেনকে হারিয়ে ১৪ রাউন্ডের ম্যারাথন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রত্যাবর্তন ঘটালেন ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার ডোম্মারাজু গুকেশ। তিন রাউন্ডের পর ফলাফল ১.৫-১.৫। ৩৭ চালের পর ১৮ বছরের গুকেশ ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলেন।

প্রথম রাউন্ডে হারের পর গতকাল দ্বিতীয় রাউন্ডে ড্র করে গুকেশ ফিরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বুধবার প্রথম থেকেই গুকেশকে ইতিবাচক দেখিয়েছে। মানসিকভাবেও তিনি ছিলেন সমান চনমনে। আর তারই ফল পাওয়া গেল দাবার বোর্ডে। এদিন জিতে উঠে গুকেশ বলেছেন, 'আমি শুধু ম্যাচ নিয়েই ভাবছিলাম। সময় নিয়ে একদমই চিন্তা করিনি। কারণ জানতাম আমিই জিতব। প্রথম থেকেই আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। চেষ্টা করেছিলাম পরিষ্কারভাবে ম্যাচ শেষ করতে।' লিরেন গোটা ম্যাচে একেবারেই ছন্দে ছিলেন না। ম্যাচের পর সেই প্রসঙ্গ তুলে গুকেশের মন্তব্য, 'প্রথম দুই দিনের খেলায় আমি খুশি। আজকের ম্যাচে আমার পরিকল্পনা আরও ভালোভাবে কাজে লেগেছে। বিপক্ষকে হারানোর স্বাদ আরও মধুর।'

টানা তিনদিন ম্যাচের পর বৃহস্পতিবার বিশ্রামের দিন। তাই ম্যাচে নিজের সর্বস্ব দিয়েছিলেন গুকেশ। তিনি বলেছেন, 'আগামীকাল কোনও ম্যাচ নেই। তাই শুরু থেকেই ভেবেছিলাম ম্যাচে নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দেব। ম্যাচের পর শুধুই বিশ্রাম।'

তৃতীয় রাউন্ডে ডিং লিরেনের বিরুদ্ধে চাল দিচ্ছেন ডোম্মারাজু গুকেশ।

'বিজেপিতে যোগ দিলে নির্বাসন উঠে যেত'

চার বছরের জন্য নির্বাসিত বজরং

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : জাতীয় ডোপিং বিরোধী সংস্থা (নাডা) চার বছরের জন্য নির্বাসিত করল তারকা কুস্তিগির বজরং পুনিয়াকে। অভিযোগ, মার্চে জাতীয় নির্বাচনের জন্য অনুষ্ঠিত ট্রায়ালে বজরং মূত্রের নমুনা দিতে 'অস্বীকার' করেন। তখন তাঁকে প্রাথমিকভাবে নির্বাসিত করা হয়েছিল। পরে ৩১ মে নাডা'র অ্যান্টি ডিসিপ্লিনারি ডোপিং প্যানেল সেই নির্বাসন অস্থায়ীভাবে তুলেও নিয়েছিল। মঙ্গলবার নাডা'র এই শাস্তি ঘোষণার পর বজরং বলেছেন, 'আমি বিজেপিতে যোগ দিলে সব নির্বাসন তুলে নেওয়া হত।' তাঁর আরও দাবি, নমুনা দিতে তিনি অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, 'এই সিদ্ধান্তে আমি অবাক নই। বিগত এক বছর ধরে মামলা চলে আসছে। আমি আগেও বলেছি পরীক্ষার জন্য নাডা-কে নমুনা দিতে অস্বীকার করিনি। বরং ওরাই মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া কিট নিয়ে নমুনা সংগ্রহে এসেছিল। নাডা এখনও তাদের এই ভুল স্বীকার করেনি।'

বজরং পালটা অভিযোগ করেন, কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ও বিজেপি নেতা ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার প্রতিবাদে নামার কারণেই এই নির্বাসন। তিনি বলেছেন, 'আমি মহিলা কুস্তিগিরদের আন্দোলনে সমর্থন করার জন্যই এমন প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা হচ্ছে। গত ১০-১২ বছর থেকে আমি খেলছি। প্রত্যেক প্রতিযোগিতার আগে নমুনা দিয়ে আসছি। কিন্তু এই সরকার আমাদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করছে।' এই নির্বাসনের ফলে ২০২৮ সালের ২২ এপ্রিল পর্যন্ত বজরং কোনও প্রতিযোগিতায় নামতে পারবেন না।

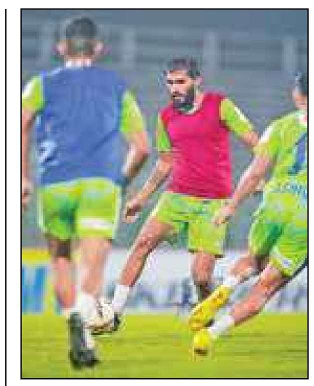

অনুশীলনে শুভাশিস বসু।

ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান শুভাশিসরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : আশিস রাই ছাড়া দলের আর সকলেই চোটমুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম একাদশে ঢোকার লড়াই আরও বাড়ল।

যদিও জেসন কামিংসের মতো কেউ কেউ মনে করেন এটা কোনও সমস্যাই নয়। বরং এই প্রতিযোগিতা দলের মধ্যে থাকা ভালো। সাজঘরে মতপার্থক্য না থাকলেই হল। বরং নিজেদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা তাঁরা উপভোগ করেন। আগের দিনই মনবীর সিং জানান, তাঁদের দলে গোল করার লোক অনেক। যা দলের সাফল্য পেতে সাহায্য করছে। কামিংসও বলছেন, 'আপনি যদি দলের মধ্যে সুযোগ না পান তাহলে আপনার মধ্যে বাড়তি খিদে তৈরি হবে। দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে কোচের কাজ বাড়ে। তেমনি আবার হাতে পরিবর্ত বাড়লে ভাবনা কমেও। আর আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলেও লড়াই নেই। বরং আমরা একে অন্যকে আরও ভালো করতে সাহায্য করি। তাছাড়া আমার সঙ্গে ম্যাকা-র (জেমি ম্যাকলারেন) সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। আমাদের সাজঘরের পরিবেশ দুর্দান্ত।' তবে এবারের লিগটা কঠিন বলে মনে করছেন কামিংস। তাঁর মন্তব্য, 'গতবার প্রথম চার-পাঁচটা দলকে আগে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু এবার প্রায় সব দলই গায়ে গায়ে। তাই আগে থেকে বলা অসম্ভব যে কোন দলগুলি সুপার সিক্সে যাবে।' তাহলে শেষদিকের দলগুলি যেমন ইস্টবেঙ্গলও কি তাহলে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ে এসে যেতে পারে, প্রশ্ন করতে হাসতে হাসতে কামিংসের মন্তব্য, 'না, না, ইস্টবেঙ্গল না হলেই ভালো।'

দলের অধিনায়ক শুভাশিস বসু অবশ্য এখনই অতদূর দেখতে চান না। কোচের মতোই তাঁর মন্তব্য, 'আমরা এক নম্বরে পৌঁছেছি ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমাদের ধারাবাহিকতা দেখাতে হবে। কারণ এই জায়গাটা ধরে রাখা কঠিন। আরও ভালো খেলতে হবে আমাদের।' তবে ওডিশা ম্যাচ ছাড়া শেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটেতেই গোল খাননি তাঁরা। শুভাশিসের মন্তব্য, 'ক্লিনশিট রাখতে পারলে ডিফেন্ডার হিসাবে ভালোই লাগে। এটা আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।' পরবর্তী চেন্নাইয়ান এফসির বিরুদ্ধে এই আত্মবিশ্বাসে ভর করেই নামতে চান তাঁরা।

সেটপিসে জোর অস্কারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে সেটপিসই হাতিয়ার হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের। বুধবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কোচ অস্কার ব্রুজোঁর তত্ত্বাবধানে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক অনুশীলন করলেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। প্রথমে ফিজিকাল ট্রেনিং করেন পিভি বিষ্ণুরা। তারপর বাকি সময়টা দলকে সেটপিস অনুশীলন করিয়ে গেলেন অস্কার। সেটপিসে বৈচিত্র্য আনার দিকেও নজর দিলেন তিনি।

এদিন অনুশীলনে আসেননি হেক্টর ইউস্তে ও নন্দকুমার শেখর। পরে অনুশীলন শেষে কোচ অস্কার বলেছেন, 'হেক্টরকে বিশ্রাম দিয়েছি। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। নর্থইস্টের বিরুদ্ধে ও খেলবে। হেক্টর ছাড়া নন্দকেও এদিন বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এমনিতেই ও কার্ড সমস্যার জন্য শুক্রবারের ম্যাচে খেলতে পারবে না।'

এখনও পর্যন্ত আইএসএলে জয়ের দেখা পায়নি ইস্টবেঙ্গল। ৭ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে তারা লিগ তালিকায় সবচেয়ে নীচে রয়েছে। তবে এখনও সুপার সিক্সের আশা ছাড়ছেন না অস্কার। তিনি বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য সুপার সিক্স। সেইজন্য প্রতিটি ম্যাচ আমাদের জিততে হবে। শুক্রবার ম্যাচটা কঠিন হলেও জেতার জন্য মাঠে নামব।'

শেষলগ্নের ভুলে জয় অধরা মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১
(মানঝোকি)
বেঙ্গালুরু এফসি-২
(সুনীল, ওগিয়ের আত্মঘাতী)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : মাঝ মরশুমে এসেও শেষলগ্নে গোল হজমের রোগ সারাতে পারল না মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধেও সেই একই ভুলে পয়েন্ট মাঠে ফেলে এল আন্দ্রেই চেরনিশভের দল।

এদিন রক্ষণ মজবুত রেখে আক্রমণে ঝাঁপানোর লক্ষ্যে পাঁচ ডিফেন্ডারকে নিয়ে দল সাজান চেরনিশভ। ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের ও গৌরব বোরার সামনে থেকে খেলান মহম্মদ ইরশাদকে। আরেকদিকে অ্যালেক্সিস গোমেজকে বসিয়ে প্রথম একাদশে কার্লোস ফ্রাঙ্কার পাশে খেলান সিজার মানঝোকিকে। সুফলও মেলে। মিনিট সাতেকের মধ্যেই বেঙ্গালুরু বক্সে ঢুকে গিয়েছিলেন ফ্রাঙ্কা। গুরপ্রীত সিং সান্ধু বল ক্লিয়ারের চেষ্টা করলেও তা পেয়ে যান মিরজালোল কাশিমভ। তাঁর শট চিঙ্গলেসানা সিংয়ের পা ছুঁয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। সেই সময়ই পরপর দুটি কর্নার পায় মহমেডান। কাশিমভের নেওয়া দ্বিতীয় কর্নারটি থেকে হেডারে গোল করে যান ফাঁকায় থাকা মানঝোকি। উলটোদিকে প্রথম কুড়ি মিনিটের মধ্যে কোনও সংগঠিত আক্রমণই করতে পারেনি বেঙ্গালুরু। ২২ মিনিটে প্রথম প্রচেষ্টায় নাওরেম রোশন সিং শট বাইরে মারেন।

প্রথমার্ধের শেষদিকে আক্রমণে তীব্রতা বাড়ায় বেঙ্গালুরু। ৪৩ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামসের শট মহমেডান বক্সে জোডিংলিয়ানার হাতে লাগলে তা রেফারির নজর এড়িয়ে যায়। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে আরও একবার বল পায় গোলের সামনে পৌঁছে গিয়েছিলেন রায়ান। তবে দুর্দান্ত দক্ষতায় তাঁকে আটকে দেন ভানালাল জুইডিকা।

এদিকে, বেঙ্গালুরু আক্রমণ থামাতে লালরিনফেলাকে তুলে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অমরজিৎ সিং কিয়ামকে নামিয়ে দেন চেরনিশভ। যদিও তাতে লাভের লাভ খুব একটা হয়নি। ৫০ মিনিটের পর পরিবর্ত হিসাবে সুনীল ছেত্রীকে নামান বেঙ্গালুরু কোচ জেরার্ড জারাগোজা। এরপরই খানিকটা অবিন্যস্ত দেখাল মহমেডানকে। যদিও গোলরক্ষক ভাস্কর রায় সুনীল, জোরগে পেরেরা দিয়াজদের একাধিক শট রুখে দেন। ৬৫ মিনিটে সুনীলের অব্যর্থ নিশানায় দাঁড়াতেই পারছিলেন না সাদা-কালো ফুটবলাররা। ৮৫ মিনিটে আরও একবার গোলের কাছাকাছি পৌঁছে যান মানঝোকি। রেমসাঙ্গার ভাসানো বলে হেড করলেও তা অল্পের জন্য লক্ষ্যচ্যুত হয়। শেষলগ্নে ইরশাদের পরিবর্ত হিসাবে নেমেই উইং থেকে বেশ কয়েকবার বল বাড়ান মানঝোকি, ফ্রাঙ্কাদের লক্ষ্য করে। যদিও তাঁরা গোলের দেখা পাননি। উলটোদিকে ফেনাইয়ের ভাসানো বল হেডারে জালে জড়িয়ে দেন সুনীল। সেই গোলেই ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ল বেঙ্গালুরু। টেবিল শীর্ষেও পৌঁছে গেল তাঁরা।

মহমেডানের বিরুদ্ধে গোলের পর উল্লাস সুনীল ছেত্রীর। বুধবার। -ডি মণ্ডল

রাখা ফ্রি কিক রুখে দেন ভাস্কর রায়। এদিকে, মহমেডান একাধিক সুযোগ তৈরি করে প্রতি আক্রমণে ভর করে। ৭৫ মিনিটে রেমসাঙ্গার ডিফেন্স চেরা থ্রু পেয়ে যান অ্যালেক্সিস। তাঁর মাটি ঘেঁষা শট গুরপ্রীতের কর্নারের বিনিময়ে বাঁচিয়ে দেন। ৭৯ মিনিটে বক্সের মধ্যে পেদ্রো কাপোকে ফাউল করেন মানঝোকি। পেনাল্টি পায় বেঙ্গালুরু। সঠিক দিকে ঝাঁপিয়েও সুনীলের শট বাঁচাতে পারেননি ভাস্কর। এরপর বেঙ্গালুরুর আক্রমণের সামনে

এদিন পরিবর্ত হিসাবে নেমে ম্যাচের রং বদলে দেন সুনীল। ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'শেষদিকে আমরা মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েছিলাম। একের পর এক কর্নার, শট নিয়ে মহমেডানের ওপর চাপ তৈরি করি। তারই ফসল দুই গোল।'

মহমেডান : ভাস্কর, আদিঙ্গা, গৌরব (অ্যালেক্সিস), ফ্লোরেন্ট, জুইডিকা, ইরশাদ (বিকাশ), রেমসাঙ্গা, কাশিমভ, মাফেলা (অমরজিৎ), ফ্রাঙ্কা, মানঝোকি।

বিরাট-বুমরাহর প্রশংসায় ঝুলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ নভেম্বর : নিজেদের ভালো রাখতে শরীরচর্চা করুন। নিজেরা ভালো থাকলে পরিবারকেও ভালো রাখতে পারবেন। টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ম্যারাথনের টি-শার্ট উদ্বোধনে এসে এই বার্তাই ভারতীয় মহিলাদের দিলেন ঝুলন গোস্বামী।

বুধবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে উদ্বোধন হল কলকাতা ম্যারাথনের টি-শার্ট। অনুষ্ঠানে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঝুলন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টাটা স্টিলের চিফ কর্পোরেট কমিউনিকেশনস সর্বেশ কুমার, রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রাজেশ সিনহা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের প্রধান কিউরেটর সমরেন্দ্র কুমার, ম্যারাথন আয়োজক প্রো-ক্যাম প্রধান বিবেক সিং সহ বিশিষ্টরা। এবারের ম্যারাথনে গ্লোবাল অ্যাম্বাসাডর হচ্ছেন ইপিএল তারকা সল ক্যাম্পবেল। এদিনের অনুষ্ঠানে এসে ঝুলন বলেছেন, 'আমাদের দেশের মহিলারা নিজেদের দিকে নজর দিতে চান না। শরীর ভালো থাকলে মনও ভালো থাকবে। একজন করলে বাকিরাও হুজুগে পড়েও করবেন। সামাজিক মাধ্যম অত্যন্ত খারাপ জিনিস। এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চাইলে শরীরচর্চা জরুরি।' এই ম্যারাথনে ২৫, ১০, ৫ কিলোমিটার ছাড়াও থাকছে আনন্দ-রান। বিবেক সিং জানান, ২৫ ও ১০ ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ৫ কিলোমিটারের কিছু এন্ট্রি এখনও পরে আছে। ম্যারাথনের আগে সেটাও শেষ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী তাঁরা। ঝুলন নিজে ম্যারাথনে অংশ নেবেন কি না জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছেন, 'ক্রিকেট খেলা, মাঠে দৌড়োনো আর অনেক মানুষের মধ্যে দৌড়োনোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই এখনও ঠিক করিনি সেদিন কী করব। দেখা যাক।'

শরীরচর্চার পরামর্শ চাকদা এক্সপ্রেসের

টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা ম্যারাথনের উদ্বোধনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ঝুলন গোস্বামী। বুধবার কলকাতায়।

এদিকে এদিন শুধু ম্যারাথন নয়, ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। বিরাট কোহলির শতরান থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহর সাফল্য সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ঝুলন। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'কী অসাধারণ ইনিংস বিরাটের! ওরকম কঠিন পিচে এই সাফল্য, দারুণ!' নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নিজেদের স্পিনিং পিচে ব্যর্থ, সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়ার ফার্স্ট বোলারদের উপযোগী পিচে এই পারফরমেন্স। ভারত কি স্পিন খেলতে পারছে না, জানতে চাইলে ঝুলনের জবাব, 'একেবারেই না। ওটা ব্যতিক্রম ধরা যেতে পারে। গত ১০-১২ বছর ধরে সব হোম সিরিজ আমরা জিতেছি। এটা একটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ক্রিকেটে এরকম হয়েই থাকে। অস্ট্রেলিয়ায় যেভাবে ফিরে এল এবং বুমরাহ যেভাবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিল, সেটা অসাধারণ। তাছাড়া ম্যাচ মূলত বোলাররাই জেতায়। নিউজিল্যান্ড সিরিজেই দেখুন না!' রোহিত শর্মার দলে ফেরা এবং ব্যাটিং অর্ডারে রদবদল হওয়া নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হলেন না ঝুলন। তবে পিঙ্ক বল টেস্টে যে বোলিং একটা ফ্যাক্টর হবে সেকথা বললেন, 'অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া সন্ধ্যার পর একেবারেই অন্যরকম হয়ে যায়। ব্যাটারদের জন্য কঠিন হয়। বোলারদেরও সমস্যা হয় কারণ বল কম সুইং করে। আমরা যখন খেলেছি তখন এগুলো দেখেছি।' মহম্মদ সামি থাকলে ভারতের পক্ষে আরও ভালো হত বলে জানিয়ে রওনা দেন ঝুলন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা কমল সাহানি - কে 28.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40H 58421 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "স্বল্প পরিমাণ অর্থ খরচ করে একজন কোটিপতি হওয়া খুবই রোমাঞ্চকর। এটি যে কোনো ব্যাক্তির জন্য, বিশেষ করে প্রবীনদের জন্য কোটিপতি হওয়ার সবচেয়ে সহজতম উপায়। এই চমৎকার সুযোগটির জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

৫.২৫ কোটি দরে অবাক নমন

নয়াদিল্লি, ২৭ নভেম্বর : বছর দুয়েক আগের ঘটনা।

ঠিক করেছিলেন ক্রিকেট ছেড়ে কাজের সন্ধানে কানাডায় পাড়ি দেবেন। ক্রিকেটে কিছু হওয়ার নয়। অনেক চেষ্টা হয়েছে। এবার নতুন কিছু ভাবতে হবে। একদা ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত সেই নমন ধীর এবার ৫.২ কোটি টাকার বড় অঙ্কে পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স পরিবারের অংশ।

ট্রেন্ট বোল্ট (১২.৫০ কোটি), দীপক চাহারের (৯.২৫ কোটি) পর নিলামে মুম্বইয়ের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার নমন (৫.২৫ কোটি)। চোটআঘাতে জর্জরিত মুম্বই গত মেগা লিগে নমনকে দলে নেয়। সাতটি ম্যাচ খেলে ১৪০ রান করেন। সেরা ৬২ অপরাজিত। আহামরি না হলেও ব্যাটের পাশাপাশি নমনের বোলিংয়ে আস্থা খুঁজে পেয়েছিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্তারা। ফল- বড় দরে ফের ডাক।

বছর চব্বিশের ডানহাতি ব্যাটার ও অফস্পিনার নমন কিছুটা মজার ছলেই বলেছেন, 'পাঞ্জাবের অর্ধেক মানুষই চান কানাডায় চলে যেতে। তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলাম। ২০২২ সালের শুরুতে ক্রিকেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়েই ফেলেছিলাম। আমার দিদি কানাডার এডমন্টনে থাকে। সেখানেই যাওয়ার পরিকল্পনা করি।'

'ক্রিকেট ছেড়ে কানাডায় যাব ভেবেছিলাম'

কিন্তু বাবার কথায় নমনের যাওয়া হয়নি। ফরিদপুরে এক ওষুধের দোকানের কর্মী বাবা নরেশের বিশ্বাস ছিল বাইশ গজে ঠিক নিজের জায়গা করে নেবে নমন। বলেছিলেন, কানাডা এক বছর পরে গেলেও চলবে। এই এক বছর ক্রিকেটকে দাও। বাবার সেই উৎসাহই আজ সব বদলে দিয়েছে।

ওই বছরের ডিসেম্বরেই পঞ্জাবের হয়ে রনজি ট্রফি অভিষেক। ২০২৩ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের 'ইমার্জেন্সি' ডাক। নিলামের পর সেই খুশিটা নিয়ে নমনের বাবার স্মৃতিচারণ, 'আমিও

ওকে স্কুলে, ক্রিকেট প্র্যাকটিসে নিয়ে যেতাম। অনেকে উপহাস করত। নিয়মিত শুনতে হত, ফরিদকোট থেকে কেউ পঞ্জাবের হয়েই খেলেনি, ভারতীয় দল ভুলে যান। নমনকে বলেছিলাম, যেদিন তোমাকে টিভিতে সবাই ছক্কা মারতে দেখবে, তখন এরাই হাততালি দেবে।'

মুম্বইয়ের হয়ে গত আইপিএলে লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে নমনের ২৮ বলে ৬২ রানের ইনিংসটা তাই স্পেশাল মুহূর্ত বাবা নরেশের কাছে। সেদিনের ইনিংসে ৫টা ছক্কা হাঁকিয়েছিল নমন। ছেলের ছক্কা দেখতে দেখতে ফিরে গিয়েছিলেন উপহাস, টিটকিরির দিনগুলিতে। সেদিন মুম্বইকে জেতাতে না পারলেও, মন জিতে নিয়েছিলেন অনেকের। নিলামে নমনকে ঘিরে দিল্লি ক্যাপিটালস, পাঞ্জাব কিংস, রাজস্থান রয়্যালস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু- এক ঝাঁক দলের দড়ি টানাটানিতে তারই প্রমাণ। শেষপর্যন্ত আরটিএম কার্ড প্রয়োগ করে নমনকে তুলে নেয় মুম্বই। রাজকোটে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি খেলতে ব্যস্ততার মাঝে নমন বলেছেন, 'নিলামের সময় হার্টবিট বাড়ছিল। গতবার মোটামুটি কেটেছে মুম্বইয়ে। আশাবাদী ছিলাম, আইপিএলে দল পাব। কিন্তু এত টাকা পাব ভাবিনি।'